নারসিংহ পুরাণ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মূলের অনুবাদ।

কলিকাতা শ্যামপুকুর—২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন,

মহাভারত কার্য্যালয় হইতে

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

শ্যামপুকুর—২নং অভয়চরণ ঘোষের লেন,

কুমুদবন্ধু যন্ত্রে

শ্রীহরিদাস মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২ সাল।

শ্রীশ্রীনারসিংহমূর্ত্তি ।

লোলজ্বালাকরালৈর্জ্বলদনলনিভৈঃকেশরৈর্দীপ্তবক্তে ।
জানুন্যস্তোগ্রহস্তপ্রখরতরনখৈর্দীর্ণদৈত্যেন্দ্রদেহঃ ।
প্রহ্লাদংহ্লাদলোলৈঃসুললিতমমলৈর্লোচনৈর্বীক্ষমাণঃ ।
কৃত্বাদৈত্যাধিপালংচিরমবতুমুদংহৃদ্বহন্নারসিংহঃ ॥

নারসিংহপুরাণের সূচীপত্র।

ইতি নারসিংহ পুরাণের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

ভূমিকা।

নারসিংহ পুরাণ ভগবান্ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অমৃতময়ী লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। মহাত্মা পরাশরতনয় যে সমুদায় পুরাণ এবং উপপুরাণ রচনা করিয়া গিয়াছেন,তৎসমুদায়েই তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তাশক্তি,অপূর্ব্ববর্ণনপরিপাট্য, মহার্থ উপদেশ এবং অসামান্য রচনাপ্রণালী প্রকটিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এই ক্ষুদ্রায়তন নারসিংহ নামক উপপুরাণ পাঠ করিলে, ইহাই প্রতীত হইবে যে, মহর্ষি বেদব্যাস, এই গ্রন্থখানিকে স্বতন্ত্র অলঙ্কারে বিভূষিত করিবার নিমিত্তই যেন বিরলে বসিয়া ইহার রচনাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহাতে কি বীর, কি রৌদ্র, কি করুণ, কি শান্তিরস প্রভৃতি কোনটীরই অসদ্ভাব নাই। প্রত্যুত ইহা পাঠ করিতে করিতে বোধ হয়, যেন এই কয়েকটী রস মূর্ত্তিমান্ করিবার নিমিত্তই স্বতন্ত্র আকারে এই নারসিংহ পুরাণের অবতারণা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, পুরাণসম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা যে একখানি অপূর্ব্ব হৃদয়োচ্ছাসকর গ্রন্থ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইহাতে সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং অগস্ত্যের জন্মবৃত্তান্ত, মুনিবর মার্কণ্ডেয়ের মৃত্যুজয়, তৎকর্ত্তৃক হৃদয়োম্মত্তকারী সুমধুর হরিগুণগান, হরির আবির্ভাব, মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে বরপ্রদান, মৃত্যু এবং যমকিঙ্করগণের ধর্ম্মরাজসমীপে গমন, কৃতান্ত সমীপে বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক

পরাভববৃত্তান্তকথন, কিঙ্করগণের প্রতি যমের উপদেশ-বাক্য, হরিনাম সংকীর্ত্তনে নরকবাসিগণের উদ্ধার, যমের বিষ্ণুলোক গমন, সুমধুর যমাষ্টক, যম ও তদীয় ভার্য্যার অত্যদ্ভুত উপাখ্যান, বেদব্যাস কর্ত্তৃক শুকসমীপে পতিব্রতাবিবরণ কথন, দেবদেব শূলপাণি কর্ত্তৃক নারদ সমীপে জীবগণের নির্ব্বাণমুক্তিকথন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্মকথা, সূর্য্য-কর্ত্তৃক ঊনপঞ্চাশৎ পবনের জন্ম, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত বিবরণ, অপূর্ব্ব শান্তনুচরিত, স্বর্গবর্ণন, মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয়ের জন্ম, নারায়ণের মৎস্যাবতার, মধুকৈটভবধ, ক্ষীরসমুদ্রমন্থন, কালকূট, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, লক্ষ্মী, এবং ধন্বন্তরীর সহিত অমৃতোৎপত্তি, নারায়ণের কৌর্ম্মমূর্ত্তিধারণ, বরাহমূর্ত্তিধারণে হিরণ্যাক্ষবধ, নৃসিংহমূর্ত্তি অবলম্বনে দুর্দ্দান্তদৈত্য হিরণ্যকশিপুর নিধন, অপূর্ব্ব হৃদয়োন্মাদি-প্রহ্লাদচরিত, বামনাবতারে বলিচ্ছলন, জামদগ্ন্যমূর্ত্তি অবলম্বনে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিধন, রামাবতারবিবরণ, শুক-কর্ত্তৃক হরির আরাধনা, তীর্থপ্রশংসা, কল্কিঅবতার, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, যতিধর্ম্ম, এবং যোগাভ্যাসকথন প্রভৃতি বহুবিধ অপূর্ব্ব প্রীতিপ্রদ, ধার্ম্মিকজনস্পৃহণীয় আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। অধিক কি এই গ্রন্থখানির কিয়দংশ পাঠ করিলেই সমগ্র বিষয় পাঠ না করিয়া মনের আর তৃপ্তি লাভ করিতে পারা যায় না। ফলতঃ বেদব্যাসের অমৃতময়ী লেখনী বিনিঃসৃত এই গ্রন্থখানি যে পুরাণ-ভাণ্ডারের একটী অপূর্ব্ব উজ্জ্বলরত্ন, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই।

———

নারসিংহপুরাণ।

প্রথম অধ্যায়।

হে তপ্তকাঞ্চন কেশাগ্র, প্রজ্বলিত বহ্নিলোচন, বজ্রাধিক-নখস্পর্শদিব্যসিংহ! তোমাকে নমস্কার করি। নখবদন দ্বারা হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়া শোণিতস্রাবে যিনি স্বকীয় কলেবর অরুণীকৃত করিয়াছিলেন, যিনি হিমাচল সদৃশ গৈরিকরাগবিভূষিত, সেই যুধমান নরহরি অহর্নিশ জাগতিক ভূতগণের রক্ষা সম্পাদন করুন।

হিমাচলবাসী বেদপারগ, নৈমিষারণ্যবাসী ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মা, বদর এবং পুষ্করারণ্যনিবাসী, মহেন্দ্র এবং বিন্ধ্য-নিবাসী, জম্বু এবং সহ্যবাসী, ধর্ম্মারণ্য তথাদণ্ডকারণ্যবাসী শ্রীশৈল এবং কুরুক্ষেত্রনিবাসী, কুমার পর্ব্বতস্থ তথা পম্পা-নিবাসি মুনিবর্গ এবং অন্যান্য সশিষ্য পবিত্রান্তঃকরণ বহু-সংখ্য ঋষিগণ মাঘমাসে সুবিমল প্রসন্নাম্বু প্রয়াগতীর্থে স্নানার্থ সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যথাবিধি স্নান এবং তদনন্তর জপাদি ক্রিয়া যথারীতি সমাধানান্তে দেবশ্রেষ্ঠ মাধবের বন্দনা এবং পিতৃতর্পণ সমাপন করিয়া পুণ্যতীর্থনিবাসি ভর-

দ্বাজ মুনিকে অবলোকন করিলেন। দর্শনানন্তর তাঁহাকে পূজা করিলে মুনিগণও ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া যথা-ক্রমে তদ্দত্ত বিচিত্র বৃষ্যাদি আসনে উপবেশন করিয়া পরস্পর কৃষ্ণাশ্রিত কথার সূচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ কথোপকথনের পর মহামতি পুরাণজ্ঞ, রোমহর্ষণসংজ্ঞক, মহা-তেজাঃ ব্যাসশিষ্য সূতপুত্র ভাবিতাত্মা মুনিগণের নিকটে উপ-স্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে অবলোকন করিবামাত্র যথা-বিধি প্রণাম করিয়া এবং নিজেও মুনিগণ কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া, যথাযোগ্য আসন গ্রহণানন্তর উপবিষ্ট হইলে সুখা-সীন সূতপুত্র ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণকে মহামুনি ভরদ্বাজ মুনি-গণের অগ্রেই এইরূপ প্রশ্ন করিলেন।

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রোমহর্ষণ! তুমি ইতি-পূর্ব্বে শৌনক মহাসত্র এবং বারাহাখ্যসংহিতা সমস্তই যথা-রীতি বর্ণন করিয়াছ, এক্ষণে পৌরাণিকসংহিতোক্ত নারসিংহ বিবরণ শ্রবণ করিবার জন্য আমরা নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি, অতএব হে মুনে! মহাত্মা ঋষিগণের জিজ্ঞাসার অগ্রেই রহস্য-ব্যঞ্জক নারসিংহ বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি। এই চরাচর জগৎ কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল? কেইবা ইহার পরিপালন করিতেছেন? কাহাতেই বা ইহা লয় প্রাপ্ত হয়? এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগদ্ভূমির পরিমাণ কত? দেবনৃসিংহ কোন্ কর্ম্ম দ্বারা সন্তুষ্ট হন? হে মহাভাগ! এই সাকল্য তত্ত্ব আমাদিগকে যথারীতি বর্ণন করিয়া আপ্যায়িত কর। সৃষ্ট্যাদি এবং তদবসান কিরূপে হইয়াছে? যুগ-গণন এবং চতুর্যুগ কিরূপে হইয়াছে? ইহাদিগের মধ্যে

বিশেষ কি? কলিযুগের অবস্থা কিরূপ? দেব নারসিংহ কিরূপে মানবগণ কর্তৃক আরাধিত হয়েন? পৃথিবীতে কত পুণ্যক্ষেত্র এবং পুণ্যশিলোচ্চয় আছে? মানবগণের পাপ-কদম্বাপহরণকারিণী পুণ্যময়ী এবং প্রসন্নসলিলা কতগুলি নিম্নগা বিদ্যমান আছে? দেব বিদ্যাধরগণের সৃষ্টি এবং মনুর মন্বন্তর কিরূপে হয়? কোন্ কোন্ রাজা যাজ্ঞিক ছিলেন? এবং কাহারাই বা প্রকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন? হে সূত! এই সকলবিষয় যথাক্রমে বর্ণন করিয়া আমাদিগের আত্মা পরিতৃপ্ত কর।

সূত কহিলেন, হে তপোধনগণ! মহামুনি বেদব্যাস প্রভাবে আমি সাকল্য পুরাণবৃত্তান্ত অবগত আছি। সেই অমিততেজাঃ ঋষিশ্রেষ্ঠ বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া, হরি-নরাত্মক পুরাণ আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন।

বিশ্ববেদৈক নিলয়, পরম পুরুষ, বিদ্যাধার, বিপুলমতিদ, বেদবেদাঙ্গবেদ্য, সতত শান্ত, সুমতি বিষয়, সর্ব্বতেজঃসমন্বিত, বিততযশাঃ পরাশর নন্দন বেদব্যাসকে সতত প্রণাম করি। যাঁহার প্রসাদে আমি অতি বিস্তৃত নারায়ণকথা আপনাদিগকে বলিতে উদ্যত হইতেছি।

যে নরসিংহ নারায়ণ করালকালবদনসদৃশরূপাবলম্বন করিয়া, কোমলনখকদম্ব কর্তৃক দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়াছিলেন, সেই নৃকেশরীকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। হে মহামুনে ভরদ্বাজ! আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা সুদুর্লভ এবং অতীব মহান্। বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতি-

রেকে এই দুস্তর প্রশ্নসাগর সমুত্তীর্ণ হইবার কাহারও সাধ্য নাই—তথাপি নারসিংহ প্রসাদে সম্প্রতি আপনাকে অতি-বিস্তৃত মহাপুণ্য কথা জ্ঞাপন করিতে উদ্যত হইতেছি, হে মুনিপুঙ্গব! অত্রোপস্থিত সশিষ্য ঋষিগণের সহিত একতান-চিত্তে অবধান করুন। নারায়ণ হইতে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সাকল্যজগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, নারসিংহমূর্ত্তি কর্ত্তৃক ইহা প্রতিপালিত হইতেছে এবং অন্তে জ্যোতিঃস্বরূপ হরিতেই লীনত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নারায়ণ যেরূপে বিশ্ব সৃজন করেন এবং যেরূপ পৌরাণিক বর্ণন শুনিতে পাওয়া যায়, তদনুযায়ী ভগবানের সৃষ্টি বিবরণ কহিতেছি, অবধান করুন। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থকে পুরাণ কহে। আদি সর্গ, অনুসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত মাসমধ্যে বর্ণন করিব। হে মহাভাগ! প্রথমেই আমি আপনাকে আদি সর্গ বিবরণ বলিতেছি,যাহাতে দেবগণ, নরপতিগণের চরিত্র এবং পরমাত্মা সনাতন রহস্য সাকল্য অবগত হইতে পারিবেন। হে দ্বিজোত্তম! সৃষ্টির প্রারম্ভে এবং প্রলয়ের পর কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র জ্যোতিষ্মান্ সর্ব্বকারণ ব্রহ্মস্বরূপ পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন। তিনি নিত্য নিরঞ্জন, নির্গুণ, নিত্য নির্ম্মল, আনন্দসাগর, সুস্থ এবং মুমুক্ষুজন প্রার্থ্যরূপাবলম্বী। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানময়, অনন্ত,অজ এবং অব্যয়। তাঁহার বিনাশ নাই; তিনি অক্ষয়, সদা স্বচ্ছ এবং সর্ব্বজগৎব্যাপী।

সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে কালরূপী ভগবান্ অন্তর্লীন

বিকাররূপ পৃথিব্যাদির সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তাঁহা হইতে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে মহান্ জন্মগ্রহণ করিল। মহান্, সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই তিনভাগে বিভক্ত। যেরূপ ত্বকের সহিত বীজ সংলগ্ন থাকে, সেইরূপ প্রধান তত্ত্বের সহিত সাকল্য পদার্থ সমাবৃত হইল। বৈকারিক, তৈজস এবং তামস ভূতাদিস্বরূপ ত্রিবিধ অহঙ্কার মহত্ত্ব হইতে জন্মগ্রহণ করিল। যেমন প্রধানের সহিত মহান্, তদ্রূপ ত্রিবিধ অহঙ্কারও মহানের সহিত সমাবৃত হইল। ভূতাদি অহঙ্কার বিকৃত হইয়া শব্দ তন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ,স্পর্শ এবং শব্দ এই পঞ্চমাত্রার সৃষ্টি হইল। অনন্তর ঐ শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দলক্ষণ আকাশের সৃষ্টি হইল। ঐ শব্দমাত্র আকাশ ভূতাদি দ্বারা সমাবৃত হইল। অনন্তর বায়ু বলবান্ হইলে তাহা হইতে স্পর্শ গুণের সৃষ্টি হইল। স্পর্শমাত্র, শব্দমাত্রআকাশকে আশ্রয় করিল। তদনন্তর বায়ু বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া রূপমাত্রের সৃষ্টি হইল। বায়ু হইতে জ্যোতিঃ অর্থাৎ অগ্নি উৎপন্ন হইয়া তাহার রূপ প্রকটিত হইল। স্পর্শমাত্র বায়ু রূপমাত্রে সমাবৃত হইল। জ্যোতিঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া রসমাত্রের সৃষ্টি হইল,তাহা হইতে জলের সৃষ্টি হইয়া রসমাত্র জল রূপমাত্রে সমাবৃত হইল। জল বিকৃত হইয়া গন্ধমাত্রের সৃষ্টি হইল, তাহা হইতে এই সর্ব্বগুণাধিক মহীর সৃষ্টি হইয়া নিবিড় সংযোগ জন্মিল, তাহা হইতে গন্ধ গুণ প্রকটিত হইল। যাহাতে যে মাত্রার প্রয়োজন, তাহাতে সেই মাত্রাই সংলগ্ন হওয়াতে,তন্মাত্র সর্গ কথিত হইয়া থাকে। রূপ,রস,গন্ধ,স্পর্শ

শব্দাদি অবিশেষ মাত্রা এবং অন্যান্য বিশেষ বলিয়া অভিহিত হয়। তামস অহঙ্কার হইতে ভূতাদি তন্মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। হে ভরদ্বাজ! আমি সংক্ষেপে এই সর্গ বিষয় আপনার নিকট বর্ণন করিলাম।

পণ্ডিতগণ দশসংখ্য তৈজসেন্দ্রিয় এবং বৈকারিক দশদেব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তত্ত্বচিন্তকগণ মনকে একাদশসংখ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বুদ্ধীন্দ্রিয় পঞ্চ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পঞ্চ,—হে কুলপাবন! তাহাদিগের নাম এবং ক্রিয়াদি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শব্দাদি জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রবণ ত্বক্‌ দৃশ্‌, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয় কথিত হইয়া থাকে। পায়ু, উপস্থ, করচরণদ্বয় এবং বাক্‌ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তাহাদিগের কর্ম্ম যথাক্রমে পায়ু হইতে বিসর্গ অর্থাৎ মলমূত্রত্যাগ উপস্থ হইতে আনন্দ, করপদ হইতে শিল্প এবং বাক্‌ হইতে যুক্তি সম্পাদিত হয়। আকাশ,বায়ু,তেজঃ এবং সলিলাদি পদার্থ শব্দাদিগুণের সহিত উত্তরোত্তর সংযুক্ত হইয়াছে। নানাবীর্য্য পৃথগ্‌ভূত আকাশাদি পদার্থ পরস্পর সংহতি ব্যতিরেকে সাকল্য প্রজা সৃষ্টি হইতে পারে না। এইরূপ অন্যোহন্য সংযোগ এবং পরস্পর আশ্রয়বশতঃ একসংঘাতীভূত পদার্থ সকল একত্তা প্রাপ্ত হইলে,পুরুষের অধিষ্ঠান এবং প্রকৃতির অনুগ্রহে মহদাদি পৃথিব্যন্ত পদার্থ ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিল। ক্রমে ক্রমে তাহা জলবুদ্বুদসমবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সেই উদকশায়ি অণ্ডমধ্যে অব্যক্তস্বরূপ বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মরূপাবলম্বনান্তে ব্যবস্থিত হইলেন। সুমেরু শৃঙ্গ তাঁহার উরু, মহীধরগণ জরায়ু এবং

সপ্তসমুদ্র তাঁহার গর্ভোদক হইল। অদ্রি, দ্বীপ, সমুদ্র, সজ্যোতির্লোককদম্ব এবং দেবাসুরমানবগণ সকলেই সেই অণ্ডমধ্যে সমুৎপন্ন হইল। রজোগুণধারী স্বয়ং পরাৎপর হরি ব্রহ্মরূপ অবলম্বন করিয়া জগতের সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি নারসিংহরূপী হইয়া কল্প এবং বিকল্পনা ক্রমে সর্গানুসর্গ রক্ষা করিতেছেন এবং রুদ্ররূপাবলম্বনে সাকল্য জগতের বিনাশ সাধন করেন। ব্রহ্মরূপী হইয়া সমস্ত ভূত পরিপালনার্থ জগতের সৃষ্টি এবং রামাদি রূপাবলম্বনে ভুবনসংরক্ষণ করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রীনারসিংহ পুরাণে প্রথমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে ভরদ্বাজ! যে প্রকারে নরসিংহ ব্রহ্মরূপাবলম্বী হইয়া জাগতিক সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তদ্বিষর বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন। হে দ্বিজসত্তম! নারায়ণাখ্য ব্রহ্মলোক পিতামহ ভগবান্ উপচারতঃ সমুৎপন্ন হইয়াছেন, ইহা কথিত হইয়া থাকে। নারায়ণ স্বকীয় পরিমাণ দ্বারা শতবর্ষ আয়ুঃকাল পরিমিত করিয়াছেন, বিষ্ণুজ কালানুসারে তাঁহার আয়ুঃ পরিগণিত হইয়া থাকে। চরাচরভূত, ভূভৃৎ এবং সাগরাদির আয়ুঃকাল পরিমাণ কথিত হইতেছে। অষ্টাদশ নিমেষে এককাষ্ঠা কল্পিত হয়, ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে এক কলা এবং ত্রিংশৎ কলায় একমুহূর্ত্ত পরিগণিত হইয়া থাকে। তৎসংখ্য মহূর্ত্তে মানবের অহোরাত্র এবং সেই

অহোরাত্র সকল মাস এবং দ্বিপক্ষভুক্ত হইয়াছে। ছয় মাসে এক অয়ন হয়,সুতরাং বৎসরে দুই অয়ন হইয়া থাকে। দক্ষিণ এবং উত্তর ভেদে অয়ন দ্বিবিধ। দক্ষিণায়ন দেবগণের রাত্রি এবং উত্তরায়ণ তাঁহাদিগের দিবস কথিত হয়। মর্ত্ত্য-দিগের দুই অয়নে বর্ষ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। মানব-গণের মাস পিতৃগণের এক অহোরাত্র উল্লিখিত হয়। বসু-দিগের অহোরাত্র মানবগণের বৎসর পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ পরিমিত সহস্রবর্ষ দ্বারা সত্যত্রেতাদি যুগ সংঘ-টিত হইয়াছে। চতুর্যুগ দ্বাদশ সহস্র বর্ষ পরিমিত, হে ভর-দ্বাজ! যথাযথ তাহাদিগের বিভাগ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সত্যযুগ, চতুঃসহস্র, ত্রেতা তিন, দ্বাপর দুই এবং কলি এক সহস্র বৎসর পরিমিত হইয়াছে। পুরাবিদ্‌গণ দিব্য সহস্র বৎসর যুগগণের পরিমাণ কল্পনা করিয়াছেন। উক্ত দিব্যা-ব্দের দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বসন্ধ্যা এবং তৎপরিমিত কাল সন্ধ্যাংশক কথিত হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাং-শকের মধ্যে যে কাল তাহার নাম যুগাখ্য। কৃত ত্রেতা দ্বাপর এবং কলির সহস্র সহস্র পরিমাণকাল ব্রহ্মার এক দিবস পরিগণিত হয়। তাঁহার এক এক দিবসে ক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দশ মনু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের কাল পরিমাণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ভিন্ন ভিন্ন মনুর শাসনকালে পৃথক্ সপ্তর্ষি, শক্র এবং মনু সন্তানগণ এক সময়ে সৃষ্ট এবং সংহৃত হয়েন। হে দ্বিজোত্তম! একাধিক একসপ্ততি সহস্র বর্ষ দ্বারা চতুর্যুগ সংঘটিত হইয়াছে। এই চতুর্যুগের কাল-পরিমাণ মধ্যে মনুর মন্বন্তর এবং শক্রাদিকাল দিব্যসংখ্যানু-

সারে অষ্টশত সহস্র বৎসর পরিগণিত হয়। অশীতি সহস্র বর্ষ, ব্রহ্মার এক দিবস নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভগবান্ এই ব্রাহ্মিক দিবসে সাকল্যদেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক, ঋষি, বিদ্যাধর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, পিপীলিকা, ভুজঙ্গম এবং চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর প্রভু ভগবান্ দিনান্তে ত্রৈলোক্য সংহার করিয়া সমস্ত রজনী অনন্তশয্যায় শয়ন করিলেন। তাহার পর মহাকল্প আরম্ভ হইল, দ্বিতীয় পাদ্য কল্পে ভগবান্ সমুদ্র মন্থনার্থ মৎস্যাবতার হইয়াছিলেন। অনন্তর তৃতীয় বরাহকল্পে প্রভু, বরাহরূপ ধারণ করেন। সেই অনাদি, অনন্ত পরমেশ্বর, জগৎ, ব্যোম, ধরা এবং প্রজাবৃন্দ সৃষ্টি করিয়া নিমেষমধ্যে প্রলয় সমুৎপাদন দ্বারা সর্ব্বজগতের বিনাশ সাধন করিলেন।

ইতি শ্রীনারসিংহ পুরাণে দ্বিতীয়োঽধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, সেই অনন্তশয়নশায়ি প্রসুপ্তদেবের নাভিদেশে পদ্মোদ্ভব হইল। সেই কমলে বেদবেদাঙ্গপারগ, মহাভাগ ব্রহ্মা, সমুৎপন্ন হইলেন। অনন্তর আদিদেব নারায়ণ, কমলযোনি ব্রহ্মাকে প্রজা সৃষ্টির জন্য সমাদেশ করিয়া তিরোধান করিলেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিপ্রারম্ভে নারায়ণবাক্য শ্রবণানন্তর দেবদেব বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া দেখিলেন, জগৎ সৃষ্টির কিছুমাত্র হেতু নাই—তখন মহাত্মা ব্রহ্মার মহান্

ক্রোধবশতঃ তাঁহার অঙ্কদেশস্থ রোমাবলী হইতে বান, জন্ম গ্রহণ করিল। তাহাকে ক্রন্দনপরায়ণ দেখিয়া ব্যক্তমূর্ত্তি ব্রহ্মা রোদন হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহার নাম রুদ্র রাখিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা তাহাকে লোক সৃজন করিবার আদেশ করিলে রুদ্র, তাহাতে অসক্ত হইয়া তপশ্চরণমানসে অগুসলিলে নিমগ্ন হইলেন। রুদ্রদেব সলিলমগ্ন হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মা, দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ এবং বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপত্নীর জন্ম প্রদান করিলেন। দক্ষপত্নীর গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হইল। তাঁহা হইতে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রজাগণের সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। হে মুনিসত্তম! আমি এইরূপে সৃষ্টি প্রকরণ আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। অতঃপর স্রষ্টা জগদীশ্বরের সম্বন্ধে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক আছেন?

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে রোমহর্ষণ! তুমি সংক্ষেপতঃ সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলে, পুনরায় বিস্তারপূর্ব্বক আদিসর্গ বিবরণ বল, শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হই।

সূত কহিলেন, তদনন্তর কল্পাবসানে, সর্ব্বপূর্ব্বজ, পরাৎপর, অচিন্ত্য, অনাদি, ব্রহ্মস্বরূপী, সর্ব্বসম্ভব বিরাটরূপি ভগবান্ জাগ্রত হইয়া সমস্ত জগৎ, প্রাণীশূন্যাবলোকন করিলেন। এক্ষণে হে দ্বিজোত্তম! পণ্ডিত এবং পুরাণবিদ্গণ "নারায়ণ" এই কথার যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহা বলিতেছি, অগ্রে শ্রবণ করুন। জল, নরপুত্র বলিয়া অভিহিত হয়, সেই জন্য জলের নাম নারা হইয়াছে। সেই নারা অর্থাৎ জলরাশি যাঁহার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ, তিনিই নারায়ণ বলিয়া অভিহিত।

পূর্ব্বে কল্পাদিকালে ভগবান্, সৃষ্টি চিন্তা করিতে করিতে অজ্ঞানপূর্ব্ব তমঃ প্রাদুর্ভূত হইল। তমোমোহ, মহামোহ তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র, এই পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা জন্ম পরিগ্রহ করিল। অতঃপর ভগবান্ অপ্রতিবোধবান্ সর্গের সূচনা করিলেন, সর্গবিৎ পণ্ডিতগণ, তাহাকে মুখ্যসর্গ বলিয়া থাকেন। অনন্তর বিরাটরূপী পুরুষ অন্য সর্গ বিধান বাসনায় ধ্যানপরায়ণ হইলে, তির্য্যক্স্রোতঃ সমুৎপন্ন হইল, উহার নাম তৈর্য্যগ্যোন্য সর্গ। উৎপথগ্রাহি মাতৃকুলের সৃষ্টি হইলে ব্রহ্মরূপি ভগবান্ তির্য্যক্স্রোতঃ অসাধক জ্ঞানে ঊর্দ্ধস্রোতের সৃষ্টি করিলেন। দেবাদি, ঊর্দ্ধস্রোতান্তর্গত বলিয়া কথিত হয়েন। তদনন্তর প্রজাপতি সন্তুষ্টান্তঃকরণে মুখ্যসর্গসমুদ্ভূত স্থাবরগণকে অসাধক জ্ঞান করিয়া অর্ব্বাকস্রোতের সৃষ্টি, করিলেন, মনুষ্যগণ অর্ব্বাকস্রোতান্তর্গত, সাধক, প্রকাশবহুল এবং ভূয়োভূয়ঃ কার্য্যকারী। এইরূপে আমি সর্গ বিবরণ আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। প্রথমে মহৎ সর্গ,দ্বিতীয় তন্মাত্র সর্গ, তৃতীয় বৈকারিক, যাহাকে পুরাণবিদ্গণ, ঐন্দ্রিয়ক বলেন, চতুর্থ স্থাবরপ্রধান মুখ্যসর্গ, পঞ্চম তৈর্য্যগ্যোন্য, যষ্ঠ ঊর্দ্ধস্রোতঃ, যাহাকে পণ্ডিতগণ, দেবসর্গাখ্যা প্রদান করেন। অনন্তর অর্ব্বাকস্রোতঃ হইতে মানবগণের সৃষ্টি হইয়াছে, এই সৃষ্টি সপ্তম বলিয়া অভিহিত। অষ্টম অনুগ্রহসর্গ, যাহা সাত্ত্বিক এবং তামস বলিয়া পরিগণিত। প্রজাপতি ব্রহ্মার নবম সর্গের নাম রুদ্রসর্গ। এই সাকল্য সর্গের মধ্যে পঞ্চ,কৃত এবং তিনটী প্রাকৃত বলিয়া পরিগণিত। এই প্রাকৃত এবং কৃতসর্গ জগতের মূল হেতুস্বরূপ। হে ভর-

দ্বাজ ! ব্রহ্মরূপি বিরাট পুরুষের সৃষ্টি আমূলতঃ বর্ণন করিলাম। জগদীশ্বর, সর্ব্বগতৈকরূপ ভগবান্, স্বশক্তিবলে তত্তৎবিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

ইতি শ্রী নারসিংহ পুরাণে তৃতীয়োঽধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা নবধা সৃষ্টি সম্পাদন করেন, হে সূত ! এক্ষণে সবিস্তর বর্ণন কর, কিরূপে ঐ নবধা সৃষ্টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সূত কহিলেন, হে মহামুনে ! ব্রহ্মা প্রথমতঃ রুদ্রদেবের সৃষ্টি বিধান করিয়া, তপোধন বর্গের সৃষ্টি ব্যাপার সম্পাদন করিলেন। সনক এবং মরীচ্যাদি মুনিগণ যথা-ক্রমে সৃষ্ট হইলেন। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ ভৃগু, নারদ এবং মহাদ্যুতি বশিষ্ঠ ইহারা যথাক্রমে সৃষ্ট হইলে সনকাদি ঋষিগণ, নিবৃত্তাখ্য ধর্ম্মে এবং মরীচ্যাদি প্রবৃত্তাখ্যে নিয়োজিত হইলেন। কেবল ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ, কোন ধর্ম্মই অবলম্বন না করিয়া নির্ম্মুক্ত হই-লেন। দক্ষের দৌহিত্র বংশ হইতে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ, দেবদানব গন্ধর্ব্ব, উরগ এবং পক্ষিগণ সমস্তই দক্ষ-কন্যাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। মনুসর্গোদ্ভূত স্থাবর-জঙ্গম চতুর্ব্বিধ ভূতাদি, ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। মরী-চ্যাদি মহর্ষিগণ, অনুসর্গ, সৃজন করিলেন। বশিষ্ঠান্ত মহা-ভাগ ঋষিগণ ব্রহ্মার মানস হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন।

মহাত্মা চতুরাস্যরূপী মুনিস্বরূপ অনন্ত প্রজাপতি, কালবশতঃ বিয়ন্মুখ ভূতগণের সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

ইতি শ্রী নারসিংহ পুরাণে চতুর্থোঽধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে মহামতে! রুদ্রসর্গ প্রকরণ, বিস্তার পূর্ব্বক আমার নিকট বর্ণন কর,—মরীচ্যাদি মুনিগণ কিরূপে অনুসর্গ সৃষ্টি করিলেন এবং ব্রহ্মার মানসোদ্ভূত বশিষ্ঠ কিরূপে মিত্রাবরুণের পুত্র বলিয়া খ্যাত হইলেন, এই সকল বর্ণন করিয়া আমার হৃদয়ে প্রফুল্লতা সম্পাদন কর।

সূত কহিলেন, হে মহাভাগ! রুদ্রসর্গ এবং মুনিগণের প্রতিসর্গ বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রুদ্রদেব আত্মতুল্য সুতোৎপাদনার্থ ধ্যানপরায়ণ হইলে নীল লোহিত কুমার প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই কুমারের অর্দ্ধাঙ্গ নারীরূপী এবং অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষবেশী হইল এবং নিজেও প্রচণ্ড শরীরবান্ হইলেন। স্ত্রীপুরুষভাব উভয়ই তাঁহার শরীরে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষিত হইতে লাগিল। একপুরুষ, দশভাগে বিভক্ত হইলেন। হে দ্বিজোত্তম! তাহাদিগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, কপালী, রুদ্র, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, কপর্দ্দী এবং রৈবত এই ত্রিভুবনেশ্বর একাদশ রুদ্রের নাম করিলাম। স্ত্রীরূপধারীও দশপ্রকার রূপাবলম্বী। উমা বহুরূপ অবলম্বন করিয়া

রুদ্রপত্নীত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র রুদ্র, যখন সলিলনিমগ্ন হইয়া ঘোরতর তপশ্চরণান্তে উত্থিত হয়েন, তখন অসংখ্য ভূত বেতালপ্রমুখ সহস্র সহস্র সিংহসম করালানন পিশাচগণের সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর সার্দ্ধ তিনকোটি বিহঙ্গমের সৃষ্টি করিয়া স্কন্দের সৃষ্টি সম্পাদন করিলেন। এইরূপে হে মুনিপুঙ্গব! রুদ্র সৃষ্টি বিবরণ আপনার নিকট সাকল্য বর্ণন করিলাম। এক্ষণে মরীচ্যাদি মুনিকর্তৃক কিরূপে অনুসর্গ সৃষ্টি হয় তদ্বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

স্বয়ম্ভু, দেব এবং স্থাবরান্ত প্রজাগণের সৃষ্টি করিলে, উহারা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রজাগণের বৃদ্ধি অবলোকন করিয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং মানসপুত্রগণের উৎপাদন করিলেন। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ বশিষ্ঠ এবং মহামতি ভৃগু এই মানসোৎপন্ন পুত্রগণ, পুরাণে নবব্রহ্মা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অগ্নি এবং পিতৃগণ ইহারাও ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া কথিত হয়েন। হে মহাভাগ! ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে শতরূপার সৃষ্টি করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে সেই কন্যাদান করেন। তাঁহা হইতে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ নামক দুই পুত্র এবং প্রসূতি নাম্নী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। উক্ত স্বায়ম্ভুব মুনি, দক্ষের সহিত প্রসূতির বিবাহ প্রদান করিলে, দক্ষৌরসে প্রসূতি, চতুর্ব্বিংশতি কন্যা প্রসব করিয়াছিল, হে মহাভাগ! আমি সেই সকল কন্যার নাম যথাক্রমে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাদিগের

নাম যথাক্রমে শ্রদ্ধা, ভূতি, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি এবং কীর্ত্তি। দাক্ষায়ণ ধর্ম্ম এই ত্রয়োদশ কন্যাকে, প্রতিগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মবংশ বিস্তার করিলেন। ধর্ম্মের পুত্র পৌত্রাদি দ্বারাও ধর্ম্মবংশ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শ্রদ্ধাদিপত্নীর গর্ভ হইতে কামাদি সুতগণ জন্মগ্রহণ করিল। শ্রদ্ধাদি ভিন্ন প্রসূতির অপর একাদশ কন্যার নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন। সম্ভূতি, অনসূয়া, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, সত্যা, ভূজা, খ্যাতি, স্বাহা এবং স্বধা। প্রজাপতি দক্ষ এই সকল কন্যা ভাবিতাত্মা মরীচি ঋষিগণকে সংপ্রদান করেন। উক্ত মহর্ষিগণ হইতে যে সমস্ত পুত্র সমুৎপন্ন হয়, তাহাদিগের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। মরীচি পত্নী হইতে কশ্যপ মুনির জন্ম হইল। অঙ্গিরা পত্নী স্মৃতি, হইতে কুহু সিনীবালী রাকা এবং অনুমতি নাম্নী কন্যাগণ জন্ম গ্রহণ করিল। অত্রি মুনিপত্নী অনসূয়া হইতে, সোম, দুর্ব্বাসা দত্ত এবং আত্রেয় প্রসূত হইলেন। পুলস্ত্য ভার্য্যা প্রীতি হইতে দম্ভোলি জন্ম গ্রহণ করিল, সেই দম্ভোলির পুত্র বিশ্রবাঃ এবং রাবণাদি রাক্ষসগণ বিশ্রবার পুত্র। হে মহাভাগ! লঙ্কাপুরনিবাসি বহুরাক্ষসের বিষয় ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট বর্ণন করিয়াছি। যাহাদিগের নিমিত্ত ক্ষীরোদ সমুদ্রশায়ী স্বয়ং ভগবান্, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া ভূভার হরণার্থ পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রজাপতি পুলহপত্নীগর্ভে তিন পুত্রের জন্ম হয়। মুনিবর ক্রতুর সপ্ততি ভার্য্যা হইতে বালখিল্য প্রভৃতি উর্দ্ধরেতাঃ, অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বপ্রমাণ,জ্বলৎ ভাস্কর

সমতেজশালী ষষ্টি সহস্র মুনি জন্ম গ্রহণ করেন। অনন্তর প্রচেতার সত্যা নাম্নী পত্নীতে, সত্যসন্ধ প্রভৃতি তিন পুত্র হইয়াছিল। তাহাদিগের শত সহস্র পুত্র পৌত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদিগের নাম যথাক্রমে রজোগাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, প্রবণ, অনঘ, শতক্রতু এবং শক্র।

ভৃগুর খ্যাতি ভার্য্যা হইতে বিষ্ণুপরিগ্রহ লক্ষ্মীর উৎপত্তি হয়, এতদ্ভিন্ন ধাতা এবং বিধাতাও ভৃগুমুনির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত ধাতা এবং বিধাতা আয়তি এবং নিয়তি নাম্নী মেরুর দুই কন্যা বিবাহ করেন। তাহাদের গর্ভে ধাতা এবং বিধাতার দুই পুত্র হয়, একের নাম প্রাণ, অপরের নাম মৃকণ্ড এবং ঐ মৃকণ্ড হইতে মৃত্যুবিজয়ি মার্কণ্ডেয়ের জন্ম হয়। অনন্তর প্রাণের বেদপত্নীতে রাজজ্ঞ জন্ম গ্রহণ করিল ; ঐ রাজজ্ঞ হইতে দ্যুতিমান্ সঞ্জয়ের জন্ম হয়। হে মহাভাগ! তাহা হইতেই ভার্গববংশ বিস্তৃত হইয়াছে। যাঁহার অপর নাম অগ্নি এবং যিনি ব্রহ্মার অগ্রজ তনয়, তিনিই স্বাহাগর্ভে পবমান, পাবক এবং শুচি নামক তিন পুত্রের জন্ম দান করেন। তাহাদিগের ষট্চত্বারিংশৎ বংশ বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ করুন। শাস্ত্রকারেরা একোনবিংশতি বহ্নি গণনা করিয়াছেন। হে দ্বিজসত্তম! পিতৃগণ ব্রহ্মসৃষ্ট, এবিষয় আপনাকে পূর্ব্বে জানাইয়াছি, তাহাদিগের হইতে স্বধা গর্ভে মেনকা এবং ধারিণীর জন্ম হয়। ইতিপূর্ব্বে স্বয়ম্ভু, দক্ষকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে দক্ষমুনি যেরূপে ভূতগণের সৃষ্টি করেন, তাহা বলিতেছি। হে মহাভাগ! প্রজাপতি দক্ষ পূর্ব্বে মানসভূত সৃজন করেন, তদনন্তর দেব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ,

কিন্নর এবং অসুরগণের সৃষ্টি করিলেন। যখন সৃষ্ট প্রজাগণ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন প্রজাপতি দক্ষ তাহাদিগের মধ্যে মৈথুনধর্ম্মের প্রচার দ্বারা প্রজা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, বিষ্ণুকে চারিটি, বহুপুত্রকে দুই, অঙ্গিরাকে দুই এবং বিদ্বান্ কৃশাশ্বমুনিকে দুইটী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তাহাদিগের অপত্য বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। বিশ্বা হইতে বিশ্বদেব এবং সাধ্যা হইতে সাধ্যগণের উৎপত্তি হইল। মরুত্বান্ হইতে মরুত্বদ্গণ এবং বাসা হইতে বসু প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিল। ভানু হইতে ভানুদেবগণ,মুহূর্ত্ত হইতে মুহূর্ত্তজ এবং নবমাতে ঘোষাখ্যা নাগবীথীর জন্ম হইল। পার্থিব বিষয় সমস্তই মরুত্বতী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সংকল্পা হইতে সংকল্পপুত্রের জন্ম হয়; বসুদিগের উৎপত্তি বিষয় আপনার নিকট বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে তাহাদিগের অভিধান বলিতেছি। ভব, ধ্রুব, সোম, অনিল, অনল, বিষ্ণু, প্রভুষ, প্রভব, শাস্ত্রকারগণ এই অষ্টবসু সংখ্যাত করিয়াছেন। তাহাদিগের শত সহস্র পুত্র পৌত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অদিতি, দিতি, অরিষ্টা, সরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধা, পুসা, ইরা এবং কদ্রু, এই সকল তাহাদিগের অপত্য বলিয়া পরিগণিত। অদিতি গর্ভে কশ্যপকর্ত্তৃক দ্বাদশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগের নাম করিতেছি, শ্রবণ করুন। ভাগ, অংশু, অর্য্যমা, বশিষ্ঠ, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পুষা, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু। দিতি গর্ভে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদের একের

নাম হিরণ্যাক্ষ, অপর হিরণ্যকশিপু। মহাকায় হিরণ্যাক্ষ বারাহ এবং হিরণ্যকশিপু, নারসিংহকর্ত্তৃক বিনিহত হয়। এতদ্ভিন্ন বহুমহাকায় মহাবল দিতিপুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

অরিষ্টা হইতে কশ্যপকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বগণ এবং সরসা গর্ভে বিদ্যাধরগণের জন্ম হয়। সুরভীগর্ভে কশ্যপকর্ত্তৃক গাভী-গণের জন্ম হইল। বিনতার দুই প্রখ্যাত পুত্র গরুড় এবং অরুণ জন্ম গ্রহণ করিয়া, গরুড় বিষ্ণুর বাহনত্ব এবং অরুণ সূর্য্যসারথিত্ব স্বীকার করিল। তাম্রা গর্ভে কশ্যপকর্ত্তৃক অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, হস্তী, গবয় এবং মৃগগণের উৎপত্তি হইল। ক্রোধাগর্ভে তদ্বিপরীত দুষ্টমতি হিংস্র-পশুনিকর জন্মগ্রহণ করিল। ইরা অর্থাৎ জল হইতে বৃক্ষ লতা বল্লী তৃণাদি পদার্থের সমুদ্ভূতি হইল। পুসাগর্ভে যক্ষ, রক্ষ, অপ্সরা এবং কদ্রু হইতে দন্দশুকদিগের সৃষ্টি সম্পা-দিত হইল।

হে দ্বিজ! পূর্ব্বে যে সপ্তবিংশতি সুব্রত সোমপত্নীগণের কথা বলিয়াছি, তাহাদিগের গর্ভে বুধাদি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। অরিষ্টনেমির পত্নীদিগের ষোড়শাপত্য সমুদ্ভূত হয়। বিদ্বান্ বহুপুত্রের বিদ্যুদাদি চারিটী কন্যা জন্মে। প্রত্যাঙ্গির হইতে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ এবং কৃশাশ্ব হইতে দেব প্রহরণাদির উৎপত্তি হইল। হে দ্বিজোত্তম! আমি যাহা-দিগের বিষয় বর্ণন করিলাম, ইহারা যুগসহস্রান্তে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। এই সর্ব্বস্থাবরজঙ্গমকশ্যপদায়াদগণের বিষয় যথাবৎ বর্ণন করিলাম।

এই কশ্যপদায়াদগণের পুত্র পৌত্রাদি কর্তৃক প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। হে বিপ্র! দেবপ্রবর ধীমান্ নারসিংহের এই সমস্ত বিভূতি কীর্ত্তন করিলাম। দক্ষকন্যাদিগের অপত্যাদি বিষয়ও সম্যক্ কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই কথিত সৃষ্টিবিবরণ স্মরণ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই যশঃ এবং সম্মানবান্ হইবেন। সর্গ, অনুসর্গ এবং সৃষ্টি বিবৃদ্ধি হেতু সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিলাম। যাঁহারা একাগ্রচিত্তে এই নারসিংহ পুরাণোক্ত সৃষ্টিবিবরণ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের চিত্তক্ষেত্র সর্ব্বদা পবিত্রভাব অবলম্বন করিয়া থাকে।

ইতি শ্রীনারসিংহপুরাণে পঞ্চমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজবর! আমি বিষ্ণুর জগৎসৃষ্টি বিষয় সাকল্য আপনার নিকট বর্ণন করিয়াছি। দেব দানব যক্ষাদি কিরূপে সমুৎপন্ন হইল, তাহাও শ্রবণ করিলেন— এক্ষণে বশিষ্ঠ কিরূপে মিত্রাবরুণের পুত্র হয়েন, পূর্ব্বাহ্ণে এই যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন পুণ্যাখ্যান আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সর্ব্বধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্ববেদবিদাম্বর, সর্ব্ববিদ্যাপারগ

প্রজাপতি দক্ষ মহামুনি কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা দান করেন, তাহাদিগের নাম পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কশ্যপ অদিতিগর্ভ হইতে অগ্নিপ্রভ দ্বাদশ পুত্র সমুৎপাদন করেন। হে দ্বিজসত্তম ! তাহাদিগের নাম পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভাগ, অংশু, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু ! এই দ্বাদশাদিত্য তপশ্চরণ দ্বারা নিত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অদিতির মধ্যম পুত্র লোকপাল বরুণ সর্ব্বদা বারুণী দিগ্বর্ত্তী হইয়া অবস্থিতি করেন। পশ্চিম সমুদ্রের প্রত্যগ্দিগ্বর্ত্তী ধাতুপ্রস্রবণান্বিত,সর্ব্বরত্নময়-শৃঙ্গবিভূষিত মহাদরী গুহাসমন্বিত, সিংহশার্দ্দূলনাদিত, নানা-বিবিক্তভূমিশোভিত এবং দেবগন্ধর্ব্বসেবিত শ্রীমান্ অস্তু নামক পর্ব্বত শোভমান আছে। সহস্ররশ্মি যে গিরিচূড়াবলম্বন করিলে, জগৎ ধ্বান্তমালাবৃত হয়, সেই গিরিশৃঙ্গে জাম্বুনদ তরঙ্গায়িত, বিশ্বকর্ম্মার মণিময়স্তম্ভবিনির্ম্মিত, ভোগসাধনসমৃদ্ধ সুখাবতী নাম্নী এক পুরী বিদ্যমান আছে। তথায় স্বতেজো দেদীপ্যমান বরুণাদিত্য স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সর্ব্ব-লোকপালক এবং তৎসংরক্ষক হইয়া বাস করেন। গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরকুল বন্দারু স্বরূপে তাঁহার স্তুতিপাঠ করিয়া থাকে।

এক দিবস বরুণ দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গ দিব্যাভরণভূষিত হইয়া মিত্রের সহিত কানন পর্য্যটনে গমন করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণাজিনধারী হইয়া রমণীয়, সদাব্রহ্মর্ষিশোভিত, নানা-পুষ্প ফলোপেত, নানাতীর্থ সমন্বিত এবং বহুপুণ্যফলদ কুরুক্ষেত্র তীর্থে তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এমত

সময়ে তথায় এক বনোদ্দেশে, নানাপক্ষিনিষেবিত বহুগুল্ম-লতাকীর্ণ,অতীব পবিত্র, নানাতরুবনাচ্ছন্ন, নলিন্যোপশোভিত এবং বহুবিধ মীনকচ্ছপবিরাজিত পৌণ্ডরীক নামধেয় শুভ সরোবর সন্দর্শন করিয়া, ব্রহ্মচারী মিত্রাবরুণ ভ্রাতৃযুগল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে যদৃচ্ছা-ক্রমে সেই সরোবরাভিমুখে গমন করিলেন। দেখিলেন, বরাননা উর্ব্বশী নাম্নী অপ্সরা সখীগণের সহিত সরো-বরে বিশ্রব্ধভাবে নির্জ্জনবনে স্নান, গান এবং হাস্য কৌতুক করিতেছে। সেই গৌরবর্ণা, কমল গর্ভাভা, স্নিগ্ধ কৃষ্ণ-শিরোরুহা, পদ্মপত্র বিশালাক্ষী, রক্তোষ্ঠী, মৃদুভাষিণী সুভ্রূ, সুনাসা, সুনখা, সুললাটা, মনস্বিনী, করসম্মিতমধ্যাঙ্গী, পীনোরু জঘনা, পীবরস্তনী, তন্বঙ্গী, মধুরালাপা, সুমধ্যা, চারুহাসিনী, রক্তোৎপলকরপাদা, সুপদী, বিনয়ান্বিতা, পূর্ণ-চন্দ্রনিভাননা এবং মত্তকুঞ্জরগামিনী অপ্সরাকে অবলোকন করিয়া,তাহার রূপে উভয়েই বিমুগ্ধ হইলেন। তাহার আস্য নৃত্য এবং ঈষদ্বসনের সহিত বনপ্রদেশস্থ শীতল সুগন্ধ বায়ু তাঁহা-দিগকে আকুল করিল। পুংস্কোকিলের মধুরস্বর, ভ্রমরের গুন্ গুন্ শব্দ এবং উর্ব্বশীর সুমিষ্ট গীতকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, মিত্রাবরুণ কামভাববশতঃ নেত্রাপাঙ্গে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সুতরাং মানসিকভাবের অন্যথা হওয়াতে,তাঁহাদিগের রেতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া একাংশ কমলে.একভাগ জল-মধ্যে এবং একভাগ স্থলে কুম্ভমধ্য পতিত হইল। কমলে বশিষ্ঠ, স্থলে কুম্ভমধ্যে পতিত হওয়াতে, অগস্ত্য এবং জলে মীনগণের উৎপত্তি হইল। এই সময় উর্ব্বশী মর্ত্ত্য পরিহার

পূর্ব্বক স্বর্লোক গমন করিল—মিত্রাবরুণও স্বাশ্রমে আগমন পূর্ব্বক পরব্রহ্ম সনাতনপ্রাপ্ত্যভিলাষী হইয়া ঘোরতর তপশ্চরণারম্ভ করিলেন। অনন্তর লোককর্ত্তা প্রজা-পতি ব্রহ্মা পুত্রবান্ মহাদ্যুতি মিত্রাবরুণ সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মিত্রাবরুণ! আর তপশ্চরণের প্রয়ো-জন নাই, তোমাদিগের অভিলষিত সংসিদ্ধ হইবে, এক্ষণে পূর্ব্ব স্বাধিকার প্রবৃত্ত হইয়া লোকসংরক্ষণ কর। এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারাও স্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজসত্তম! এইরূপে আমি ধীমান্ অগস্ত্য এবং মহাত্মা বশিষ্ঠ কিরূপে মিত্রাবরু-ণের পুত্র হইয়াছিলেন, তাহা যথাযথ বর্ণন করিলাম। এই পুণ্যশীল পাপনাশন বারুণাখ্যান শ্রবণ করিলে পুত্রবিহীন নৃপতি, পুত্র এবং সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। সন্ততিকামব্যক্তি একমনাঃ হইয়া শ্রবণ করিলে অচিরে পুত্র-লাভ করে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি নিত্য হব্যকব্যে এই আখ্যান পাঠ করেন, তাঁহার দেবলোক এবং পিতৃলোক পরম তুষ্টি প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্যক্তি প্রত্যূষে গাত্রোত্থানান্তে সংযত এবং শুচি হইয়া এই পাপনাশন বারুণ্যাখ্যান পাঠ করেন, তিনি সুরবৃন্দ পরিবেষ্টিত স্বর্ধাম প্রাপ্ত হইয়া চিরানন্দে প্লবমান হয়েন। হে মহাভাগ! আমি এই পুরাতন মিত্রাবরুণাখ্যান আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি এই প্রবন্ধ একতান চিত্তে শ্রবণ করেন, তাঁহার চিত্ত সংশুদ্ধ হয় এবং তিনি সত্বর হরিলোক গমন করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে সূত! মার্কণ্ডেয় মুনি কিরূপে মৃত্যুকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এই বিষয়ের যে সূচনা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই আখ্যান শ্রবণ করাইয়া আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত কর।

সূত কহিলেন,হে মুনিসত্তম ভরদ্বাজ! হে সশিষ্যঋষিকদম্ব! মার্কণ্ডেয় মুনি যেরূপে মৃত্যুকে পরাজিত করিয়াছিলেন,সেই বিবরণ অতীববিচিত্র এবং কৌতূহলোদ্দীপক। আপনারা একাগ্র-চিত্তে সেই অদ্ভুত বিবরণ শ্রবণ করুন। একদিবস বেদ-ব্যাসনন্দন শুকদেবগোস্বামী, মহাপুণ্য ব্যাসপীঠ কুরুক্ষেত্রে কৃতস্নান, কৃতজপ, মুনিশিষ্য পরিবেষ্টিত, বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনিকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তাত! মহামুনি মার্কণ্ডেয় কিরূপে মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন,এই অদ্ভুতাখ্যান বর্ণন করিয়া আমার হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করুন। শ্রবণ করিবার জন্য আমার মনঃ অতীব ব্যস্ত হইয়াছে।

ব্যাস কহিলেন, হে বৎস! মার্কণ্ডেয় মুনি যেরূপে মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন, সেই বিচিত্রাখ্যান বর্ণন করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিতেছে—হে মুনিগণ! আপ-নারা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন।

ভৃগুমুনির খ্যাতিপত্নীতে মকণ্ডু নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ

করে,ঐ মৃকণ্ডুর ধর্ম্মজ্ঞা, ধর্ম্মনিরতা, পতিশুশ্রূষণরতা সুমিত্রা-নাম্নী পত্নীগর্ভে মার্কণ্ডেয় মুনির জন্ম হয়। ভৃগুপৌত্র মহাভাগ বালক মার্কণ্ডেয় পিতৃসংস্কৃত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিবামাত্রেই এই ভবিষ্যবাণী হইল যে, এই বালক, দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। সেই বাক্য শ্রবণ এবং পুত্রবরের মুখকমল অবলোকন করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনির জনক জননী অতীব খিদ্যমান এবং ভগ্নহৃদয় হইলেন। তথাপি মুনিবর মৃকণ্ডু যত্নপূর্ব্বক সাকল্য কালক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। গুরুশুশ্রূষণোদ্যত মার্কণ্ডেয় গুরুগৃহে অবস্থিত হইয়া বেদাদি শাস্ত্রপাঠানন্তর পুনরায় স্বকীয় পিতৃগৃহে আগমনান্তে যথাবিধি পিতৃমাতৃপদ বন্দনা করিয়া গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মা পুত্রবরের মুখাবলোকন করিয়া এবং তাঁহার বিচক্ষণ প্রজ্ঞার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া জনক জননী অতীব দুঃখিত হইয়া রহিলেন। মহামতি মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে এবম্ভূত দুঃখাপন্ন অবলোকন করিয়া জননীকে সম্বোধন পুরঃসর কহিলেন, হে মাতঃ! জিজ্ঞাসা করি, আপনাদিগকে সর্ব্বদাই খিদ্যমান দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? আপনি সতত পিতার সহিত উপবিষ্ট হইয়া, দুঃখাগ্নি কর্ত্তৃক দহ্যমানা হইতেছেন, ইহার স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া আমার আন্দোলিত হৃদয়কে সুস্থ করুন। পুত্রক মার্কণ্ডেয় এইরূপ প্রশ্নবিধান করিলে, তন্মাতা তৎসম্বন্ধীয় ভবিষ্যবাণী যথাযথ তাঁহার নিকটে বর্ণন করিলেন। তদ্বচন শ্রবণ করিয়া মুনিবর মার্কণ্ডেয় জননীকে কহিলেন, মাতঃ! আপনারা আমার মৃত্যুর

জন্য খিদ্যমান হইবেন না, আমি তপোবলে স্বকীয় মৃত্যু বিদূরিত করিব, এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। যাহাতে আমি চিরজীবন লাভ করিতে পারি, সেইরূপ মহ-ত্তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইব। এইরূপ জনক জননীকে প্রবোধ প্রদান করিয়া মুনিপুঙ্গব মার্কণ্ডেয় নানামুনিবিভূষিত ভল্লীবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশান্তে দেখিলেন, মুনিবৃন্দসহিত স্বকীয় পিতামহ ভৃগুমুনি উপবিষ্ট আছেন। বশী মহামতি মার্কণ্ডেয়, যথাবিধি পিতামহকে প্রণামানন্তর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অগ্রতঃ দণ্ডায়মান হইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ ভৃগু মহাভাগ শিশু পৌত্র মার্কণ্ডেয়কে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পুত্র! তুমি পিতৃমাতৃবান্ধবগণের অদর্শনীভূত হইয়া এই ঘোরারণ্যে কিজন্য আগমন করিলে? যখন ভৃগু, মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই প্রশ্ন করিলেন, তখন মহা-মতি মুনিপুঙ্গব মার্কণ্ডেয় যেরূপ মাতৃমুখ হইতে ভবিষ্যবচন শ্রবণ করিয়াছিলেন,তাহা আমূলতঃ বর্ণন করিলেন। পৌত্র-বচন শ্রবণান্তে ভৃগু পুনরায় কহিলেন, হে পুত্রক! এক্ষণে তুমি ভবিষ্যবাণী সম্বন্ধে কি কর্ম্ম করিলে আয়ুষ্মান্ হইবে? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সম্প্রতি আমি ভূতাপহারি মৃত্যুর জয় সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। হে গুরো! এক্ষণে বলুন, কি উপায়ে আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে? ভৃগু কহিলেন, হে বৎস! সেই অচিন্ত্য, নিরাময় স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা ব্যতীত মহত্তপশ্চরণ দ্বারা কে মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হয়? অতএব তপস্যাবলে সেই অনন্ত, অজ, অচ্যুত, পুরুষোত্তম, ভক্তপ্রিয়, ভক্তার্থ বিষয়, ভগবানের শরণ গ্রহণ

কর। পূর্ব্বকালে মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি ব্রহ্মারপুত্রনারদ, তপোবলে সেই অনাময় নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই হরির প্রসাদেই উক্ত মুনিপুঙ্গব, জরা মৃত্যু জয় করিয়া দীর্ঘায়ুঃ হইয়া বাস করিতেছেন। হে বৎস! সেই ভক্তবৎসল পুণ্ডরীকাক্ষ নারসিংহ ব্যতীত কে সসৈন্য মৃত্যু পরাজয় করিতে সমর্থ হয়? অতএব সেই লক্ষ্মীপতি গোপাল, গোবিন্দ, লোককর্ত্তা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও। হে পুত্রক! যদি জন্মশূন্য সতত অব্যয় নারসিংহের পূজা কর, তবে নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি সসৈন্য মৃত্যুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে।

পিতামহ ভৃগু এই কথা কহিলে, মার্কণ্ডেয় বিনয় পুরঃসর পিতামহকে কহিলেন, হে তাত! ইহা স্থিরনিশ্চয় যে, বিষ্ণুই আরাধ্য,তাঁহার আরাধনান্তে তাঁহাকে সুপ্রসন্ন করিতে পারিলে, মৃত্যুর মৃত্যুকেও পরাজয় করিতে পারা যায়। এক্ষণে হে গুরো! বলুন দেখি, কোথায় গমন করিয়া সেই অচ্যুতের আরাধনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, যাহাতে ভগবান্ সুপ্রসন্ন হইয়া আমার সদ্য মৃত্যু হরণ করিবেন।

ভৃগু কহিলেন, সহ্যপর্ব্বত সম্ভূতা তুঙ্গা এবং ভদ্রা নাম্নী দুই ভগিনী নদীস্বরূপা বিদ্যমান আছে। হে বৎস! তুমি এই উভয়ের মধ্যে ভদ্রাতটে কেশবমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা জগন্নাথের আরাধনান্তে ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং মনঃ সংযত করিয়া শঙ্খচক্রগদাধর মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে একমনাঃ হইয়া "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষর জপ করিবে। তাহাতে ভগবান্ প্রীত হইয়া সদ্য তব মৃত্যু দূরীভূত করিবেন।

ব্যাস কহিলেন, পিতামহের বাক্যাবসানে মুনিবর মার্কণ্ডেয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণামানন্তর সহ্য পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর নানাদ্রুমলতাকীর্ণ, নানা পুষ্পসমাকুল, গুল্মবেশ্মপরিপূর্ণ, নানা মুনিসেবিত সহ্যপাদোদ্ভূতাভদ্রাতটে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ভগবানের পূজারম্ভ করিলেন। হরিপূজা সমাধানান্তে দুস্তর তপশ্চরণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় এতাবৎকাল অতন্দ্রিত এবং নিরাহার হইয়া তপশ্চরণ এবং দিবসে দুই-বার যথাবিধি অবগাহনকার্য্য সমাধা করিয়া দেবদেব বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রিয়গ্রাম সংরোধানন্তর বিশুদ্ধান্তঃকরণে প্রণাম করিয়া ওঁকার উচ্চারণে হৃদয়মধ্যে পদ্ম বিকাশন করিলেন। সেই পদ্মমধ্যে রবি, সোম, অগ্নি মণ্ডল যথাক্রমে আলিখিত করিয়া অতঃপর হরির পীঠ কল্পনা করিলেন। পীতাম্বরধর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী সনাতন বিষ্ণুর পুষ্পভার প্রদানে অর্চ্চনা করিয়া, তৎপ্রতি নিবিষ্ট মনাঃ হইয়া, ব্রহ্মরূপ হরিকে ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ দেবদেব জগৎপতির পাদপদ্মে মনঃসংযোগ করিয়া মহামুনি মার্কণ্ডেয় হরির ধ্যান করিতেছেন, এমত সময়ে কাল সম্পূর্ণ হওয়াতে যমাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যমকিঙ্করগণ মার্কণ্ডেয় সন্নিধানে আগমন করিল। পাশহস্ত কিঙ্করগণ মার্কণ্ডেয় মুনিকে যমসদন লইবার চেষ্টা করিলে, বিষ্ণু দূতগণ তাহাদিগকে হনন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা ত্রস্ত হইয়া প্রস্থান করিবার সময় বলিতে লাগিল, হায়! আমরা স্বধন বঞ্চিত হইলাম, আবার

বিষ্ণুদূতগণ আমাদিগের জীবন গ্রহণ করিতে অভিলাষী, অতএব এস্থানে থাকিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—স্বয়ং মৃত্যু আসিয়া স্বকার্য্য সাধন করুন।

তদনন্তর মৃত্যু স্বয়ং আগমন করিয়া, মহাত্মা মার্কণ্ডেয়-মুনির পার্শ্বদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, বিষ্ণুদূতগণ তাহাকে দেখিবামাত্র লৌহনির্ম্মিত মুষল গ্রহণ করিয়া "রে মৃত্যু! আমরা তোরে হনন করিব, দেব দেব ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশক্রমে আমরা মার্কণ্ডেয়মুনির রক্ষণার্থ এই স্থানে উপস্থিত আছি।" এই বলিয়া মৃত্যুকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইল। অতঃপর বিষ্ণুপ্রীতমনাঃ মহামতি মার্কণ্ডেয় দেব দেব জনার্দ্দনকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু অতীব প্রীত হইয়া, মহাত্মা মার্কণ্ডেয়ের কর্ণবিবরে এই স্তোত্র বাক্য উপদেশ স্বরূপ প্রদান করিলেন। "ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়"। মার্কণ্ডেয় তদ্গতচিত্তে উক্ত স্তোত্রোচ্চারণে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। সহস্রাক্ষ পদ্মনাভ হৃষীকেশ নারায়ণকে প্রণাম করিতেছি, মৃত্যু আমার কি করিবে? জগদ্‌যোনি অতীন্দ্রিয় বস্তু বাসুদেবকে অভিবাদন করিতেছি, আর মৃত্যুর অধিকার নাই। শঙ্খচক্রধর ছদ্মরূপী অব্যয় অধোক্ষজের শরণ লইলাম, মৃত্যু আমার কি করিবে? বরাহাবতার নারসিংহ জনার্দ্দন বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলাম, আর মৃত্যু আমার কি করিবে? পুণ্যপুষ্করক্ষেত্রবীজ জগৎপতি লোকনাথের শরণাপন্ন হইলাম, মৃত্যু আমার কিছুই করিতে পারিবে না। ভূতাত্মা, মহাত্মা, যজ্ঞযোনি, অযোনিজ সেই বিশ্বপাবনের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, আর

আমার মৃত্যুর ভয় নাই। সহস্রশীর্ষ ব্যক্তাব্যক্ত দেব সনাতনের শরণ লইতেছি, মৃত্যু ভয়ত্রস্ত হইয়া এখনই প্রস্থান করিবে।

মহাত্মা মার্কণ্ডেয় এইরূপ দেবদেব বিষ্ণুর স্তোত্র পাঠ করিলে মৃত্যু বিষ্ণুদূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া প্রস্থান করিল। হে বৎস! এইরূপে মহামুনি মার্কণ্ডেয় মৃত্যু পরাজয় করেন। হে নন্দন! পুণ্ডরীকাক্ষ সুপ্রসন্ন হইলে জগতে কিছুই সুদুর্ল্লভ হয় না। স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু মার্কণ্ড্য হিতসাধনের জন্য এই মৃত্যুপ্রশমন স্তোত্র প্রদান করিয়া দিলেন। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই স্তোত্র ত্রিকাল শুচি এবং নিয়ত থাকিয়া অধ্যয়ন করেন, সেই কৃষ্ণার্পিতচিত্ত মানবের অকালমৃত্যু সংঘটিত হয় না। যাঁহা হইতে সহস্রাংশু, সহস্রাংশুসম্পন্ন হইয়াছেন, যিনি সেই আদিদেব, পুরাণ পুরুষ, চিরবিরাজিত ভগবান্‌কে হৃৎপদ্মমধ্যে ধ্যান করিয়া থাকেন, মৃত্যু কদাচ তাঁহার নিকটে আগমন করিতে সমর্থ হয় না।

ইতি শ্রীনারসিংহপুরাণে সপ্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন, মৃত্যু এবং তৎকিঙ্করগণ বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া ধর্ম্মরাজসান্নিধ্যে গমন

করিয়া নিবেদন করিল, হে রাজন্! আমাদিগের বচন শ্রবণ করুন। আপনার আদেশে মৃত্যুকে দূরবর্ত্তী করিয়া ভৃগু-পৌত্র মার্কণ্ডেয়ের নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়, একাগ্রচিত্তে কোন দেবের আরাধনা করিতেছেন, সুতরাং আমরা তৎপার্শ্ববর্ত্তী হইতে সমর্থ হইলাম না। আমরা যেমন নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করি, অমনি মহাকায় পুরুষগণ মুষলহস্ত হইয়া আমা-দিগকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে। এইরূপে ভয়গ্রস্ত হইয়া তৎপার্শ্ব হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, মৃত্যু আমাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া, মুনি পুঙ্গব মার্কণ্ডেয়কে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিনিও ঐ মুষলধারী মহাকায় পুরুষগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া প্রস্থান করিলেন, ঐ তপঃস্থিত ব্রাহ্মণের কিছুই করিতে পারিলেন না। হে মহারাজ! এই-রূপে আমরা সকলেই উক্ত ব্রাহ্মণসদনে পরাস্ত হইয়াছি, এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ঐ বিপ্র অবিরত কোন্ দেবের আরাধনা করিতেছেন, এবং যে সকল মহাকায় মুষল-ধারী পুরুষ কর্ত্তৃক আমরা আহত হইলাম, তাহারাই বা কে? ব্যাস কহিলেন, মহাবুদ্ধি বৈবস্বত যম মৃত্যু এবং তৎকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ ধ্যানাবলম্বন করিয়া উত্তর করিলেন। হে মৃত্যু! এবং কিঙ্করগণ! শ্রবণ কর, ঐ যে বিপ্র অতুল যোগাবলম্বন করিয়া একাগ্রচিত্তে তপশ্চরণ করিতেছেন, উনিই ভৃগুপৌত্র মার্ক-ণ্ডেয়। ঐ মুনিপুঙ্গব স্বকীয় আয়ুঃকাল পরিপূর্ণ জানিয়া মৃত্যু জয় করিবার জন্য পিতামহ ভৃগুকথিতমার্গাবলম্বনে

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রোচ্চারণে হরির আরাধনা করিয়া দুস্তর তপশ্চরণ করিতেছেন, এবং একাগ্রচিত্তে হৃদয়ে কেশবধ্যানপর হইয়া আছেন। ঐ মুনি সর্ব্বদা যোগযুক্ত। মহামতি মার্কণ্ডেয় হরিধ্যান পরায়ণ হইয়াই মৃত্যুহস্ত হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইলেন, নতুবা প্রাপ্তকাল জীবমাত্রেই আমার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। সতত ভক্তবৎসল পুণ্ডরীকাক্ষ হৃন্মধ্যে বিরাজিত থাকিলে জীবগণের মৃত্যু ভয় নাই—হে কিঙ্করগণ! ইহা নিশ্চয় জানিও, যাহাদিগের দ্বারা তোমরা একান্ত প্রপীড়িত হইয়াছ, ঐ কেশবাশ্রিত বিষ্ণুদূতগণের কিছুতেই বিনাশ নাই। অতএব তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি, যাহারা হরিনামাশ্রিত,বিষ্ণুদূত সর্ব্বদা যাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে, তাহাদিগের নিকটে তোমাদিগের গমনাধিকার নাই। বিষ্ণুদূতগণ তোমাদিগকে যে তাড়না করিয়াছে, তাহা বিচিত্র নহে, রে দুরাত্মন্! বিষ্ণুদূতগণকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়াও, তোদের প্রাণ এখনও দেহ পরিহার করে নাই, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। নারায়ণাশ্রিত দ্বিজ সত্তমের প্রতি অবলোকন করিতে কে সমর্থ হয়? আমরা পাপপরিপূর্ণদেহে মার্কণ্ডেয়মুনির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ নহি। আমি আজ্ঞা প্রদান করিতেছি, যে মানবগণ মহাদেব নারসিংহের আরাধনা করে, তোমরা তাহাদিগের পার্শ্বে কদাপি গমন করিবে না।

বেদব্যাস কহিলেন, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু এবং কিঙ্করগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া প্রপীড়িত নরকস্থ পাপিগণের প্রতি অবলোকন করিলেন। যে সকল কৃষ্ণভক্ত মানব

দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতেছিল, কৃপাপরবশ হইয়া তাহা-দিগকে বিমুক্ত করিলেন। ধর্ম্মরাজ নরকপ্রপীড়িত মানব-গণের প্রতি সদয় হইয়া সুবিমল উপদেশ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে পাপিগণ! উপকরণের অভাব হইলেও কি কারণ তোমরা শুদ্ধমাত্র উদক দ্বারা সর্ব্বক্লেশনাশন দেবদেবের পূজা সমাধান কর নাই? যে পুণ্ডরীকনিভেক্ষণ নারসিংহ হৃষীকেশের স্মরণমাত্রে মুক্তিলাভ হয়, যিনি জীব-গণকে বৈকুণ্ঠধাম প্রদান করেন, কেন সেই অচিন্ত্য নিরাময়, অজ এবং অব্যয় বিষ্ণুর অর্চ্চনা কর নাই? অন্তক, নারক জীব-গণকে এইরূপ উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া পুনরায় কিঙ্করদিগকে কহিলেন, হে কিঙ্করগণ! সাক্ষাৎ বিষ্ণু ভক্তিপরায়ণ দেবর্ষি নারদ প্রতি ভগবান্ এই উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, অন্যান্য সিদ্ধ এবং বৈষ্ণবগণের মুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, সেই অপূর্ব্ব অমৃততুল্য হরি কথা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া আমাকে স্মরণ করে, যেমন বারি ভেদ করিয়া কমলোদ্ধার হয়, সেইরূপ আমি নরক হইতে কৃষ্ণনামোচ্চারী সেই মহামতির উদ্ধার করিয়া থাকি। যে জীব "হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে দেবেশ, হে ত্রিবিক্রম, হে নারসিংহ আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম" এই কথা উচ্চারণ করে আমি তাহাকে অনন্তক্লেশ হইতে উদ্ধার করি।

বেদব্যাস কহিলেন, কৃতান্ত এইরূপ হরিগুণসংকীর্ত্তন করিলে, নারক জনগণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ! হে নারসিংহ! এইরূপ শব্দোচ্চারণ করিতেলাগিল। যে যে স্থলে এইরূপ হরি-

নাম কীর্ত্তিত হইতে লাগিল, সেই সেই স্থলেই নরকবাসিগণ হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হে মহাত্মন্! হে ভক্তপ্রিয়! হে যজ্ঞেশ্বর! হে আদিমূর্ত্তে! হে লোক নাথ! হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার করি। হে শঙ্খ চক্র গদাভৃৎ অনন্ত অপ্রমেয়! ত্রিবিক্রম! বেদপ্রিয়! হে নারসিংহ নারায়ণ! তোমাকে অভিবাদন করি। হে বেদবেদাঙ্গ ধারিন্! হে মহীভৃৎ! হে মহাদ্যুতে! হে বলিবন্ধনদক্ষ! হে বেদপালক! হে বামন দেব! তোমাকে প্রণাম করি। হে চতুর্দ্দশভুবনব্যাপিন্ সর্ব্বাত্মন্! হে অধ্বর নাথ! হে চতুর্ভুজ! হে ক্ষত্রান্তকজামদগ্ন্য! তোমাকে নমস্কার করি। হে রাবণান্তক রামরূপিমহাত্মন্! তোমাকে প্রণাম করিতেছি— হে জনার্দ্দন! নারসিংহকৃষ্ণ! আর এ নরকযন্ত্রণা সহ্য হয় না—হে গোবিন্দ! তোমার শরণাপন্ন হইলাম, এই ভীষণ যন্ত্রণাজাল হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।

বেদব্যাস কহিলেন, হে বৎস! এইরূপে নরকনিবাসিগণ হরিনামসংকীর্ত্তন করিলে, সমস্ত নিদারুণ নারকীযন্ত্রণা তাহাদিগের দেহমন্দির হইতে অপসৃত হইয়া হৃদয়াত্মাকে শান্তিরসে আপ্লুত করিল। অনন্তর বিষ্ণুপুরুষগণ যমকিঙ্করগণোপরি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া দিব্যবস্ত্র দিব্যগন্ধানুলিপ্ত এবং দিব্যভূষণভূষিত নারকগণকে যমসদন হইতে কেশবালয় লইয়া গেল। হরিপুরুষগণ নরকবাসিজনগণকে বিষ্ণুলোকে আনয়ন করিলে, কৃতান্ত কেশবালয় গমনান্তে জনার্দ্দন পরমপুরুষ হরিকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, যাঁহার নাম করিয়া সাকল্য নরকবাসী কেশবালয় আগমন করিল, সেই দেবদেব

মহদ্‌গুরু নারসিংহ! তোমাকে নমস্কার করি। যাঁহারা সেই অমিততেজাঃ নারসিংহ বিষ্ণুকে নমস্কার করেন, আমি তাঁহাদিগেরও চরণকমলে সহস্র প্রণাম করি। অতঃপর উগ্র নরকাগ্নি প্রশান্তাবলোকনে কৃতান্ত পুনরায় স্বকীয় দূতগণের উপদেশনিমিত্ত সুমধুর বাক্যকৌশল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতি শ্রীনারসিংহপুরাণে অষ্টমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন, কৃতান্ত নিজপুরুষকে পাশহস্তাবলোকন করিয়া তাহার কর্ণে এই কথা কহিলেন, হে দূত! তোমাকে জ্ঞাপন করিতেছি—মধুসূদন শরণাগত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ কর,তাহাদিগকে পাশবদ্ধ করিবার অধিকার নাই। ইহা নিশ্চয় জানিবে, আমি অন্য মানুবগণের উপরি প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম, বিষ্ণুভক্তগণের উপরি আমার কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষমতা নাই।

স্বয়ং বিধাতা এবং অমরগণ আমাকে লোকহিতার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি, হরিগুরুবিমুখব্যক্তগণকে দণ্ড প্রদানে শাসন এবং হরিচরণপ্রণত জনগণকে নমস্কার করি। আমি দেবদেব বাসুদেব হইতে স্বগতি অভিলাষী হইয়া, ভগবানেই অন্তরাত্মা অর্পণ করিয়াছি। আমি সেই মধুহরের বশবর্ত্তী, বিষ্ণু আমাতেই প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, আমি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহি। যেরূপ

তীব্র হলাহল কখনই অমৃত হয় না, লৌহ শতবর্ষ অগ্নিদগ্ধ হইলে যেরূপ কাঞ্চনত্ব প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ ভগবদ্‌বিমুখ জনগণ কোন কালেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। যেরূপ সকল জগৎস্নিগ্ধকর গগনচন্দ্রাতপশোভকশশাঙ্ক, কলঙ্ক চিহ্ন সমন্বিত হইলেও কদাচিৎ তিমির-পরাভূত হয় না, সেইরূপ ভগবদনন্যচেতাঃ মানব অতীব মলিন হইলেও তাঁহার শোভা সর্ব্বত্র প্রতিভাত হইয়া থাকে। আমি ফণিভাষ্য, কণাদ শঙ্করোক্তিমহানির্ব্বাণতন্ত্র, বৌদ্ধশাস্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র এবং গৌতমাদি মহাজন প্রণীত শাস্ত্রপাঠান্তে বিশিষ্টরূপ বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভগবানের উপাসনা ব্যতিরেকে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার অন্য উপায় নাই। অন্যান্য অসুরগণাভিযুক্ত পশুপতি স্বয়ং মহাদেব, সর্ব্বদাই প্রেত পিশাচাদিকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এবং উত্যক্ত থাকেন। সুরগুরু বৃহস্পতি অদৃঢ় প্রসাদকর্ত্তা, অতএব ইহাঁদিগের আরাধনায় সুন্দর ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই—তজ্জন্য হে কিঙ্করগণ! তোমরা অপবর্গ লাভের হেতু স্বরূপ হরিচরণ ভজনা কর। নরগণ সুকৃতবশাৎ দুর্লভ মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের সন্তুষ্টি-সাধনার্থে বৃথা সময়াতিপাত করে, একবার ভ্রমেও মোক্ষপ্রাপ্তির পন্থা অবলোকন করে না। কেবল ভস্মহেতুই তাহার শরীর চন্দনকাষ্ঠবৎ দগ্ধ হইয়া যায়। আমি সদ্গতি অভিলাষী হইয়া মুকুলিত করকুট্মল সুরেন্দ্রনমস্কৃত পাদপঙ্কজ, অবিহতগতি, অজ, জগৎপতি সনাতনকে সতত অভিবাদন করিতেছি। কৃতান্ত এইরূপে দুন্দুভিবাদন দ্বারা সর্ব্বস্থলে হরিগুণগান রটনা করিতে লাগিলেন এবং স্বকীয় পুরুষগণকে আহ্বান করিয়া কহিতে

লাগিলেন, হে চিত্রগুপ্ত! হে দূতগণ! হে মৃত্যু! তোমরা শ্রবণ কর, বিষ্ণুভক্তগণকে এখনি পরিত্যাগ কর, ইহাদিগের উপরি তোমাদিগের বা আমার কোন ক্ষমতা নাই। এই পুণ্যময় যমাষ্টক যিনি শ্রবণ এবং পাঠ করেন, তাঁহার সর্ব্বপাপ দূরীভূত হয় এবং তিনি অবলীলাক্রমে স্বর্গধামে গমন করেন।

হে বৎস! আমি হরিভক্তিকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে অদ্ভুত যমবাক্য বর্ণন করিলাম, এক্ষণে ভৃগুপৌত্র মুনিপুঙ্গব মার্কণ্ডেয়সম্বন্ধীয় পুরাতন কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইতি আদ্য ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদায়ি—ব্রহ্মস্বরূপি—শ্রীনারসিংহ পুরাণে ইহাই সুনিষ্পন্ন হইয়াছে যে, একমাত্র বাসুদেব নারায়ণ ধ্যেয়, যাঁহা হইতে প্রধান আর কিছুই নাই।

ইতি শ্রীনারসিংহপুরাণে নবমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, সংশিতব্রত মহামুনি মার্কণ্ডেয় তপোবলে স্বকীয় মৃত্যু জয় করিয়া, পিতৃগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পিতামহভৃগুবাক্যানুসারে উদ্বাহকার্য্য সমাধানান্তে বিধানানুযায়ী বেদশিরাঃ পুত্রোৎপাদন করিলেন। অপত্যোৎপাদনান্তে, দেবদেব নারায়ণোদ্দেশে যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন কালিক শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃনিষ্ঠা এবং অন্নদানে অতিথিসৎকার করিয়া প্রয়াগতীর্থ গমনানন্তর অবগাহনকার্য্য নিষ্পাদনান্তে, যেরূপ তপোবলে দুর্জ্জয় মৃত্যু পরাজয় করেন, পুনরায় সেইরূপ দুস্তর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামুনি মার্ক-

ণ্ডেয় বায়ুভক্ষ হইয়া তপশ্চরণ দ্বারা শরীর পরিশুষ্ক করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য পুনরায় দুস্তর তপস্যারম্ভ করিলেন। একদিবস, মহাতেজাঃ মহামতি মার্কণ্ডেয় গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা দেবদেব মাধবের আরাধনান্তে একাগ্রমনাঃ হইয়া হৃদয়মধ্যে তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে শঙ্খচক্রগদা-পাণি গরুড়ধ্বজবিষ্ণুর সন্তোষসাধন করিয়াছিলেন—মুনিপুঙ্গব, চক্ষুযুগল মুদ্রিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে হরির স্তবারম্ভ করি-লেন—হে অচ্যুত! হে নারসিংহ! হে প্রলম্ববাহো! হে কমলায়তেক্ষণ! হে ক্ষিতীশ্বরার্চ্চিতপাদপঙ্কজ! হে পুরাণ-পুরুষ বিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার করি। হে জগৎপতে! হে ক্ষীরসমুদ্রশায়িন্! হে মুনিবৃন্দবন্দিত! হে শ্রীপতে! হে অনন্ততেজঃশালিন্! গোবিন্দ! তোমাকে অভিবাদন করি। হে পুরুষোত্তম! জনদুঃখনাশন! হে রথাঙ্গপাণে! হে অজ! হে বরেণ্য! হে সহস্রসূর্য্যসদৃশদ্যুতিশালিন্! হে মাধব! তোমাকে বিধিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি। হে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ! হে কারণকারণ! হে পুণ্যাত্মমানবনিকরসদ্গতি! হে লোকত্রয়কর্ম্মসাক্ষিন্! তোমাকে নমস্কার করিতেছি। যে অনন্ত দেবাদিদেব, শেষনাগোপরি ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী হইয়া বিরাজিত আছেন, সেই শ্রীনিবাস কেশবকে সতত প্রণাম করি। যিনি নারসিংহবপুঃ অবলম্বন করিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্য-কশিপুর বিনাশসাধন করিয়াছিলেন, যিনি সুরারি মধুকৈটভ দৈত্য নিপাত করিয়া দেবগণের হৃদয় সুস্থ করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বলোকার্ত্তিহর ভগবান্ বিষ্ণুকে অভিবাদন করিতেছি। তত্ত্বজ্ঞগণ যে হরিস্বরূপ বিষ্ণুকে অব্যক্ত, অতীন্দ্রিয়, স্পর্শাদি-

লীলাবিহীন এবং অদ্বিতীয় বলিয়া বর্ণন করেন, সেই ভক্ত-প্রিয় অমিততেজাঃ হরিকে নমস্কার করি। যিনি যোগিবৃন্দ-পূজিত, সানন্দ, অদ্বিতীয়, অজর, চিদাত্মক, অক্ষয় এবং অনন্ত সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে অভিবাদন করিতেছি।

বেদব্যাস কহিলেন, মুনিবর মার্কণ্ডেয়, এইরূপ, ভগবানের উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ করিলে, সহসা শূন্যমার্গ হইতে দৈববাণী উচ্চারিত হইল—হে মহাভাগ মার্কণ্ডেয়! তুমি কেন বৃথা তপশ্চরণ দ্বারা জীবাত্মাকে নিদারুণ কষ্ট প্রদান করিতেছ? তুমি যে পর্য্যন্ত পার্থিব সমস্ত তীর্থজলে অবগাহন না করিবে, তাবৎ ভগবান্ দেবদেব মাধবের সন্দর্শন পাইবে না। সেই দৈব-বাণী অনুসারে, মহামতি মার্কণ্ডেয় সর্ব্বতীর্থজলে স্নান করিয়া বিষ্ণুদর্শন লালসায় পুনরায় ঘোরতর তপশ্চরণারম্ভ করিলেন। এইরূপে পুরুষোত্তম সনাতন পরব্রহ্মকে বহুকাল ধ্যান করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজানন্তর বিষ্ণু প্রীতিকর স্তব উচ্চারণান্তে দেবদেব নারায়ণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগি-লেন। হে হৃষীকেশ! হে মাধব! হে কেশব! হে পদ্ম-পলাশলোচন! হে গোবিন্দ! গোপাল! তোমার জয় হউক। হে পদ্মনাভ! হে বৈকুণ্ঠবামন! হে জগন্নাথ! হে সর্ব্বেশ্বর! অনন্তদেব! হে লোকগুরো! তোমার জয়। হে শঙ্খচক্রগদাপাণে! হে যজ্ঞেশ! হে বরাহরূপিন্! হে ভূধর! হে ভূমিপ! হে যোগেশ! হে যোগজ্ঞ! হে যোগপ্রবর্ত্তক! তুমি জয়ী হও। হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে ধর্ম্মস্বরূপ! হে যজ্ঞেশ! হে জীবগণবন্দিত! তোমার জয় হউক। হে নারদমনঃ-প্রীতিপ্রদ! হে নারদসিদ্ধিদ! হে পবিত্রাঙ্গ! হে বৈদিক

সংপূজ্য ! হে বেদৈকভাজন ! হে চতুর্ভুজ ! হে দৈত্যনিসূদন ! হে সর্ব্বাত্মন্ ! হে শাশ্বত শঙ্কর ! তোমার জয় হউক। হে অধোক্ষজ ! হে মহাদেব ! এই হতভাগ্যের উপরি সুপ্রসন্ন হও এবং কৃপাপুরঃসর একবার আমাকে তোমার নির্ম্মল তেজঃসমন্বিত বপুঃ অবলোকন করাও। মার্কণ্ডেয়মুনি এই রূপ দেব দেবের আরাধনা করিলে, পীতাম্বর শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারি সর্ব্বাভরণ ভূষিত স্বয়ং জনার্দ্দন, মুনিবর মার্কণ্ডেয় সমীপে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার শরীরস্থ তেজঃপুঞ্জে সমস্ত ককুভ্ আলোকিত হইল। ভৃগুনন্দন, তাহা অবলোকন করিয়া চিরপ্রার্থিত কেশবের সন্দর্শন পাইলাম, এইরূপ বিবেচনান্তে সহসা ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন, এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণামা-নন্তর ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় ক্ষিতিতলপতনান্তে প্রণাম করিয়া গোবিন্দের স্তব করিতে লাগিলেন।

হে দেবদেব ! হেমহাবল ! হে মহাকায় ! হে মহাপ্রচণ্ড ! হে মহাদেব ! হেমহাকীর্ত্তে ! হে ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রচন্দ্রার্চ্চিতপ্রভো ! হে দিব্যপাদযুগল ! শ্রীহস্তপদ্মমর্দ্দিতদিব্যদেহ ! হে অনন্তভোগ শয়নার্পিতসর্ব্বাঙ্গ ! তোমাকে নমস্কার করি। সনক, সনন্দক, সনৎকুমার নারদাদি যোগিগণ,নাসাগ্রোপরিনয়নার্পনান্তে মুক্তি লাভার্থে যাঁহার ধ্যান করেন,গন্ধর্ব্ব,কিন্নর,যক্ষ,বিদ্যাধর, এবং কিংপুরুষগণ যাঁহার অবিরত গুণগান করিতেছে,যিনি নারসিংহ, পদ্মনাভ, গোবর্দ্ধন, গুহানিবাস, যোগেশ্বর, জলেশ্বর, মহিমে-শ্বর, যোগধর, বিদ্যাধর, যশোধর, শ্রীধর, ত্রিগুণনিবাস, এবং ত্রিতত্ত্বধর সেই গোবিন্দকে অভিবাদন করি। হে পীতা-ম্বর ! কিরীটকেয়ূরধারিন্ ! হে কনককুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডস্থল !

হে ত্রিদণ্ডধর ! ত্রিসুপর্ণ ! ত্রেতাগ্নিধারিন্ ! হে বিদ্যুৎবিলসিত-লোকনাথ ! যজ্ঞেশ্বর ! তেজোময় ! ভক্তপ্রিয় ! মমতাপহর ! বাসুদেব ! পুরুষোত্তম ! তোমাকে নমস্কার ।

বেদব্যাস কহিলেন,মহামুনি মার্কণ্ড্য এইরূপ স্তব করিলে দেবদেব জনার্দ্দন অতীব প্রীত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, হে বৎস ! তোমার তপশ্চরণ দ্বারা আমি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। সম্প্রতি এই স্তোত্র উচ্চারণে তোমার সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইল। এক্ষণে অভিমত বর গ্রহণ কর, তোমার ইচ্ছানুরূপ বর প্রদানে অভিলাষী আছি। হে মার্কণ্ডেয় ! দুস্তর তপশ্চরণ না করিলে কোন ব্যক্তিই আমার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে না ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে দেবেশ ! তোমার দর্শন লাভে আমি কৃতার্থ হইলাম, হে প্রভো ! যদি তুমি আমার উপরি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই বর প্রদান কর, যাহাতে তবোপরি আমার অচলা ভক্তি থাকে, এবং যেন আমি তোমার সেবক হইয়া চিরকাল তোমার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হই। ভগবান্ কহিলেন, হে বিপ্র ! তুমি ইতিপূর্ব্বে তপোবলে মৃত্যু জয় করিয়া চিরায়ুত্ব লাভ করিয়াছ, এক্ষণে তোমাকে মুক্তিপ্রদায়িনী বিষ্ণুভক্তি প্রদান করিতেছি। হে মহাভাগ ! এই তীর্থ তোমার নামে বিখ্যাতি লাভ করিবে। এবং দর্শনেচ্ছা হইলে, আবার আমাকে ক্ষীরোদ সমুদ্রশায়ী দেখিতে পাইবে। মহামতি বেদব্যাস কহিলেন, ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ, এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন—বিপ্র মার্কণ্ডেয়ও শুদ্ধমনাঃ হইয়া মধুসূদনের চিন্তন,

দেবদেবের অর্চ্চন এবং জপ করিতে করিতে অখিল পুণ্যময় পুরাণ, বেদশাস্ত্র, গাথা এবং পুণ্য ইতিহাসাদিকথা, তপোবনস্থিত মুনিবৃন্দকে শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। তদনন্তর এক দিবস পুরুষোত্তম বিষ্ণুর বাক্য স্মরণ করিয়া বেদবিদাম্বরিষ্ঠ মার্কণ্ডেয়, পর্য্যটন করিতে করিতে ক্ষীরোদসমুদ্রে হরি সন্দর্শনার্থ গমন করিলেন। হরিভক্ত ভৃগুপৌত্র ক্ষীরাব্ধি কূলে গমন করিয়া দেখিলেন, সুরেশ হরি, অনন্তভোগাসীন হইয়া সমুদ্রমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন।

ইতি শ্রীনারসিংহ পুরাণে দশমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন, মুনিপুঙ্গব মার্কণ্ড্য ভোগপর্য্যঙ্কশায়ী চরাচরগুরু হরিকে প্রণিপাত করিয়া স্তবারম্ভ করিলেন, হে ভগবন্! হে বিভো! হে পুরুষোত্তম! আমার প্রতি প্রসন্ন হও—হে দেবদেবেশ! হে গরুড়ধ্বজ! প্রসন্ন হও। হে লক্ষ্মীশ্বর! হে ধরণীধর! হে লোকনাথ! হে পরমেশ্বর! আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত কর। হে কমলেক্ষণ! হে মন্দরধরমধুসূদন! হে নিত্যনিরঞ্জন! হে সর্ব্বভূতেশ! হে কৃষ্ণ! হে অব্যক্তসনাতন! তোমাকে নমস্কার করি। হে অজেয়! হে সত্যস্বরূপ! হে দেবেশ! তোমার জয় হউক। হে যজ্ঞপতে! হে বিশ্বপতে! হে বিভো! হে ভূতপতে! হে দক্ষ! হে ভূপ! তোমাকে অভিবাদন করি।

হে পাপহর! হে অনন্ত! হে জন্মজরাপহ! হে বীর! হে কাকুৎস্থ! হে কামদ! হে মানদ! হে মাধব! হে শঙ্কর! হে সর্ব্বেশ! হে শ্রীপতে! তোমাকে নমস্কার করি। হে কুঙ্কুম-রক্তাঙ্গ! হে পঙ্কজলোচন! হে চন্দনলিপ্তাঙ্গরাম! হে দেবকীনন্দন! সর্ব্বগুণধাম! হে বন্দনীয়শ্রীহরে! তোমার জয় হউক। হে সর্ব্বপ! হে ভক্তকামপ্রদ! হে কৈটভঘাতিন্! হে কমলনাভ! হে বীরভদ্র! হে লোকনাথ! হে ত্রৈলোক্যপতে! হে প্রভো! বিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার। করি। হে পীতাম্বর! হে নারায়ণ! হে শার্ঙ্গিন্! হে রাম! হে কৃষ্ণ! হে কমলমালিন্! হে শিব! হে পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি। হে বেদান্তবেদ্য! হে সদানন্দবিষ্ণো! হে কমলাপতে! হে শ্রীধর! হে জগৎপূজ্যপরমাত্মন্! তোমাকে প্রণিপাত করি। তুমি জগতীতলস্থ ভূতবৃন্দের জনক জননী, তুমিই ভ্রাতা,, তুমিই সুহৃৎ, তুমিই পিতামহ, তুমিই গুরু, তুমিই পতি, তুমিই সাক্ষী, তুমিই গতি, তুমিই প্রভু, তুমিই হরি, তুমিই হুতাশন, তুমিই বসু, তুমিই ধাতা, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই সুরেশ্বর। তুমিই যম, তুমিই রবি, তুমিই বায়ু, তুমিই জল, তুমিই ধনেশ্বর। তুমিই অধঃ, তুমিই আকাশ, তুমিই দিবা, তুমিই রাত্রি, তুমিই নিশাচর, তুমিই ধৃতি, তুমিই কীর্ত্তি, তুমিই ধরাধর, তুমিই কর্ত্তা, তুমিই হর্ত্তামধুসূদন। তুমিই চরাচর জগৎ, তুমিই নারায়ণ, তুমিই পরমেশ্বর। হে শঙ্খচক্রগদাপাণে! হে মাধব! হে ভোগপর্য্যঙ্কশয়ন! হে প্রিয়পদ্মালয়াশয়! হে পুরুষোত্তম! ভক্তি সহকারে তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে শ্রীবৎস

হর ! হে জগদ্বীজ ! হে শ্যামলকমলেক্ষণ ! হে লক্ষ্মীধর ! যেন আমি সর্ব্বদা তোমার বিমল বপুঃ অবলোকন করি—তোমার পবিত্র দেহাবলোকনান্তে যেন আমি মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হই। হে নীলোৎপলদেহ ! হে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর পীতাম্বর চতুর্ব্বাহু কিরীটিন্ ! তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গ ! দিব্যগন্ধমনোরম ! হে দিব্যরত্নবিচিত্রাঙ্গ ! হে দিব্যমালাবিভূষিতভগবন্ ! তোমাকে নমস্কার। হে চারুপৃষ্ঠ মহাবাহো ! হে চারুভূষণভূষিত ! হে পদ্মনাভ ! বিশালাক্ষ ! হে পদ্মপত্রায়তেক্ষণ ! হে দীর্ঘতুঙ্গমহাত্মন্ ! হে নীলজীমূতসন্নিভ ! হে দীর্ঘবাহো ! সুম্বুপ্তাঙ্গ ! হে রত্নোজ্জ্বল ! হে সুভ্রূ ! ললাটমুকুটস্নিগ্ধদর্শন ! তোমাকে নমস্কার করি। হে সুলোচন ! হে চারুহাস ! হে রত্নোজ্জ্বলকুণ্ডল ! হে পীনাংশুধরমাধবহরে ! তোমাকে অভিবাদন করি। হে সুকুমার ! হে অজ ! হে নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজ ! হে উন্নতাংস মহোরস্ক ! হে রক্তান্তায়তলোচন ! হে অরবিন্দবদন ! হে ইন্দিরাপতে ! হে ঈশ্বর ! হে সর্ব্বলোকবিধাতঃ ! তোমাকে প্রণিপাত করি। হে সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন ! হে সর্ব্বসত্ত্বমনোহরবিষ্ণো ! হে অনন্ত ঈশান! পুরুষোত্তম ! হে অচিন্ত্য অনাময় নারায়ণ ! তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে বরদ ! হে কামদ ! হে কান্ত ! হে অমৃতময়শিব ! হে ভক্তবৎসলবিষ্ণো ! তোমাকে সর্ব্বদা মনোদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া প্রণাম করিতেছি। অদ্য আমি সহস্রফণশোভিত, অনন্তনাগভোগশয়ন, প্রভঞ্জনবিতাড়িতঘোরার্ণবস্থিতবিচিত্রশয্যাশায়ি মন্দমন্দ বায়ুসেবিত, চন্দনার্দ্র, যোগনিদ্রাসুখরত, কুঙ্কুমা-

রুণবক্ষঃ, কমলালয় সেবিত ভগবান্ মাধবকে কমলাসহ সন্দর্শন করিলাম। হে ভগবন্! আমি সর্ব্বদা রোগ শোক শীতাতপজরাতৃষ্ণাদি পীড়িত হইয়া এই জগৎক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছি! এই সংসাররূপ মহাঘোর দুস্তর মহার্ণবের প্রবল তরঙ্গে আহত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে অদ্য বিধি বশতঃ তোমার সন্দর্শনলাভ করিলাম। এক্ষণে নিত্য ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে রাজীবলোচন! হে বিভো! আমার প্রতি প্রসন্ন হও,হে বিশ্বযোনে! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বসম্ভব! আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর। আমার আর কেহই শরণ্য নাই— হে কৃষ্ণ! এই হতভাগ্য পাপাত্মাকে পরিত্রাণ কর। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে পুরাণ পুরুষোত্তম! হে অব্জনাভ! তোমাকে নমস্কার করি। হে মহাবাহো! সংসার সাগর মগ্ন এই হতভাগ্যের উদ্ধার সাধনান্তে তোমার অপার মহিমা প্রকাশ কর। আমি অপার দুস্তর ক্লেশরাশিতে নিমগ্ন হইয়াছি, অতএব হে গোবিন্দ! এই অনাথ, দীন, কৃপণ এবং ভবসাগর পতিত জনকে কৃপাতরি প্রদানে উদ্ধার কর। হে রাজন! হে লোকনাথ! হে ভূধর! হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে পিতামহ! হে শ্রীবল্লভ! হে নরায়ণ! তোমাকে নমস্কার করি। হে কৃষ্ণ! কৃপাময় হইয়া অগতির গতি বিধান কর। হে মধুসূদন! এই হতভাগ্য পামরের প্রতি দয়া কর। তুমিই আদি, তুমিই অন্ত, তুমিই পুরাতন, তুমিই জগৎপতি, তুমিই করণকারণ, তুমিই অচ্যুত, তুমিই জনার্দ্দন, তুমিই জরার্ত্তি নাশন। হে প্রভো! তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে সুরেশ্বর! হে দেবাদিদেব! হে

ত্রিলোচন ! হে বৃহদ্ভুজ ! হে শ্যামল কোমল শাশ্বত শিব ! তোমাকে সর্ব্বদা প্রণাম করি।

ইতি শ্রীনারসিংহপুরাণে একাদশোঽধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন, ধীমান্ মার্কণ্ডেয়, ভগবানের এইরূপ স্তব করিলে, বিশ্বাত্মা কেশব, উদধিশয়ন হইতে উত্থিত হইয়া মুনি পুঙ্গবকে কহিলেন,—হে ভৃগুনন্দন ! তোমার অমিত তপশ্চরণ এবং হৃদয়োদ্বেল স্তুতি কর্তৃক অতীব প্রীত হইলাম। এক্ষণে আমার নিকট হইতে অভিমত বর প্রার্থনা কর। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে দেবেশ ! আমি অপর কোন বর প্রার্থনা করিনা, এই বর প্রদান কর, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার সর্ব্বদা অচলা ভক্তি থাকে—হে প্রভো ! যদি তুমি আমার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে এই বর প্রদান কর, যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই স্তোত্র পাঠ করিয়া তোমার পরিতৃপ্তি সাধন করিবে, হে জগৎপতে ! সেই ব্যক্তি যেন বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। আমি চিরজীবিত্ব লাভ করিবার জন্য পূর্ব্বে যে মহত্তপশ্চরণ করিয়াছিলাম, হে ভগবন্ ! এক্ষণে তোমার সন্দর্শন লাভ করিয়া, আমার ঘোরতর তপস্যা সফল হইল। হে দামোদর ! আমি জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত হইয়া তোমার পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিতে করিতে এইস্থানেই চিরজীবন অতিবাহিত করিতে

ইচ্ছা করিতেছি। এক্ষণে হে পুরুষোত্তম! আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর।

ভগবান্ কহিলেন, হে ভৃগুকুলধুরন্ধর! আমার প্রতি তোমার অব্যভিচারিণী ভক্তি বিরাজমান রহিয়াছে, হে সত্তম! এই গুরুতর ভক্তিবলে তুমি কাল বশতঃ নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যা এই উভয় কালেই মদ্‌ভক্তিপরায়ণ হইয়া ত্বদুচ্চারিত স্তোত্ররাজ পাঠ করিবে, সে মল্লোকনিবাসী হইয়া আনন্দার্ণবে অবগাহনানন্তর নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হইবে। এই স্তোত্ররাজ পাঠে যে ব্যক্তি, যখন যেখানে আমাকে স্মরণ করিবে, মদারাধনাপর সেই ব্যক্তি, সেইখানেই তৎক্ষণাৎ আমার সন্দর্শন প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বেদব্যাস কহিলেন, এইরূপে ভগবান্, মুনিপুঙ্গব মার্কণ্ডেয়প্রতি আত্মবচন প্রয়োগ করিলে, তিনিও বিশ্বব্যাপিনী বিষ্ণুমূর্ত্তি অবলোকন করিতে করিতে আত্মহৃদয়ে শান্তিলাভ করিলেন। হে বিপ্র! এইরূপে মুনিপুঙ্গব ধীমান্ মার্কণ্ডেয় মুনির পুরাতন আখ্যায়িকা তোমার নিকট সাকল্য বর্ণন করিলাম। যে মর্ত্ত্যবাসি-মানবগণ বিষ্ণুভক্তিপরতন্ত্র হইয়া এই ভৃগুপৌত্র মুনিবর মার্কণ্ডেয়ের সুপুণ্য জীবনচরিত পাঠ করে, তাহারা লোককর্ত্তৃক অভিপূজ্যমান হইয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তিলাভানন্তর, দেবদেব নারসিংহলোকে বাস করিয়া থাকে।

ইতি শ্রীনারসিংহপুরাণে দ্বাদশোঽধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

এইরূপ অমৃতময়ী পাপপ্রণাশিনী পুণ্যকথা শ্রবণানন্তর বেদব্যাসনন্দন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব গোস্বামী তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া, পুনরায় স্বজনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতঃ! ধীমান্ মার্কণ্ডেয়চরিত শ্রবণ করিয়া বোধ হইল, যে মুনিপুঙ্গ-বের তপশ্চরণ অতীব মহৎ—যে তপস্যাবলে তিনি দেবাদিদেব গোলকেশ্বর হরির সন্দর্শন লাভ এবং মৃত্যুকে পরাজিত করিলেন। এ জীবনী যদিও আশ্চর্য্যাবহ, তথাপি এই বৈষ্ণবীকথা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিল না। অতএব হে তাত! কৃষ্ণার্পিতচিত্ত এবং পুণ্যশীল মহাজন-গণের সম্বন্ধে ঋষিগণ যে পুণ্যময় এবং অমৃতনিঃসন্দি আখ্যান উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্য হইতে একটি উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়া আমার হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

ব্যাস কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! নারায়ণার্পিতচিত্ত ধার্ম্মিকগণের সম্বন্ধে বহুবিধ পুণ্যাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে মহাত্মা যম এবং তদ্‌ভগ্নী যমীর ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। কশ্যপৌরসে অদিতিগর্ভসম্ভূত বিবস্বান্ সূর্য্যের উজ্জ্বলতেজঃসম্পন্ন সন্তানদ্বয় জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের একের নাম যম এবং অপরের নাম যমী। উভয়েই পিতৃগৃহে সুন্দর লালিত পালিত হইয়া প্রত্যহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। উভয়েই সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া একত্র

ক্রীড়ন, স্বচ্ছন্দ গমনাদি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল—ক্রমশঃ কালবশতঃ উভয়েরই যৌবনকাল সমুপস্থিত হইল। এক দিবস যমী, স্বভ্রাতা যমকে এইরূপে মনোভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল—হে ভ্রাতঃ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ভগিনী যোগ্যা এবং যৌবনে রূপলাবণ্য সম্পন্না হইলে, স্বকীয় সহোদর কেন তাহাকে কামনা করে না এবং ভ্রাতৃভাববশাৎ কেনই বা তাহার পতি হয় না? এই অদ্ভুতরস জানিবার নিমিত্ত আমার একান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছে। এই নৈমিত্তিক জগতে পতির পত্নীত্ব স্বীকার এবং পত্নীর পতিত্ব স্বীকরণ বিষয়ক যেরূপ বিধান আছে, তাহা জানিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যে সহোদর অনাথ, নাথেচ্ছুক সহোদরার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে না এবং স্বকীয় ভ্রাতাকে পতিস্বরূপে বরণে-চ্ছুক ভগিনীর স্বামিত্ব স্বীকরণে পরাঙ্মুখ হয়, তত্ত্ববিদ্ মুনি-গণ কহিয়াছেন, এবম্ভূত পুরুষ সহোদর মধ্যে পরিগণিত নহে। ভগিনী সহোদরের ভার্য্যা হউক বা নাই হউক, উভয়ের চিত্ত উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলে, মনো-মধ্যে কামভাবের সঞ্চার হয় এবং পুষ্পধন্বা খরতর আয়ুধ গ্রহণান্তে উভয়েরই হৃদয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। অতএব হে ভ্রাতঃ! বরবর্ণিনী, যৌবনচঞ্চলা যমী অদ্য তোমার প্রতি লোলুপ হইয়াছে, যদি রতিপ্রদান কর, তবেই এ জীবন রক্ষা করিব, নতুবা এখনই পরিহার করিতে ইচ্ছুক আছি। হে সহোদর! তুমি কি অবগত নহ, যে কামদুঃখ নিতান্ত অসহ্য, যখন ইহার উদ্রেক হয়, তখন পঞ্চবাণ, পঞ্চ-বাণ গ্রহণ করিয়া, বিরহিগণের জীবন বিনাশ করেন—হে

কান্ত! আমি কামাগ্নিকর্ত্তৃক জর্জ্জরীভূত হইতেছি—প্রাণ যায়, অতএব রক্ষা কর। অচিরে কামার্ত্তা রমণীর মনোরথ পরিপূর্ণ কর। তোমার স্বকীয় দেহ আমার অঙ্গের সহিত সংযুক্ত কর।

যম কহিলেন, হে ভগিনি! বল দেখি, তুমি অদ্য কিরূপে এই লোকবিগর্হিত কর্ম্ম সম্পাদনে আমাকে উপরোধ করিতেছ? সজ্ঞানে কোন্ পুরুষ স্বকীয় সোদরাগমনরূপ মহাপাতক করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? হে ভাবিনি! তজ্জন্য আমি মদনার্ত্তা সহোদরার অঙ্গের সহিত দেহ সংযুক্ত করিয়া আলিঙ্গন প্রদান করিতে ইচ্ছা করি না। যে সহোদর সহোদরা গমন করে, সে এই জগতে মাহাপাপী বলিয়া অভিহিত হয়। হে শুভে! ইহা পশু এবং তির্য্যগ্যোনির ধর্ম্ম, তাহাদিগের কিছুমাত্র বিচার নাই, অতএব এই মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে আমাকে অনুরোধ করিও না।

যমী কহিল, হে ভ্রাতঃ! পূর্ব্বে এককালে যেমন আমাদিগের পরস্পর সংযোগ দূষণীয় হয় নাই, মাতৃগর্ভেও যদ্বৎ একত্র সহবাস করিয়াছি, তদ্রূপ এই যৌবনকালেও পরস্পর সংযোগ দোষাবহ বলিয়া চিন্তা করিও না। হে সহোদর! কেন অদ্য তুমি আমার পতিত্ব স্বীকার করিতেছ না? দেখ রাক্ষসগণ সর্ব্বদাই ভগিনীগমন করিয়া থাকে।

যম কহিলেন, লোকরক্ষণাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ স্বয়ম্ভূর নিন্দনীয় লোকগর্হনীয় পন্থা অবলম্বনে পাপসঞ্চার হয়। এই জগৎ প্রধান পুরুষ চরিত্রের অনুষ্ঠান করিতেছে। তজ্জন্য সাধুপুরুষ, অনিন্দিত ধর্ম্মই আচরণ করিবে। নিন্দিত কর্ম্ম

যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে, ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ। মহাজন-গণ সংহারক্ষেত্রে যেরূপ আচরণ করেন, ইতর জনেরাও তাঁহাদিগের অনুধাবন করে। এইরূপে জাগতিক লোক-বৃন্দের কার্য্যকদম্ব নির্ব্বাহিত হয়। হে সুভগে! তুমি যে বচন প্রয়োগ করিলে, ইহা একান্ত পাপজনক। ভ্রাতা সহোদরার পতিত্ব স্বীকার করিবে, ইহার ন্যায় সর্ব্বধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম আর নাই। হে দেবি! আমা হইতে রূপশীলাধিক ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাহার সহিত প্রেমপ্রসঙ্গে কাল অতিবাহিত কর, আমি তোমার ভর্ত্তা হইতে পারিব না। হে ভদ্রে! আমি তোমার তনু স্পর্শ করিতে পারিব না, মুনিগণ বলিয়াছেন, যে সহোদরা গমন করে, সে অনন্ত-কাল পাপপঙ্কে নিমগ্ন থাকে।

যমী কহিল, হে ভ্রাতঃ! জগতে তোমার এই ভুবন-মোহন রূপের সহিত অপর রূপ তুলনীয় হয় না। এরূপ রূপ, এরূপ সুন্দর বপুঃ পৃথিবীতলে অবলোকন করি না। হে সহোদর! তোমার চিত্ত কোথায় অবস্থিত আছে এবং হৃদয় দেহসংলগ্ন আছে কি না কিছুই জানিতে পারিতেছি না। যেমন বল্লরী বৃক্ষের আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। এক্ষণে বাহুদ্বয়ে আলি-ঙ্গন করিয়া আমার সহিত রমণ কর।

যম কহিলেন, হে অসিতক্ষণে! হে সুশ্রোণি! অন্য পুরুষ অবলম্বন কর, সেই তোমার সহিত রতিক্রিয়া দ্বারা বিশিষ্ট আনন্দোৎপাদন করিবে। যে তোমার প্রতি কাম-পরায়ণ হইয়া তোমার চিত্তাধিকারী হইবে, হে বরবর্ণিনি!

তুমি তাহাকেই পতিত্বে বরণ কর। মানবগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রূপলাবণ্যসমন্বিতা সুভদ্রা চারুসর্ব্বাঙ্গীসংস্কৃতা ভার্য্যা পরিগ্রহণ করে, তুমিও সেইরূপ রূপলাবণ্য সমন্বিতা সংস্কৃতা, অতএব তুমিও নিন্দনীয় হইবে না। হে মহাপ্রাজ্ঞে! আমি যতব্রত এবং বিষ্ণুতে আমার মানস নিতান্ত সংলগ্ন রহিয়াছে। আমি ধর্ম্মপরায়ণ, অতএব এই বিগর্হিত পন্থা অবলম্বন করিতে একান্ত অশক্ত হইলাম।

এইরূপ বারংবার নিজ সহোদরা যমী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও, দৃঢ়ব্রত যম পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। এই অসাধারণ ইন্দ্রিয়সংযম এবং ধার্ম্মিকত্ববশতঃ কৃতান্ত দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন। নিষ্পাপ এবং নারায়ণার্পিত চিত্ত জনগণের অনন্ত ফল লাভ হয় এবং অনন্ত স্বর্গলাভ করে। ইহা তীর্থকারগণ ভূয়োভূয়ঃ বলিয়া গিয়াছেন। যিনি এই সর্ব্বপাপহর, সনাতন যম যমীর পুণ্যোপাখ্যান মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া অনন্ত ফল লাভ করিবেন। যে ব্রাহ্মণ নিজ হব্যকব্য বিষয়ে এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তাঁহার অচিরাৎ পিতৃকুল উজ্জ্বল, দিব্য জ্যোতিঃ সম্পন্ন হয়েন। যে ব্রাহ্মণ নিত্য এই যম যমী উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি ঋণদায় হইতে এবং শমনের তীব্র যাতনা হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। হে বৎস! এই সুন্দর যম যমী উপাখ্যান তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এই পুরাতন উপাখ্যান শ্রবণে মানবগণের চিত্ত বিমল হয়, সর্ব্বপাপ দূরে প্রস্থান করে এবং স্বস্বাভীষ্ট লাভান্তে নরগণ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে কালাতিপাত করে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, হে তাত! আপনি যে বৈদিকী কথা বর্ণন করিলেন, তাহা অতীব বিচিত্র। এক্ষণে আমি অভিলাষ করিতেছি, অন্য পাপপ্রণাশিনী পুণ্যময়ী কথা শ্রবণ করাইয়া আমার এই অন্তরাত্মাকে পরিতৃপ্ত করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, হে বৎস! আমি এক্ষণে ব্রহ্মচারী এবং পতিব্রতার সম্বাদরূপ অনুত্তম পুরাবৃত্ত বর্ণন করিতেছি, অবধান কর।

পূর্ব্বকালে অনুষ্ঠানপরায়ণ, পরধর্ম্মপরাঙ্মুখ, স্বধর্ম্মচারী, অগ্নিহোত্র, সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্রব্যাখ্যায় পণ্ডিত এবং নীতিমান্ কশ্যপ নামা দ্বিজবর মধ্যদেশান্তর্গত নন্দীগ্রামে অবস্থান করিতেন। তিনি প্রতিদিন সায়ং এবং প্রাতঃকালে অগ্নিহোম কার্য্য সম্পাদন করিলে,—ব্রাহ্মণ অতিথি গৃহাগত হইলে যথোচিত সৎকার এবং প্রত্যহ দেবদেব নারসিংহের পূজা করিতেন। তাঁহার পতিব্রতা মহাভাগা পতিপ্রিয়হিতাকাঙ্ক্ষিনী, দীর্ঘকাল স্বামিশুশ্রূষাপরায়ণা অনিন্দিত স্বভাবা পরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্না সাবিত্রী নাম্নী পত্নী ছিলেন। এইরূপ কোশলদেশে যজ্ঞশর্ম্মা নামধেয় এক বিপ্র বাস করিতেন। তাঁহার সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না পতিশুশ্রূষারতা রোহিণী নাম্নী এক ভার্য্যা ছিলেন। অনন্তর উপস্থিত সময়ে বিপ্রভার্য্যা এক পুত্র প্রসব করিলেন। যাযাবরবৃত্তি যজ্ঞ-

শর্ম্মা পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে, অবগাহনানন্তর মন্ত্রপাঠ করিয়া পুত্র জন্ম সাময়িক কার্য্যকলাপ নিষ্পাদন করিলেন। দ্বাদশ দিবসে পুণ্যতিথি নির্দ্ধারণ করিয়া পুত্রের দেবশর্ম্মা নাম করণ হইল। চতুর্থ মাস যত্নপূর্ব্বক উপনিক্রমণাদি, ষষ্ঠে যথাবিধি অন্নপ্রাশন কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তদনন্তর একবর্ষ পূর্ণ হইলে যজ্ঞশর্ম্মা চূড়াকর্ম্ম এবং গর্ভাষ্টম বর্ষে উপনয়ন সম্পন্ন করিলেন। দেবশর্ম্মা যথাবিধি উপনীত হইয়া জনকের নিকট বেদ অভ্যাস করিলে, তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ পিতা পরলোক প্রস্থান করিলেন। জনক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে দেবশর্ম্মা মাতৃসহ একান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে ধৈর্য্যাবলম্বনান্তে সাধুগণকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর গঙ্গাদি সুবিমল তীর্থস্থানে স্নানার্থ স্বকীয় গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া উক্ত তীর্থ সকলে যথাবিধি অবগাহনানন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে যে গ্রামে পতিব্রতা বাস করিতেছিলেন সেখানে উপনীত হইলেন। সেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তদ্‌গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ ভিক্ষাটন, একচিত্তে বেদ জপ এবং অগ্নি কার্য্য করিতে করিতে নন্দিগ্রাম বাস করিতে লাগিলেন। একে পতিবিয়োগ তাহাতে পুত্রের দেশ পরিত্যাগ এই সকল কারণে দেবশর্ম্মার জননী দুঃখের উপরি দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া আহার ব্যতিরেকে দিন দিন বিবর্ণা এবং কৃশা হইতে লাগিলেন।

এক দিবস ব্রহ্মচারী দেবশর্ম্মা নদীতে অবগাহনানন্তর স্বকীয় পরিধানবস্ত্র পরিশুষ্ক করিবার জন্য মহীতলে প্রসারিত করিয়া বাগ্‌যত হইয়া জপার্থ উপবিষ্ট হইলেন। এমন

সময়ে একটি কাক এবং একটি বক উড্ডীয়মান হইয়া সেই বস্ত্রোপরি উপবিষ্ট হইল। ব্রহ্মচারী দেবশর্ম্মা কাক এবং বক বস্ত্রোপরি উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধান্ধনয়নে তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিলেন। তাহারা তাহার যাতনাসূচক বাক্য শ্রবণান্তে বস্ত্রোপরি বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া উড্ডীয়মান হইল। তাহাতে ব্রহ্মচারীর দ্বিগুণতর ক্রোধ সমুৎপন্ন হইলে রোষকষায়িত লোচনে তিনি বিয়দ্গামী পক্ষিগণের প্রতি প্রবিতত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোষাগ্নিতে বিহঙ্গমদ্বয় দগ্ধ হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল। খগদ্বয়কে ক্ষিতিপতিত দেখিয়া ব্রহ্মচারী দেবশর্ম্মা অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহীতলে আমার ন্যায় তপোবলসম্পন্ন আর কেহই নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া ঝটিতি ভিক্ষার্থ গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া, যে গৃহে পতিব্রতা বাস করিতেন, সেই ভবন মধ্যে গমন করিলেন। পতিব্রতাকে অবলোকন করিবামাত্র ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন, এমন সময়ে পতিব্রতার স্বামী ভ্রমণানন্তর গৃহে উপস্থিত হইলে, পতিব্রতা তাঁহাকে আসন প্রদান করিয়া উষ্ণবারি গ্রহণান্তে কুণ্ডমধ্যে ভর্ত্তার পাদযুগলক্ষালন করিতে লাগিলেন, এইরূপ কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষার পর স্বামির সন্তোষ সাধনান্তে ভিক্ষাগ্রহণে ব্রহ্মচারীকে প্রদান করিবার উপক্রম করিলেন। ব্রহ্মচারী সময়াতিপাত দেখিয়া ক্রোধকষায়িত লোচনে পতিরতা সাবিত্রীর প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, তাঁহার এইরূপ ক্রোধোদ্দীপ্তি অবলোকন করিয়া পতিব্রতা হাস্যমুখী হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মচারিন্! আমি

কাক কিম্বা বলাকা নহি, যাহারা তোমার ক্রোধে দগ্ধ হইয়া নদীতীরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভিক্ষা দিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, ক্রোধ পরিহারপূর্ব্বক গ্রহণ কর। সাবিত্রী এই কথা উচ্চারণ করিলে ব্রহ্মচারী ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন এবং মনে মনে তাঁহার দূরার্থবেদিনী মতি চিন্তা করিতে করিতে যতির আশ্রম মধ্যে ভিক্ষাপাত্র যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া, পতিব্রতার স্বামী গৃহ হইতে বিনির্গত হইলে পুনরায় উক্ত গৃহে আগমন করিয়া পতিব্রতাকে কহিলেন, হে মহাভাগে! আপনি যথার্থতঃ বলুন, কিরূপে এই দূরসংঘটিত বিষয় জানিতে পারিলেন? ব্রহ্মচারী গৃহাগমন করিয়া সাধ্বী পতিব্রতা সাবিত্রীকে এই-রূপ প্রশ্ন করিলে তিনি দয়া করিয়া দেবশর্ম্মাকে উত্তর প্রদান করিলেন।

হে ব্রহ্মন্! অবহিতচিত্তে আপনার প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করুন। আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার পূর্ণরূপ উত্তর প্রদান করিতেছি।

স্ত্রীগণের পতিশুশ্রূষা প্রধান ধর্ম্ম, আমি সততই সেই ধর্ম্মই প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি—হে মহামতে! আমার অন্য কোন কর্ম্ম নাই। দিবারাত্র অসন্দিগ্ধভাবে পতিতোষণ দ্বারা এই বিপ্রকৃষ্টার্থ বেদন (১) অবগত হইয়াছি। পতি-সেবার এরূপ প্রাধান্য যে অজ্ঞাত বিষয়ও জ্ঞানসাধ্য হইয়া থাকে, সেই স্বামিশুশ্রূষাবলেই পক্ষিদগ্ধরূপ বিপ্রকৃষ্টার্থ বেদন লাভ হইয়াছে। হে ব্রহ্মচারিন্! আর এক বিষয় বলিতেছি, যদি ইচ্ছা করেন, তবে অবগত হউন। আপনি

(১) দূরে অগোচরে সংঘটিত বিষয়ের জ্ঞান।

যাযাবরপুত্র,তাঁহা হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া জনকের মৃত্যুর পর প্রেতকার্য্য সম্পাদনান্তে সমুপক্লিষ্টা, দৃষ্টিগ্লানা, তপস্বিনী, অনাথা এবং বিধবা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া এই নন্দীগ্রামে সমুপস্থিত হইয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! আপনার মাতৃদুঃখে তত্তৎস্থান পূতিগন্ধাকীর্ণ হইয়াছে। আপনি পিতৃদত্ত সংস্কারবলে পক্ষিদাহনরূপ শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাতে আপনার তপস্যাবল কিঞ্চিন্মাত্রও নাই। হে ব্রহ্মচারিণ্! যাহার জননী সর্ব্বদাই দুঃখিনী এবং ক্লিষ্টা থাকেন, তাহার তীর্থ, স্নান, জপ, হোম এবং জীবন সকলই মিথ্যা। যে মাতৃসন্ধান সর্ব্বদা ভক্তিপুরঃসর স্বজননীকে রক্ষা করে, তাহার অনুষ্ঠিত সর্ব্বকার্য্যই ফলবান্ হয়। অতএব হে পরন্তপ! তুমিই অদ্যই স্বদেশ গমন করিয়া জীবিতা দুঃখিনী জননীর দুঃখ মোচন কর। অন্য এককথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি দৃষ্টাদৃষ্ট বিঘাতক ক্রোধ পরিহার করিবেন। যে বিহঙ্গমদ্বয় আপনার ক্রোধানলে দগ্ধীভূত হইয়াছে, আত্মশুদ্ধির জন্য অগ্রে তাহাদিগের শুদ্ধি সম্পাদন কর। হে ব্রহ্মচারিণ্! আমি যথাযথ সমস্ত বিবরণ আপনাকে জ্ঞাপন করিলাম, যদি শুভগতি কামনা কর, তবে অবিলম্বে এই সকল কার্য্য সম্পাদন কর। পতিব্রতা দ্বিজপুত্রকে এই কথা বলিয়া বিরত হইলে দেবশর্ম্মা সাবিত্রী সদনে কৃতকার্য্যের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! হে পতিব্রতে! অজ্ঞানান্ধকার পরিপূর্ণ মহাপাতকী দেবশর্ম্মা ক্রোধকষায়িত লোচনে আপনার প্রতি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কৃতপাপের প্রায়-

শ্চিত্তস্বরূপ আপনার নিকট এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, অতএব ক্ষমাদানে অনুগৃহীত করুন। হে শুভব্রতে! স্বদেশ গমনান্তে যে যে কার্য্যবিধান করিলে আমার সুগতি হইবে, তাহা বলিয়া দিউন।

পতিব্রতা কহিলেন, হে দ্বিজবর! স্বদেশ গমন করিয়া যে যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা মাতৃপোষণ করিবেন, আর এখানে বা সেখানেই হউক বিহঙ্গমের বধজন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন। অপর কথা বলিতেছি, যজ্ঞশর্ম্মা নামধেয় বিপ্রবরের স্মৃতা নাম্নী কন্যা আপনার ভার্য্যা হইবেন। তাহাকে পতিধর্ম্মাবলম্বনে পরিগ্রহ করুন, আপনি স্বদেশগমন করিলেই যজ্ঞশর্ম্মা স্বয়ং সেই কন্যা আপনাকে সংপ্রদান করিবে। সেই ভার্য্যা হইতে আপনার ঔরসে বর্দ্ধন নামা এক পুত্র হইবে, আপনার পিতৃতুল্য সেও যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করিবে। পুনরায় আপনার স্মৃতা ভার্য্যা গর্ভে ত্রিদণ্ডধৃক্ নামক এক পুত্র জন্মিবে। সে অভ্যাসধর্ম্ম এবং বেদোক্তানুষ্ঠান বলে, নারসিংহপ্রসাদে বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইবে। হে ব্রহ্মন্! আপনার নিকট সমস্তই ভবিষ্যবচন বর্ণন করিলাম। ইহার একটীও মিথ্যা জ্ঞান না করিয়া মদ্বচনানুসারে কার্য্য নিষ্পাদন কর।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, হে পতিব্রতে! আমি অদ্যেব মাতৃরক্ষার্থ গৃহগমন করিতেছি। হে শুভেক্ষণে! গৃহগমন করিয়া আপনার বাক্যানুসারে সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পাদন করিব। হে বৎস! দেবশর্ম্মা এই কথা বলিয়া গৃহগমনানন্তর মাতৃ-

সংরক্ষণ, ক্রোধবিবর্জ্জন এবং বিবাহানন্তর পুত্রদ্বয় সমুৎপাদন করিয়া পরিণত বয়সে পুত্রহস্তে, ভার্য্যা সমর্পণ, লোষ্ট্র এবং কাঞ্চন সমজ্ঞানানন্তর নারসিংহপ্রসাদে প্রকৃষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। হে পুত্রক! আমি এতদূর পতিব্রতা-শক্তির উদাহরণ প্রদান করিলাম। যিনি ধর্ম্ম এবং মাতৃসংরক্ষণ-পর হইয়া জগন্মধ্যে বিচরণ করেন, তিনি সংসারবৃক্ষবন্ধন-দূরীভূত করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়েন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন, হে বৎস! হে শিষ্যগণ! আমি পুনরায় সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী অপূর্ব্ব কথা বিন্যাস করিতেছি, একতানচিত্তে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে সর্ব্ববেদশাস্ত্রবিশারদ পরমপণ্ডিত জনৈক দ্বিজবর ভার্য্যামরণান্তে পুণ্যতীর্থে অবগাহনার্থ গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি উদ্বাহবিমুখ হইয়া বিজনে তপশ্চরণ, ভৈক্ষাহারী, জপ এবং স্নানপরায়ণ হইয়া বহুকাল অতি-বাহিত করিলেন। অনন্তর পুণ্যময়ী পদ্মা, যমুনা, সরস্বতী, বিতস্তা এবং গোমতীতীর্থে যথারীতি অবগাহনানন্তর পুণ্য-ক্ষেত্র গয়াধাম গমন করিয়া পিতৃপিতামহগণের সন্তর্পণান্তে মহেন্দ্রাচল প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিজবর উক্ত মহেন্দ্রগিরির কুণ্ডে অবগাহন করিয়া ভৃগুনন্দন দর্শনানন্তর পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধনান্তে পর্য্যটনপর হইয়া বিন্ধ্যোপবন প্রবিষ্ট হই-লেন। দেব নারসিংহ ভক্তিপরায়ণ বিপ্র, দেবাদিদেব মহা-

দেবের জটাজলোপস্থিত অশেষ অবিনাশন মহদ্ধারাপতন মস্তকে ধারণ করিয়া আত্মদেহ বিশুদ্ধ করিলেন। অনন্তর বিন্ধ্যাচলে উক্ত মুনীন্দ্রাভিপূজিত অনন্ত, অচ্যুত ভগবানকে গিরিসম্ভূত প্রসূনবলি দ্বারা আরাধনা করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্তির অপেক্ষায় তথায় অবস্থিত থাকিলেন। একদিবস ভগবান্ নারসিংহ বহুজ্ঞানবিপ্রকর্তৃক পূজিত হইয়া সন্তুষ্টান্তঃকরণে নিদ্রাগত ভক্তকে স্বপ্নে আদেশ প্রদান করিলেন, হে দ্বিজ-বর! তুমি গৃহভঙ্গহেতু অনাশ্রমী হইয়াছ, অতএব এই নিমিত্ত আমি আদেশ প্রদান করিতেছি যে, তুমি গৃহগমনান্তে আশ্রমী হও; অনাশ্রমী বেদপারগ হইলেও তাহার অর্চ্চনা অনুগ্রহণীয় হয় না। তথাপি হে দ্বিজসত্তম! তোমার প্র-বিজ্ঞ নিষ্ঠাচারদর্শনে তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নাবেশে এই আদেশ করিলাম। ভগবানোক্ত বাক্য বুঝিতে পারিয়া এবং কিয়ৎকাল চিন্তানন্তর দ্বিজপ্রবর নারসিংহমূর্ত্তি হরির পূজাবিধানান্তে সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বন করিলেন। তিনি পবিত্র-দেহ এবং ত্রিদণ্ডধারী হইয়া হরিতে অন্তরাত্মা সমর্পণ করিয়া সমস্ত তীর্থে স্নানান্তে মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই দেব দেব হরির মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি বন-বাসী এবং ভিক্ষানুবৃত্তি হইয়া নারসিংহমূর্ত্তি বিষ্ণুর আরাধন এবং ধ্যানন্তর হৃদয় পবিত্র করিয়া বিবিক্তদেশে কুশাসনোপ-বিস্ট বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাম সংযমানন্তর ভগবানে হৃদয় নিবিষ্ট করিয়া আনন্দ এবং বিজ্ঞানস্বরূপ, বরেণ্য, ক্ষেমপ্রদ, অজ, বিমল এবং সত্যস্বরূপ সেই পরম ব্রহ্ম হরিকে চিন্তা করিতে করিতে পরমাণুরূপী দ্বিজবর নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিলেন।

হে বৎস ! এই যে পুণ্যময় কথা যাহা তোমাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম, যে ব্যক্তি অবহিতচিত্তে এই অনন্ত নারসিংহ কথা পাঠ করেন, তিনি প্রয়াগতীর্থপ্লবন ফল ধর্ম্ম লাভ করেন এবং অন্তে হরিপদপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে পুত্রক ! আমি এই পূর্ব্বতন পুণ্যময় পবিত্র এবং সংসার-বৃক্ষনাশন উপাখ্যান প্রকাশ করিলাম; এক্ষণে যদি কিছু অভিপ্রেত থাকে, প্রকাশ করিয়া বল।

ষোড়শ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, শিষ্যগণে পরিবৃত পুত্রকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি সংসারবৃক্ষের লক্ষণ কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্যাস বলিলেন, যাহা দ্বারা এই বিশ্ব সমাবৃত হইয়াছে, সেই সংসারবৃক্ষের লক্ষণ কহিতেছি, বৎস! শ্রবণ কর। শিষ্যগণ ! তোমরাও অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। অব্যক্ত (১) এই সংসার বৃক্ষের মূল, তাহা হইতে এই বৃক্ষ সমুত্থিত হই-য়াছে। বুদ্ধি ইহার স্কন্ধ, ইন্দ্রিয়গণ ইহার অঙ্কুর ও কোটর; মহাভূত দ্বারা ইহার বিশালতা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে, পরমাণু-গণ ইহার শাখা ও পত্র, ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহার পুষ্প, সুখ দুঃখ ইহার ফল। এই সনাতন ব্রহ্মবৃক্ষ সর্ব্বভূতের উপজীব্য। ব্রহ্মবৃক্ষে যাহা যাহা বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই ব্রহ্ম-স্বরূপ। পুরাতন ঋষিগণ সংসারবৃক্ষের লক্ষণ এইরূপ

---

(১) প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব অহংকারাদি।

কহিয়াছেন। দেহিগণ এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়। প্রাকৃতমতি ব্রহ্মজ্ঞানপরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণ সুখদুঃখ সমাশ্রয় কয়িয়া নিয়তই এই বৃক্ষে বিচরণ করিয়া থাকে। কৃতি ব্যক্তিগণ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মহা অসি দ্বারা এই বৃক্ষ ছেদন করিয়া কর্ম্মক্ষয়ে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে মহা-প্রাজ্ঞ! দুষ্কৃতকারীগণ এই বৃক্ষ ছেদন করিতে অক্ষম। জ্ঞানিগণ জ্ঞানরূপ পরমোৎকৃষ্ট অসি দ্বারা সংসারবৃক্ষ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া যে স্থান হইতে আর পুনরাগমন করিতে হয় না সেই মোক্ষপদ লাভ করে। মোহরূপ দারুময় পাশ দ্বারা সুদৃঢ়বদ্ধ ব্যক্তিগণ বিমুক্ত হয়, কিন্তু দারপুত্রময়পাশবদ্ধ মানবগণ কদাচ বিমুক্ত হইতে পারে না। জ্ঞানই অভিবাঞ্ছিত শ্রেয়ঃ, জ্ঞানই পরমব্রহ্ম এবং জ্ঞানই নারসিংহের তোষণ-স্বরূপ; জ্ঞানহীন পুরুষ পশুর সমান। নরগণের আহার নিদ্রাভয় এবং মৈথুন, পশুগণেরই সমান; কিন্তু জ্ঞানই নর গণের অধিক বস্তু, সেই জ্ঞানদ্বারা বিহীন মানবগণ সুতরাং পশুরই সমান।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, সংসারবৃক্ষে আরোহণ করিয়া সেই সেই অদ্ভুত দুঃখপাশ দ্বারা আত্মাকে বদ্ধ করিয়া জীবগণ যোনিসাগরে নিপতিত হয় (১)। তাহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, অভিলষিত স্রক্‌চন্দন বনিতাদি বিষয়ভোগ, পুত্রকল-

(১) বারম্বার সংসারে জন্মগ্রহণ করে এই ভাব।

ত্রাদি লাভের বাসনা এবং নিজ কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া সুদুস্তর সংসারসাগর শীঘ্র পার হইতে পারে না। হে পিতঃ! জিজ্ঞাসা করি, তাহার মুক্তি কিরূপে সাধিত হইবে?

ব্যাস বলিলেন, বৎস! যাহা জানিয়া মুক্তিলাভ হয়, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। মহর্ষি নারদ, পূর্ব্বে ইহা শিবমুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত জীবগণকে যমালয়ে স্বকর্ম্ম দ্বারা ঘোর রৌরব নরকে পতিত দেখিয়া নারদ ঋষি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অহো! পাপিব্যক্তিগণ ঘোরতর নরকে পতিত হইয়া ঘোরতর দুঃখ ভোগ করিতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া নারদ সত্বর গঙ্গাধর, শঙ্কর, শূলপাণি, ত্রিলোচন, মহাদেবের নিকট গমন করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! ব্যক্তিগণ সংসারে সততই কাম, ক্রোধ, শুভাশুভ কর্ম্ম, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব, শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড়ূর্ম্মি ইত্যাদি দ্বারা পীড্যমান হইয়া কিরূপে সংসারসাগর হইতে সদ্যই বিমুক্ত হয় তাহা আমি শুনিতে বাসনা করি, হে ত্রিপুরান্তক! তাহা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বলুন। ত্রিলোচন নারদের সেই বচন শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন বদনে কহিলেন, হে ঋষিসত্তম! জ্ঞানামৃত স্বরূপ, ভববন্ধন ভয়নাশক, দুঃখনিবারক,পরম গুহ্যরহস্য সেই বিষয় আমি তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। জরায়ুজ অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ জীব এবং চতুর্ব্বিধ ভূত পদার্থ এবং চরাচর এই অখিল জগৎ যাঁহার মায়ায়

প্রসারিত রহিয়াছে, সেই বিষ্ণুর প্রসাদে যদি কোন ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই দেবগণেরও দুস্তর এই সংসারসাগর পার হইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানপরাঙ্মুখ, ভোগে ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত, ব্যক্তিই এই সংসাররূপ মহাপঙ্কে জীর্ণ বলীবর্দ্দের ন্যায় নিমগ্ন হয়। যে জীব, কোষকারক কৃমির ন্যায় আপনাকে কর্ম্মসূত্রপাশে বদ্ধ করে, শত কোটী জন্মেও তাহার মুক্তি দেখিতে পাই না। হে নারদ! সেই হেতু সদা সমাহিত হইয়া, সকল দেবতাদিগের দেবতা, অব্যয় বিষ্ণুর আরাধনা করিবে এবং নিয়তই তাঁহার ধ্যানপরায়ণ হইবে। জীবগণ সেই বিশ্বরূপী, অনাদি, অনন্ত, অজ এবং আপনার আত্মায় আপনিই সংস্থিত, সর্ব্বজ্ঞ, অচল বিষ্ণুকে নিয়ত ধ্যান করিয়া বিমুক্ত হয়। ব্রতস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, পরম, জ্ঞেয়, ব্যক্তাব্যক্ত (১) সনাতন, নিষ্কল (২) বিরজ (৩) বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া বিমুক্ত হয়। সর্ব্বদুঃখ ক্ষয়কারী, নির্গুণ, (৪) মায়ার পারঙ্গত সর্ব্বধৃক্, শাশ্বত (৫) বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া বিমুক্তি লাভ করে। নির্ব্বিকল্প, নিরাভাস, নিষ্প্রপঞ্চ, নিরাময়, বাসুদেব, গুরু, বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া জীবগণ বিমুক্ত হয়। নিরঞ্জন, শান্ত, অচ্যুত, ভূতভাবন বেদগর্ভ, অজ, বিষ্ণুকে নিয়ত ধ্যান করিয়া জীবগণ বিমুক্ত হয়। অতীন্দ্রিয়, অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, অপরাজিত, বিজ্ঞান, অজ, সেই বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া জীবগণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

---

(১) বিশ্বাদিরূপে ব্যক্ত, শুদ্ধ চৈতন্যরূপে অব্যক্ত।

(২) অংশরহিত। (৩) শুদ্ধ। (৪) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের অতীত। (৫) নিত্য।

জন্ম মৃত্যু জরা যাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, সেই নির্ব্বিকার, সনাতন, অনির্লিপ্ত, অভয় বিষ্ণুকে নিয়ত ধ্যান করিয়া বিমুক্তি লাভ করে। সর্ব্বভাব হইতে বিনির্ম্মুক্ত, অপ্রমেয়, অক্ষয়, নির্ব্বাণপ্রদ বিষ্ণুকে নিয়ত ধ্যান করিয়া জীবগণ বিমুক্তি লাভ করে। অমৃত, পরমানন্দ, সর্ব্ববিধ উপাধিবর্জ্জিত, জ্ঞেয়, ব্রহ্ম, শিব বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিয়া জীবগণ বিমুক্ত হয়। পরাৎপর, পুরনামক শরীর, (১) গুহাশয়, অপরিমেয়, অব্যয় বিষ্ণুকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া জীবগণ বিমুক্তি লাভ করে। শুভাশুভবিবর্জ্জিত, ঊর্ম্মি ষট্‌কের অতীত, (২) কল্যাণস্বরূপ নির্ম্মল বৈদ্য সেই বিষ্ণুকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া জীবগণ সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্ত, (৩) সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিবর্জ্জিত, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয় বিষ্ণুকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া জীবগণ মুক্তি লাভ করে। আনন্দমাত্র, অদ্বৈত, চতুর্থ স্থান স্বরূপ পরমপদ (৪) সর্ব্বসংহারকারী কৃতী বিষ্ণুকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া জীবগণ পরমপদ লাভ করে। রূপবিবর্জ্জিত, সত্যসংকল্প, শুদ্ধ, আকাশস্বরূপ, কালস্বরূপ বিষ্ণুকে একাগ্রমনে নিরন্তর ধ্যান করিয়া জীবগণ পরমপদ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বাত্মক স্বভাব, আত্ম চৈতন্যস্বরূপ, শুভ্র, একাক্ষর বিষ্ণুকে (অ=বিষ্ণু) নিরন্তর ধ্যান করিয়া বিমুক্ত হয়। তৃষ্ণাতীত,

---

(১) পুরে শরীরে শেতে ইতি পুরুষঃ। বিষ্ণুই ক্ষেত্রস্বরূপ এবং তাহাতেই সেই বিষ্ণু চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন।

(২) কাম ক্রোধাদির। (৩) সুখ দুঃখ, শীত, গ্রীষ্ম, এইরূপ যুগ্ম যুগ্ম বি[illegible] পদার্থ। (৪) উপনিষদুক্ত তুরীয়পদ। বেদান্তিক-

ত্রিকালজ্ঞ, বিশ্বেশ, লোকসাক্ষী, সর্ব্বোত্তর (১) বিষ্ণুকে নিরধ্যান ধ্যান করিয়া সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। অনির্ব্বাচ্য, অবিজ্ঞেয়, অক্ষর, আদিম এবং বিশ্বরূপে সংহত(২) অদ্বিতীয়, নিরন্তর (যাহাতে কাহারও অবকাশ নাই) বিষ্ণুকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া জীবগণ বিমুক্ত হয়। বিশ্বাদ্য, বিশ্বগোপ্তাসুহৃৎ, সর্ব্বকামপ্রদ, স্থানত্রয়াতিগ, (যিনি বেদান্তোক্ত পূর্ব্বোক্ত তিন স্থানের অতীত) বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া বিমুক্ত হয়। সর্ব্বদুঃখক্ষয়কারী সর্ব্বশান্তিকর, সর্ব্বপাপহর হরিকে ধ্যান করিয়া জীবগণ বিমুক্তি লাভ করে। যে বিষ্ণুতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং এই বিশ্বেই যে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সেই বিশ্বেশ্বর অজ বিষ্ণুকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া জীবগণ মুক্তিলাভ করে। সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিগণ নিঃশেষরূপে সর্ব্বকামনা বিসর্জ্জন করিয়া সেই বরদ বিষ্ণুকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া সংসারবন্ধন হইকে বিমুক্ত হয়। ব্যাসদেব বলিলেন, পূর্ব্বকালে নারদকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বৃষভধ্বজ তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তোমাকে সেই সমস্তই কহিলাম। অতএব হে পুত্র! সেই বীজবিরহিত নিষ্কল ব্রহ্মকে নিরন্তর ধ্যান কর, তাহা হইলেই শাশ্বত পদ নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। সেই ঋষিপ্রবর নারদ ঈশ্বর

গণ, আকাশাদি ইশ্বর পর্য্যন্ত অন্যান্য পদার্থকে বিভাগ করিয়া এক হইতে তিনস্থানে স্থাপন করিয়া শুদ্ধবুদ্ধ স্বভাব পরমেশ্বরকে চতুর্থ স্থানে স্থাপন করেণ, সেইব্রহ্মরূপ বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া জীবন মুক্ত হয় এইরূপ অর্থ।

(১) সকলের আদিতে যিনি আছেন (২) মিলিত।

৯

সন্নিধানে বিষ্ণুর এইরূপ প্রাধান্য শ্রবণে পরমাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অন্য যে কোন ব্যক্তি নিত্য নিত্য এই উত্তম স্তব পাঠ করেন, তাহার শতজন্মকৃত পাপও বিনষ্ট হয়। মহাদেব-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত বিষ্ণুর এই পবিত্র পুণ্যকর স্তোত্র যে নর যত্ন পূর্ব্বক প্রতিদিন পাঠ করেন, সে অমরত্বলাভের যথার্থ অধি-কারী হয়। যে ব্যক্তি আপন হৃদয়ে হৃৎপদ্মমধ্যে অবস্থিত অনন্ত, উপাসকগণের প্রভু ঈশ্বর অচ্যুত বিষ্ণুকে নিরন্তর ধ্যান করে, সে পরতমা বৈষ্ণবী সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

শুকদেব কহিলেন, হে পিতঃ! বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিগণ, নিরন্তর কোন্ মন্ত্র জপ করিয়া সংসার দুঃখবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তাহা আপনি লোকহিতের নিমিত্ত আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

ব্যাস বলিলেন, সকল মন্ত্রগণের মধ্যে উত্তম অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমি তোমাকে বলিব, এই মন্ত্রই জপ করিয়া জীবগণ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। মানব একাগ্রমনা হইয়া হৃৎপুণ্ড-রীকের মধ্যস্থিত শঙ্খচক্রগদাধর অজ বিষ্ণু রূপ নিরন্তর জপ করিবে। একান্তে বিজনপ্রদেশে বিষ্ণুর অগ্রে বিষ্ণুদেবে চিত্ত প্রণিধান করিয়া নাভিপ্রদেশে অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ ক-রিবে। অষ্টাক্ষর মন্ত্রের ঋষি স্বয়ং নারায়ণ, ছন্দঃ দেবী গায়ত্রী এবং দেবতা পরমাত্মা। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই সর্ব্বার্থ-সাধক মন্ত্রের ওঁকার শুক্লবর্ণ, নকার রক্তবর্ণ, মকার কৃষ্ণবর্ণ, রকার কুঙ্কুমাভবর্ণ, যকার, পীতবর্ণ নকার মঞ্জনাভবর্ণ, যকা-রের বর্ণ বহুপ্রকার। এই মন্ত্র জপ করিলে ভক্তগণ স্বর্গ ও

মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। / এই মন্ত্র সকল মন্ত্র মধ্যে উত্তম শ্রীমান্ সর্ব্বপাপপ্রনাশন, বেদপুরাণসিদ্ধ এবং সনাতন। যে মানব সন্ধ্যাবসানে সতত এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া ভগবান নারায়ণের স্মরণ করে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই পর এই মন্ত্রই পরন্তপ এই মন্ত্রই স্বর্গ এবং এই মন্ত্রই মোক্ষ বলিয়া কথিত হয়। বিষ্ণুভক্ত মানবগণের হিতের নিমিত্ত পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বদেবের গূঢ়তত্ত্ব হইতে এই মন্ত্রই সাররূপে সমুদ্ধার করিয়াছিলেন। এবং সর্ব্বপাপঘ্ন সর্ব্বকামদ এই মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এইরূপে বৈষ্ণবগণ এই অষ্টাক্ষর উৎকৃষ্ট মন্ত্র জানিতে পারিল। পাপশুদ্ধির নিমিত্ত স্নানান্তর শুচি হইয়া পবিত্র প্রদেশে এই মন্ত্র জপ করিবে। দানকালে গমনকালে সকল পর্ব্ব সময়ে কর্ম্মের পূর্ব্বে ও পরে এই নারায়ণ মন্ত্র জপ করিবে। শুচি ও সমাহিতচিত্ত হইয়া প্রতিদিন সহস্রবার এবং মাসে দ্বাদশীতে অযুতবার জপ করিবে। যে নর স্নানান্তর শুচি হইয়া নমো নারায়ণায় এই মন্ত্র শতবার জপ করে সে অনাময় পরমদেব নারায়ণকে প্রাপ্ত হয়। গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া যে ব্যক্তি এই মন্ত্র জপ করে সে মহাপাতকী হইলেও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়; সন্দেহ নাই। যে মানব দেব দেব হরিকে হৃদয়ে করিয়া এই মন্ত্র জপ করে সে তৃতীয় লক্ষ্যে (লঘিমাসিদ্ধিতে) অবস্থান করিয়া স্থিরমতি হয়। (১) সপ্তম লক্ষ্য দ্বারা (বশিত্ব

---

(১) অণিমা, মহিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম, ঈশিত্ব বশিত্ব কামাবশায়িত্ব অষ্টবিধ লক্ষ্য শব্দে উক্ত হইয়াছে।

দ্বারা) পরমেশ্বর বিষ্ণুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং অষ্টম লক্ষ্য (কামাবসায়িত্ব সিদ্ধি) দ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করে! দ্বিজাতিগণ নিজ নিজ ধর্ম্মে নিযুক্ত এবং জাগরূক থাকিয়া এই সিদ্ধিকর অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিবেন। দুঃস্বপ্ন, খরতর পিশাচগণ, ব্রহ্মরাক্ষসগণ চৌর ও ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ এই নারায়ণ মন্ত্র জপাকারী মানবের নিকটেও গমন করিতে সমর্থ হয় না। বিষ্ণু ভক্ত ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত, অব্যগ্র ও একাগ্র-মতি হইয়া মৃত্যুভয়বিনাশকারী এই নারায়ণমন্ত্র জপ করি-বেন। ওঁকারাদি এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র মন্ত্রগণেরও পরম মন্ত্র; দেবতাদিগেরও পরম দেবতা এবং গুহ্য বস্তুগণের পরম গুহ্য। ইহার জপকারী মানবগণ আয়ু, ধন, পুত্র, পশু, বিদ্যা, মহোন্নতি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সকলই প্রাপ্ত হয়। বেদ শ্রুতির প্রমাণবলে এই বাক্য একান্তই সত্য একান্তই সত্য। এই মন্ত্র নরগণের সিদ্ধিকর, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ঋষিগণ পিতৃগণ দেবগণ প্লবগণ ও রাক্ষসগণ সকলেই এই উৎকৃষ্ট মন্ত্র জানিতে পারিয়া শাস্ত্রানন্তর বিধানে জপ করিয়া কালক্রমে পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

মনুজগণ অন্তকালে, "নারায়ণায় নমঃ" এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করে, ইহা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হে পুত্র! হে শিষ্যগণ! শ্রবণ কর, সত্য সত্য, পুনঃ সত্য এই অষ্টাক্ষর নারায়ণমন্ত্র যে ব্যক্তি নিয়তই বারম্বার জপ করে সে মুক্তিলাভ করে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বেদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শাস্ত্র আর নাই এবং কেশব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দেবতাও

আর নাই। সর্ব্বশাস্ত্র সন্দর্শন এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া এই এক সুনিষ্পন্ন বাক্য স্থিরতর হইয়াছে যে, নারায়ণই নিরন্তর ধ্যেয় পদার্থ। এই আমি তোমার শিষ্যগণের সন্নিধানে পুণ্যপ্রদ মহার্থ বাক্য সকল বিজ্ঞাপন করিলাম এবং বিবিধ পুণ্যপ্রদ কথাও কহিলাম। হে পুত্র! তুমি নিয়তই নারায়ণের ভজনা কর। হে মহাবুদ্ধিমন্ বৎস! যদি তুমি সিদ্ধি লাভে বাসনা কর, তবে এই অষ্টাক্ষর সর্ব্বদুঃখ বিনাশন, সর্ব্বভয়বিদারণ এই নারায়ণ মন্ত্র নিয়তই জপ কর। এই স্তব ব্যাসদেবের বদন সরোজ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে; যে পুরুষ ত্রিসন্ধ্যা ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করে, সে নির্ধৌত পাণ্ডুরপক্ষপট রাজহংসের ন্যায়, এই সংসারসাগর নির্ভয়ে পার হইয়া যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,তপোধনগণের অগ্রগণ্য মহামতি মহাভাগ শুকদেব,কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সন্নিধানে,এইরূপ নানাবিধ কল্যাণকর, সর্ব্বপাপপ্রনাশন পুণ্যকথা শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণের সহিত নারায়ণপরায়ণ হইলেন। হে দ্বিজ ভরদ্বাজ! এই আমি তোমাকে মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণের পাপঘ্নী বিচিত্রা কথা শ্রবণ করাইলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা কর।

ভরদ্বাজ কহিলেন, পূর্ব্বে আপনি বসু আদি দেবগণের সৃষ্টি বিবরণ কহিয়াছেন,কিন্তু অশ্বিনী কুমারযুগল ও মারুতগণের উৎপত্তির বিষয় বর্ণন করেন নাই।

সূত কহিলেন, হে মহামতে! ভরদ্বাজ! শক্তিপুত্র পরাশর ঋষি বিষ্ণুপুরাণে মরুদ্গণের এবং আশ্বিনদেবযুগলের উৎপত্তি বিবরণ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাঁদের উৎপত্তিবিবরণ আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিব, শ্রবণ কর।

দক্ষকন্যা অদিতি, অদিতি হইতে আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে সংজ্ঞা, নাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন। তিনিও বিশ্বকর্ম্মার রূপবতী কন্যা লাভ করিয়া তাহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। সংজ্ঞা নিদাঘকালে আদিত্যের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পিতৃগৃহে গমন করিলে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া পিতা কহিলেন, কেন পুত্রি! তুমি ভর্ত্তার স্নেহ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এখানে আগমন করিলে? সংজ্ঞা পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভর্ত্তার প্রচণ্ড তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া এখানে আগমন করিয়াছি। পিতা শুনিয়া কহিলেন, পুত্রি! ভর্ত্তৃগৃহে গমন কর; স্বামিসেবাই যুবতীগণের শ্রেয়স্কর পরম ধর্ম্ম। আমিও কতিপয় দিবসের পর যাইয়া জামাতা আদিত্যের উষ্ণতার ব্যপনয়ন করিয়া দিব। পরে তাপক্লেশ ভুলিয়া ভর্ত্তৃগৃহে গমনপূর্ব্বক কতিপয় দিবসমধ্যে আদিত্যসঙ্গমে, মনু, যম এবং যমী নামে অপত্যত্রয় প্রসব করিলেন। পুনর্ব্বার সেইরূপ উষ্ণতা সহ্য করিতে না পারিয়া, আদিত্যের উপভোগের নিমিত্ত প্রজ্ঞাবলে ছায়া নাম্নী কামিনীর উৎপাদনপূর্ব্বক তথায় স্থাপন করিয়া উত্তর কুরুদেশে গমনানন্তর অশ্বীরূপে তথায় বিচরণ করিতে লাগি-

লেন। আদিত্যও সংজ্ঞা মনে করিয়া ছায়াতে পুনর্ব্বার মনু, শনৈশ্চর ও তপতী এই তিন অপত্য উৎপাদন করিলেন। ছায়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন অপত্যগণের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন দেখিয়া, যম পিতাকে কহিল, ইহাঁর পক্ষপাত নিবারণ করুন। শুনিয়া আদিত্য ছায়াকে কহিলেন, সকল অপত্যগণের প্রতি সমভাব প্রদর্শন কর ছায়া পুনর্ব্বার স্বকীয় অপত্যগণের পক্ষপাতে প্রবর্ত্তিত হইলে, যম ও যমী উভয়েই তাহাকে বহুতর অপ্রিয় বাক্য শুনাইলেন। আদিত্যসন্নিধানে তাঁহারা ছায়াকে উল্বণচক্ষে (১) তর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে ছায়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিলেন যে যম! তুমি প্রেতরাজ হও, যমি! তুমি যমুনা নামে নদী হও। অনন্তর আদিত্যও ক্রোধভরে ছায়ার অপত্যদ্বয়কে অভিশাপ দিলেন যে, হে পুত্র শনৈশ্চর! তুমি ক্রূরদৃষ্টি, মন্দগামী (খঞ্জ) পাপগ্রস্থ হও; তপতি! তুমি তাপী নামে তটিনী হও। অনন্তর আদিত্য ধ্যানপরায়ণ হইয়া সংজ্ঞা কোথায় আছেন বিচার করিয়া দেখিলেন, তিনি উত্তরকুরুদেশে ঘোটকী হইয়া বিচরণ করিতেছেন, আপনিও তথায় গমন করিয়া অশ্বরূপে তাঁহার সহিত সহবাস করিলেন। এইরূপে আদিত্যের ঔরসে অশ্বীরূপী সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের উৎপত্তি হইল। প্রভাতিশয়ে তাঁহাদের বপুঃ বিভ্রাজমান হইলে স্বয়ং প্রজাপতি সেই স্থলে আগমন করিয়া কহিলেন, তোমরা

---

(১) ক্রোধে, উপরিভাগে নয়ন উত্তোলন করিয়া।

উভয়েই যজ্ঞভাগী হইবে এবং দেবগণের চিকিৎসক হইবে, ইহা কহিয়া অন্তর্ধান হইলেন। আদিত্যও অশ্বরূপ পরিহার করিয়া, স্বরূপধারিণী নিজভার্য্যা আষ্ট্রী সংজ্ঞাকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা আদিত্যসন্নিধানে আগমন করিয়া বহুবিধ নাম দ্বারা আদিত্যদেবের স্তব করিলেন এবং তদ্বারা তনয়ার প্রতি অপশান্ত করণান্তর বিবিধ মধুর বঁনে তনয়াকে সান্ত্বনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। হে মহামতি ভরদ্বাজ আমি তোমাকে আশ্বিনযুগলের উৎপত্তির এই পাপঘ্নী পুণ্যকরী পরম পবিত্র কথা কহিলাম। দিব্যরূপে বিরাজমান সুরভিষক্ আশ্বিনদ্বয়েব জন্ম বিবরণ যে নর ভক্তিভাবে শ্রবণ করে, সে পৃথিবীভাব পরিহার পূর্ব্বক আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

বিংশ অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, বিশ্বকর্ম্মা যে যে নাম দ্বারা আদিত্যের স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল নাম শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

সূত কহিলেন, বিশ্বকর্ম্মা যে সকল সর্ব্বপাপবিনাশন সাবিত্র নাম দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য, খগ, পূষা, গভস্তিমান, তিমিরোন্মথন, শম্ভু, ত্বষ্টা, মার্ত্তণ্ড, অংশুমান, হিরণ্যগর্ভ, কপিল, তপন, ভার্গব, রবি, অগ্নিগর্ভ, অদিতি-

পুত্র, শম্ভু, তিমিরনাশন, অংশুমান, অংশুমালী, তমোঘ্ন, তেজোনিধি, অর্য্যমা, মণ্ডলী, মৃত্যু, পিঙ্গল, সর্বতাপন, হরি, বিশ্ব, মহাতেজা, সর্ব্বরত্নপ্রভাকর, অংশুগ, অভিস্তমোভেদী, ঋগযজুঃসামদীপক, ঘনাবিষ্করণ, মিত্র, স্বঃপ্রদীপ, মনোভব যজ্ঞেশ, গোপতি, শ্রীমান্, কৃতজ্ঞ, ক্লেশনাশন, অমিত্রহা, অহঃশিরা, হংস, নায়ক, প্রিয়দর্শন, শুদ্ধ, বিরেচন, কেশী, সহস্রাংশু, প্রতর্দ্দন, কল্পরশ্মি, পতঙ্গ, বিশ্বরাট্ বিশ্বসংস্তুত, দুর্ব্বিজ্ঞেয়গতি, শূর, তেজোরাশি, মহাযশাঃ, ভ্রাজিষ্ণু, জ্যোতিরীশ, বিষ্ণুমৌলি, স্বভাবন, প্রভবিষ্ণু, প্রভাবোখ, জ্ঞানরাশি, প্রভাকর, আদ্য, বিষ্ণু, গ্রহাধ্যক্ষ, কর্ত্তা, নেতা, শঙ্কর, বিমল, বীর্য্যবান্, ঈশ, যোগীশ, যোগভাবন, অমৃতাত্মা, সর, নিত্য, বরেণ্য, বরদ, প্রভু, ধনদ, প্রাণদ, শ্রেষ্ঠ, সুখদ, কামরূপধৃক্, তরণী, শাশ্বত, শাস্তা, শাস্ত্রজ্ঞ, তনয়, প্রিয়, বেদগর্ভ, বিভাবসু, শান্ত, পাবিত্রী, বল্লভ, ধ্যেয়, বিশ্বেশ্বর, ভর্ত্তা, লোকাত্মা, মহেশ্বর, মহেন্দ্র, বরুণ, ধাতা, বিষ্ণু, অগ্নি, দিবাকর, এই সকল নাম দ্বারা মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের স্তব করিয়াছিলেন। ভগবান্ রবি প্রসন্ন হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে কহিলেন, ভ্রমিযন্ত্রে (শাণে) আরোপিত করিয়া আমার মণ্ডল বিধান কর। আমাকে ভ্রমিযন্ত্রের উপরিস্থ করিয়া তক্ষণ করিলে আমার তাপের সমতা হইবে। বিশ্বকর্ম্মা তাহা শুনিয়া সেইরূপই করিলেন। সবিতা তাঁহার দুহিতা সংজ্ঞার প্রতি শান্তোষ্ণ হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে কহিলেন; তুমি অষ্টোত্তর-শত নামে আমার স্তব করিয়াছ; অতএব বর প্রার্থনা কর; হে অনঘ! আমি তোমাকে বরপ্রদান করিব। ভগবান্ ভানু-

কর্ত্তৃক বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে উক্ত হইয়া কহিলেন; দেব! যদি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করেন; তবে এই বর প্রদান করুন। এই সকল মদুক্ত নাম দ্বারা যে ব্যক্তি আপনার সন্তোষসাধন করিবে; সেই ভক্তের পাপক্ষয় করিবেন। তাহা শুনিয়া দিনকর তথাস্তু বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তনয়া সংজ্ঞাকে বিশোকো ও তাঁহার রবিমণ্ডলবাসের উপায় করিয়া দিয়া ভাস্করের প্রসাদসম্পাদনপুরঃসর প্রস্থানপর হইলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন; হে দ্বিজসত্তম! সম্প্রতি মারুতগণের উৎপত্তি বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া দিতির পুত্রগণ দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিল। দিতি ব্যথিত হইয়া মহেন্দ্রের দর্পহারী পুত্র বাঞ্ছা করিয়া নিজপতি কশ্যপঋষির আরাধনা করিতে লাগিলেন। কশ্যপ; তাঁহার তপে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার গর্ভাধান পূর্ব্বক কহিলেন; যদি তুমি শুচি হইয়া শত বৎসর এই গর্ভ ধারণ করিতে পার; তবে তোমার মহেন্দ্রের দর্পহারী পুত্র হইবে সন্দেহ নাই। তাহা শুনিয়া দিতি সেইরূপেই গর্ভধারণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রও তাহা জানিতে পারিয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশে আসিয়া দিতির পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হইতে কিয়ৎকাল অবশিষ্ট আছে; এমত সময়ে দিতি এক দিন পাদ প্রক্ষালন

না করিয়াই শয্যায় আরোহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ নিদ্রাগতা হইলেন। সেই বজ্রপাণি বাসবও অবসর লাভ করিয়া বজ্র দ্বারা সেই গর্ভ সপ্তধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র-কর্ত্তৃক ছিদ্যমান সেই গর্ভ রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র; মারোদীঃ (রোদন করিও না) এই কথা কহিতে কহিতে কুপিত হইয়া সেই সপ্ত খণ্ডের প্রত্যেক খণ্ড সপ্ত সপ্ত ভাগে ছেদন করিলেন। এইরূপে মরুদ্গণ জন্ম লাভ করিল। ইন্দ্র 'মারোদীঃ' এই বাক্য বলিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহারা মরুৎ এই নামে বিখ্যাত হইয়া মহেন্দ্রের সহায়ভুত হইল। হে মুনে! এই আমি দেব; অসুর; নাগ; রাক্ষস-দিগের উৎপত্তি বিবরণ তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। অস্মা-দাদি নরমুখ্যগণের মধ্যেও যে কেহ এই বৃত্তান্ত ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে সে হরিলোক প্রাপ্ত হয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, আদিসর্গ ও অনুসর্গ এবং বিচিত্র বিবিধ কথা আপনি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত কথা কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের মনোভীষ্ট সিদ্ধ করুন।

সূত কহিলেন বৎস! অন্যান্য পুরাণে রাজগণের বংশ বিবরণ এবং বংশানুচরিত ও মন্বন্তর বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত আছে; আমি সংক্ষেপে কহিতেছি, তুমি এবং যে সকল মুনি-গণ শ্রবণ করিতে এখানে আগমন করিয়া অবস্থিতি করি-

তেছেন সকলেই শ্রবণ কর। আদৌ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে মরীচি মরীচি হইতে কশ্যপ, কশ্যপ হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে মনু, মনু হইতে ইক্ষাকু, ইক্ষাকু হইতে বিকুক্ষি, বিকুক্ষি হইতে দ্যোত, দ্যোত হইতে বেণ, বেণ হইতে পৃথু, পৃথু হইতে পৃথ্বশ্ব, পৃথ্বশ্ব হইতে অসংহতাশ্ব, অসংহতাশ্ব হইতে মান্ধাতা, মান্ধাতা হইতে পুরুকুৎস, পুরুকুৎস হইতে কৃতধ্বজ, কৃতধ্বজ হইতে অতিশম্ভু, অতিশম্ভু হইতে দারুণ, দারুণ হইতে সগর, সগর হইতে হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে হারীত, হারীত হইতে শোহিতাশ্ব, শোহিতাশ্ব হইতে অংশুমান, অংশুমান হইতে ভগীরথ, ভগীরথ হইতে সৌদাস, সৌদাস হইতে শত্রুমর্দ্দন, শত্রুমর্দ্দন হইতে অনরণ্য, অনরণ্য হইতে দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহু হইতে অজ, অজ হইতে দশরথ, দশরথ হইতে রাম ও লক্ষণ, রাম হইতে লব, লব হইতে পদ্ম, পদ্ম হইতে ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণ হইতে অস্ত্রপাণি, অস্ত্রপাণি হইতে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদন হইতে বুদ্ধ, বুদ্ধ হইতে এই বংশের নিবৃত্তি হয়। সূর্য্যবংশোদ্ভব ইঁহারাই প্রধানরূপে কীর্ত্তিত হন। এই ক্ষত্রিয়গণই পূর্ব্বকালে ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। যে বংশের যশস্বি রাজাগণ পুণ্যবলে স্বর্গগামী হইয়াছেন; সেই সূর্য্যবংশ আমি তোমার নিকট কহিলাম; এক্ষণে চন্দ্রবংশের নৃপোত্তম গণের জন্ম বিবরণ অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, আদৌ ব্রহ্মা; ব্রহ্মার মানস পুত্র মরিচী; মরীচি, দাক্ষায়ণীতে কশ্যপপুত্র উৎপাদন করেন। কশ্যপ হইতে অদিতিগর্ব্বে আদিত্য; আদিত্য হইতে স্বব-র্চ্চসাগর্ভে মনু; মনু হইতে শতরূপা গর্ভে সোম; সোম হইতে রোহিণী গর্ভে বুধ; বুধের ঔরসে ইলাগর্ভে পুরূরবা; পুরু-রবার ঔরসে উর্ব্বশী গর্ভে আয়ুঃ; আয়ুঃ হইতে রূপবতীগর্ভে নহুষ; নহুষ হইতে পিতৃমতী গর্ভে যযাতি; যযাতির ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠা গর্ভে পূরু; পূরু হইতে বৎসদাগর্ভে সম্পাতি, সম্পাতি হইতে অনুদত্তার উদরে সার্ব্বভৌম; সর্ব্বভৌমের বৈদেহী গর্ভে ভোজ; ভোজের কলিঙ্গাগর্ভে দুষ্মন্ত; দুষ্মন্তের শকুন্তলাগর্ভে ভরত; ভরতের নন্দার উদরে অজমীঢ়; অজ-মীঢ়ের সুদেবীগর্ভে বৃষ্টি; বৃষ্টির বসুসেনার পুণ্যশ্রবা; পুণ্য-শ্রবার বহুরূপাগর্ভে শান্তনু; শান্তনুর যোজনগন্ধায় বিচিত্র-বীর্য্য; বিচিত্রবির্য্যের অম্বালিকায় পাণ্ডু; পাণ্ডুর কুন্তীগর্ভে অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের সুভদ্রাগর্ভে অভিমন্যু; অভিমন্যুর উত্তরায় পরীক্ষিত; পরীক্ষিতের মাতৃবতীর উদরে জনমেজয়; জন্মে-জয়ের বপুষ্টমাগর্ভে শতানীক; শতানীকের পুষ্পবতীগর্ভে সহস্রানীক; সহস্রানীকের মৃগবতীগর্ভে উদয়ন; উদয়েনর বাসবদত্তায়নরবাহন, নরবাহনের মেঘদত্তায় ক্ষেমক; ক্ষেমক

হইতে পাণ্ডববংশ এবং সোমবংশ নিবৃত্ত হয়। যে নর এই রাজগণের অত্যুত্তম পবিত্র;পুণ্যকর বংশানুচরিত শ্রবণ বা পাঠ করে; অথবা শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে পাঠ করে; সে বিষ্ণু-লোক প্রাপ্ত হয়। এই আমি তোমার নিকট চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের বংশানুচরিত বর্ণন করিলাম। এক্ষণে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, প্রথমে স্বায়ম্ভব মন্বন্তর, তাহার স্বরূপ আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি। স্বারোচিনামে মনু দ্বিতীয়, সেই স্বারোচিষ মন্বন্তরে বিপশ্চৎনামে দেবেন্দ্র; পারাবত সতু-ষিতাদিদেবতাগণ; ঊর্জ্জস্তম্ব, প্রাণ; দণ্ড; নির্ঋষভ; অধ্বরী; বানীশ্বর; সোম; এই সপ্তর্ষি; স্বারোচিঃমনুর কিম্পুরুষাদি পুত্রগণ রাজা হন। তৃতীয় মন্বন্তরে উত্তমনামে মনু; স্বধা-মাদি; সত্যাদি; প্রতর্দ্দনাদি বস্বাদি; বশবর্ত্ত্যাদি; এই পঞ্চ প্রকার দ্বাদশগণ দেবতা। সশান্তিনামক তাঁহাদের ইন্দ্র; বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ সপ্তর্ষি। অজ; পরশু; চিত্র; আসি; উত্তম মনুর পুত্রগণ। চতুর্থ মন্বন্তরে তামসনামে মনু; স্বরূপাদি; হরি আদি সত্যাদি সুধী-আদি; সপ্তবিংশতিগণ; দেবতা; এই মন্বন্তরে দেবেন্দ্রের নাম শিখণ্ডী; হিরণ্যরোমা, বৈদগ্ধী, ঊর্দ্ধবাহু, স্বধামা, পর্জ্জন্যাদি মুনিগণ সপ্তর্ষি; জ্যোতির্ধামা, পৃথু, কবি, অগ্নি, বনক

এই তামস মনুর পুত্রগণ রাজা হন। রৈবত মনু পঞ্চম, তাহার মন্বন্তরে, অমিতাদি, বিনতাদি, বৈকুণ্ঠাদি, অশ্বমেধা আদি নামে দেবতাদিগের দশগণ, অশ্বরান্তক দেবেন্দ্র; ধনবান্ বুধ, ভব, সত্যকাদি রৈবত মনুর পুত্রগণ রাজা হন। শান্তেতর, বিদ্বান্, তপস্বী, মেধা, বিশ্ব, তপঃ সপ্তর্ষি। চাক্ষুষা নামে মনু ষষ্ঠ, উরু পুরু, শতদ্যুম্নাদি তাঁহার পুত্রগণ রাজা হন। আদ্যাদি, প্রসূত ভব্য, প্রথিত, মহানুভাব, লেখ এই পঞ্চ পৃষ্টিকাগণ এই মন্বন্তরে দেবতা, তাঁহাদের ইন্দ্র মনোজব; সমেধা; বিরজা; হবিষ্মান্; সন্নত; মধু; অতিনামা; সহিষ্ণু; সপ্তর্ষি বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু সম্প্রতি বর্ত্তমান আছেন, বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ক্ষত্রিয় পুত্রগণ রাজা; আদিত্য, বসু, রুদ্রাদি দেবগণ; পুরন্দর দেবেন্দ্র, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, যমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ ইহাঁরা সপ্তর্ষি। ভবিষ্যৎ মন্বন্তর সকল কহিতেছি—যথা, আদিত্য হইতে সংজ্ঞা গর্ভে প্রথম মনুর উৎপত্তি হয়, ছায়াগর্ভে যে মনু উৎপন্ন হন, তিনিই দ্বিতীয় এই দ্বিতীয় মনুই সাবর্ণি নামে বিখ্যাত। ইহাঁর পূর্ব্বজের সবর্ণত্ব অর্থাৎ মনুত্বরূপ সমান জাতি প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহাঁর নাম সাবর্ণি। সেই ছায়াগর্ভজ সাবর্ণিই অষ্টম মনু তাহাতে সুতপাদি দেবগণ, বলি, তাঁহাদিগের ইন্দ্র হইবেন। দীপ্তিমান্ গালব, রাম, কৃপ, দ্রৌণি, ব্যাস, ঋষ্যশৃঙ্গ ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন। বিরজাঃ অর্ব্বরী, বসু আদি সাবর্ণ মনুর পুত্রগণ রাজা হইবেন। দক্ষসাবর্ণ, নবম মনু হইবেন; দিতি, ধৃতি; কেতু; পঞ্চহস্ত; নিরাময়; পৃথুশ্রবা আদি দক্ষসাবর্ণের পুত্রগণ রাজা হইবেন;

পরে মরীচগর্ভ; সধর্ম্মা; অবিস্মন্ত; এই মন্বন্তরে দেবগণ; স্তুত দেবেন্দ্র ; সবল; দ্যুতিমান্; হব্য; বসুমেধা তিথি; জ্যোতিস্মান্; সত্য ইহাঁরা সপ্তর্ষি। ব্রহ্মসাবর্ণ; দশম মনু হইবেন। ইহাতে সখ; চর; বিবুদ্ধাদি; দেবগণ; শান্তি তাঁহাদের ইন্দ্র হইবেন ; হবিষ্মান্, সুকৃতি;সদ্য; তপোমূর্ত্তি; নাভাগ; প্রতিমূক সদয়কেতু ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন ; স্বক্ষেত্র; উরুমৌজা; ভূরি; শৈলাদি; ব্রহ্মসাবর্ণের পুত্রগণ রাজা হইবেন। একাদশ মন্বন্তরে মনু ধর্ম্মসাবর্ণক ; বিহঙ্গম; শ্যাম; গম; নির্ম্মাণরুচি নামক দেবগণ;দিবস্পতি নামা দেবেন্দ্র; নির্ম্মোহত; তদশিনি প্রকল্প নিরুৎস; উদ্ধৃতি; মানব্যয়; সুতপাঃ; ইহাঁরা সপ্তর্ষি; চিত্রসেন বিচিত্রাদি ধর্ম্মসাবর্ণের পুত্রগণ ভূমিপাল হইবেন। রুদ্রপুত্র সাবর্ণ দ্বাদশ মনু হইবেন। ত্রিধাম; তন্ত্র; হরিত; রোহিত; সুমনা; সুকর্ম্মা; সুব্রাপ; ইহাঁরা দেবগণ; তপস্বী; সুতপাঃ; তপোমূর্ত্তি; তপোরতি; তপোধৃতি; তপঃস্মৃতি; তপোধন; ইহারা সপ্তর্ষি; দেববান্; উপদেব; দেবশ্রেষ্ঠাদি তাঁহার পুত্রগণ ভূমিপাল হইবেন। ত্রয়োদশ মনুর নাম রোচ্যমান; সূত্রামান্; স্বধর্ম্মা ইহাঁরা দেবগণ বৃষভ তাঁহাদের ইন্দ্র হইবেন ; অনীশ্বর; অগ্নিতেজা; বপুষ্মান্; অংশু; বারুণ; অর্চ্চিষ্মান্; অনঘ ভাবী সপ্তর্ষিগণ;সুবল; সধর্ম্মা; দেবানীকাদি; রোচ্যমান মনুর পুত্রগণ পৃথিবীশ্বর হইবেন। ভৌম্য; চতুর্দ্দশ মনু হইবেন; স্বরারি এই মন্বন্তরে দেবেন্দ্র ; চক্ষুষ্মান্; পবিত্র; কনিষ্ঠ; ভ্রাতা; বৃদ্ধ নামে দেবতাদিগের গণ; অগ্নিবাহু; শুচি; শুক্র; মাধব; শিব; অভিজিৎ; শ্বাস; ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন; উরগ;তীব্র;ব্রধ্নাদি সেই মনুর সুতগণ ক্ষিতী-

শ্বর হইবেন। এই আমি তোমাকে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের বিবরণ এবং যাঁহারা পৃথিবী পালন করিয়াছেন ও করিবেন, সেই রাজগণের বৃত্তান্ত মনুগণ, সপ্তর্ষিগণ; দেবর্ষিগণ,ভূপালগণ এবং ইন্দ্রাদি অধিকারিগণের বিবরণ সমস্তই কহিলাম। সহস্র সর্গ পর্য্যন্ত (সৃষ্টি পর্য্যন্ত) দিবসকাল চলিতেছে; পরে তাবৎকাল পর্য্যন্ত নিশা হইবে। সমুদ্র সংপ্লবে অখিল ত্রৈলোক্যমণ্ডল পরিগ্রস্ত হইবে,তখন আদিকৃৎ সর্ব্বভূতস্বরূপ ভগবান্ বিভু ব্রহ্মরূপধারী জনার্দ্দন নিজমায়া আশ্রয় করিয়া শেষনাগোপরি শয়ন করিবেন। তদনন্তর পুরুষোত্তম হরি জাগরিত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ যুগব্যবস্থা এবং সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ করিবেন। এই আমি তোমার নিকট মনুগণের, সুরগণের, মনুপুত্রগণের, ভূপগণের, ঋষিগণের বৃত্তান্ত সমস্তই কহিলাম। হে দ্বিজ ভরদ্বাজ! এই সমস্তই সেই স্থিতিশীল মর্য্যাদায় অবস্থিত জনার্দ্দনের ঐশ্বর্য্য বলিয়া জানিবেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অতঃপর শ্রোতৃদিগের পাপবিনাশি সোম সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের শুভকর ও মনোহর বংশানুচরিত আমি তোমার নিকট বর্ণন করিব। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট সূর্য্যবংশোদ্ভব মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু নৃপতির নাম নির্দ্দেশ করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার চরিত আমার নিকট শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে পৃথ্বীতলে, সরযূতীরে অযোধ্যানামে, মহা-

সমৃদ্ধিসম্পন্না সুশোভনা এক দিব্যা নগরী ছিল। রমণী, পণ্ডিত, সাধু, হস্তী; অশ্ব; রথ; পত্তি এবং কল্পদ্রুমসম দানশীল পৌরগণে এবং প্রাকার; প্রতোলী; কাঞ্চনদ্রুমোপম তোরণদ্বারা ঐ পুরী আমরাবতীকেও অতিক্রম করিয়াছিল। উহা সর্ব্বত্রই চতুষ্পথে সুবিভক্ত হইয়া বিরাজমানা হইল। প্রাসাদসকল অত্যুচ্চ ও মনোরম। বহুতর ভাণ্ডভাজন তথায় বিক্রীত হইতে লাগিল। প্রফুল্লিত পদ্মোৎপলযুত সলিলশোভিবাপীতড়াগগণে তাহার শোভা সম্বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। সুশোভিত দিব্য দেবায়তন, বেদশব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল। বীণা; বেণু; মৃদঙ্গ; মুরজরবে তত্রত্য জনগণের মানস মোহিত হইতে লাগিল। ঐপুরী শাল;তাল; নারীকেল; পলাশ; অমল; ক্রমুক;জম্বুক; অশোক; অশ্বত্থ; কপিত্থাদি বৃক্ষগণে এবং মনোরম আরাম বনে সুশোভিতা হইল। উহা, সকল ঋতুর পুষ্পফলে নিরন্তর বিরাজিত ছিল; নলিনীগণ নিয়তই প্রফুল্লিত কমলকুলে উহার সুষমা বিস্তার করিত। মল্লিকা; মালতী; জাতি;পাটল; নাগচম্পক; করবীর; কর্ণিকার; কেতকী কুরুবকাদি পুষ্পগণে অলঙ্কৃতা এবং কদলী; জাতিকদলী; মাতুলঙ্গাদি উৎকৃষ্টফলে এবং রক্তবর্ণসুগন্ধাঢ্য নাগরঙ্গে সুশোভিতা ছিল। গীতবাদ্য-বিচক্ষণ; নিত্যপ্রমুদিত; দিব্যাকৃতি; উৎপললোচন নরনারী-গণ বসতি করিয়া অযোধ্যার শোভা সমৃদ্ধি সম্বর্দ্ধিত করিত। ঐ পুরী নানাবিধ জনপদে আকীর্ণা এবং ধ্বজ পতাকায় পরিশোভিত হইয়া ইন্দ্রপুরীকেও উপহাস করিয়াছিল। দেবতুল্য শোভযুক্ত নরপতিগণ; সুরূপধারিনী বরনারীগণ; সুরগুরুতুল্য

সুকবি দ্বিজবরগণ; কল্প বৃক্ষোপম পৌরগণ; ঐ পুরীর মহিমা ও গৌরব বিস্তার করিয়াছিল। উচ্চৈঃশ্রবাসম অশ্ব ও দিগ্‌-গজোপম মাতঙ্গ এবং এবম্বিধ বহুতর মনোহর ও মহামহিম পদার্থ দ্বারা ইন্দ্রপুরীসম গৌরব ধারণ করিল। পূর্ব্বে সেই অযোধ্যানগরী নিরীক্ষণ করিয়া, নারদঋষি শতমধ্যে শ্লোক উচ্চারণ করিয়া কহিয়াছিলেন যে; পদ্মযোনি ব্রহ্মার স্বর্গ সৃষ্টি বৃথা হইল; যেহেতু অযোধ্যা স্বর্গ হইতে অধিকতর কর্ম্মভোগসমন্বিতা হইয়াছে।

সেই অযোধ্যা নগরীতে বাস করিয়া, অভিষিক্ত মহাবল মহীপতি ইক্ষাকু সর্ব্ব ভূপালগণকে জয় করিয়া বশে আনয়ন করিলেন। মণি মাণিক্যমুকুটবিরাজিত মণ্ডলেশ্বরগণ (১) ভক্তি ও ভয়দ্বারা তদীয়পদে এতাবৎ প্রণাম করিত; যে তদ্দ্বারা তাহাতে কীণ জন্মিয়াছিল (২)। ইক্ষাকুর বল অক্ষত এবং তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। তিনি সূর্য্য সদৃশ প্রতাপবান্, তেজঃ, তাঁহার অস্ত্রেরই সদৃশ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত থাকিয়া সেই ধর্ম্মাত্মা নিয়তই ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণা এই পৃথিবী পালন করিতেন। বলশালী মহীপাল ইক্ষাকু; সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা অখিল অরিনৃপগণকে সমরে পরাজয় করিয়া তদনন্তর তাঁহার রাজ্যমণ্ডল হরণ করিতেন। সেই প্রতাপবান্ রাজা বিবিধ দান এবং ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা পরলোক জয় করিয়া-

---

(১) এক এক সুবিস্তৃত মণ্ডলময় বিভাগের অধিপতিগণ।

(২) কিণ গাঁটা।

ছিলেন। তিনি বাহুযুগলে বসুধা, জিহ্বাগ্রদ্বারা সরস্বতী এবং ভক্তিযুক্ত চিত্ত দ্বারা মাধবকে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি কি শয়নে, কি উপবেশনে, নিয়তই পিতাম্বর হরির রূপ ভাবনা করিতেন। তিনি নির্ম্মল চিত্রপটে পুণ্ডরীকাক্ষের রূপ চিত্রিত করিয়া নিরীক্ষণ করিতেন।

তিনি কালত্রয়ে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, তৎপরে চিত্রপটে তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া, আপনার মনোরঞ্জন করিতেন। কৃষ্ণমেঘাভ, ভুজগেন্দ্রভোগনিবাসী, পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতাম্বর কৃষ্ণকে স্বপ্নেও সন্দর্শন করিতেন। তিনি, কৃষ্ণবর্ণ মেঘে যেরূপ যত্নাতিশয় এবং কৃষ্ণ নামে যেরূপ পক্ষপাতিতা কৃষ্ণমৃগ এবং কৃষ্ণপদ্মেও সেইরূপ যত্নাতিশয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দিব্যাকৃতি কৃষ্ণকায় রঙ্কুমৃগ, তাঁহারই যত্নে তাঁহার সম্মুখগত হইতে লাগিল। সেই পার্থিবসত্তমের তৃষ্ণা এইরূপে সম্বর্দ্ধিত হইল। তৃষ্ণা সম্বর্দ্ধিতা হইলে মতিমান্ নৃপতি চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাজ্যভোগ অসার। গৃহ, দার, সুত, ক্ষেত্র, এই সমস্ত বস্তুই দুঃখপ্রদ; বৈরাগ্যজ্ঞানের সদৃশ উৎকৃষ্ট বস্তু জগতে আর নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া ইক্ষ্বাকু তপস্যায় আসক্তচিত্ত হইলেন এবং পুরোহিত বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন তপস্যার উপায় কিরূপ? হে মুনে! আমি তপোবলে দেবেশ, অজ, নারায়ণ ব্রহ্মকে সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছি আমাকে তপস্যার উপায় নির্দ্দেশ করুন। সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত, সর্ব্বজ্ঞ, বশিষ্ঠ ঋষি তপস্যায় আসক্তচিত্ত সেই নৃপতিকে কহিলেন মহারাজ! যদি আপনি পরাৎপর নারায়ণকে দর্শন করিবার অভিলাষ করিতেছেন,

তবে আপনি নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া উত্তমরূপে তপস্যার আচরণ করুন। কোনও ব্যক্তি তপস্যা না করিয়া দেব-দেব জনার্দ্দনকে দেখিতে পায় না, অতএব আপনি তপস্যা দ্বারা কেশবের আরাধনা করুন। পূর্ব্বদক্ষিণ দিগ্‌ভাগে সরযূতীরে, গালবাদি মুনিগণের আশ্রম, এখান হইতে পঞ্চ-যোজন দূরে অবস্থিত, সেই তপোবন নানাবিধ তরুলতাদি দ্বারা আকীর্ণ এবং নানাবিধ কুসুমরাজি বিরাজিত। হে মহারাজ! সুযোগ্য মহাপ্রাজ্ঞ নিজ মন্ত্রির উপর রাজ্য-ভার বিন্যস্ত করিয়া অগ্রে তথায় কর্ম্মকাণ্ডের আচরণ কর।

হে অনঘ! এখান হইতে গমনানন্তর তদনুসারে গণা-ধ্যক্ষ বিনায়কের স্তব করিয়া সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক পশ্চাৎ তপোনুষ্ঠান করিও। তপস্বীবেশ ধারণ করিয়া শাক ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণ দেবে ধ্যানপর হইয়া সত-তই মূলমন্ত্র জপ করিবে। 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই সিদ্ধিকর দ্বাদশাক্ষর নামক মন্ত্র জপ করিয়া পুরাতন মুনিগণ পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রচিন্তক গঙ্গা চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এখনও নিবৃত্ত হন নাই। বাহ্যেন্দ্রিয়গণে হৃদয়ে নিয়মিত করিয়া সূক্ষ্ম পরমাত্মায় মানস সংস্থাপন পুরঃসর মন্ত্র জপ করিলে, মধুসূদনকে দেখিতে পাইবেন। এই আমি তোমাকে হরি-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ তপস্যার উপায় জিজ্ঞাসিত হইয়া কীর্ত্তন করিলাম; হে ভূপ! যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহার আচরণ কর। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্টকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া

সেই রাজবর্য্য (১) ইক্ষ্বাকু মন্ত্রিবরে রাজ্যসমর্পণপূর্ব্বক তপস্যায় স্থিরনিশ্চয় হইয়া নিজমানসে গণপতির স্তুতি করিতে করিতে নিজপুর হইতে নির্গত হইলেন।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে মহামতে সূত! তপশ্চরণে উদ্যত সেই মহাত্মা মহীপতি কিরূপে গণপতির স্তব করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। সেই নৃপোত্তম তীর্থস্থানে চতুর্থীর দিন অভোজী থাকিয়া রক্তাম্বর-পরিধান ও রক্তগন্ধানুলেপন এবং রক্তকুঙ্কুম ধারণপূর্ব্বক ভক্তিমান্ হইয়া বিনায়কের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া রক্ত চন্দন ও গন্ধানুলেপন, রক্তপুষ্প ও রক্তগন্ধ দ্বারা পূজা করিলেন। তদনন্তর ধুপ, রক্তচন্দন, নৈবেদ্য ও পবিত্র ঘৃত প্লুত শত খণ্ড প্রদান করিয়া শঙ্করের পূজা সমাপনপূর্ব্বক বিনায়কের স্তব করিতে লাগিলেন।

ইক্ষ্বাকু কহিলেন, মহাদেবকে নমস্কার করিয়া আমি সেই বিনায়কের সন্তোষ সাধন করিতেছি। পূর্ব্বে সৈনাপত্যে অভিষেককালে কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যিনি যশোধর, পুণ্যশীল, ব্রহ্মচারী স্কন্দকর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছিলেন, সেই বিনায়ক গণপতিকে নমস্কার করি। মহাগণপতি, শূর, অজিত, জয়বর্দ্ধন, একদন্ত, দ্বিদন্ত, চতুর্দ্দন্ত, চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, শূল-

---

(১) রাজশ্রেষ্ঠ।

হস্ত, রক্তনেত্র, বরপ্রদ, আম্বিকেয়, শঙ্কুকর্ণ, প্রচণ্ড, চণ্ড-নায়ক আরক্তদন্তী, বহ্নিবক্ত্র, হুতপ্রিয়, যিনি অর্চ্চিত হইয়া নরগণের সর্ব্বকার্য্যে বিঘ্নবিনাশন করেন, সেই ধনাধ্যক্ষ ভীমরূপী, উগ্র, উমাপুত্রকে নমস্কার করি। মদমত্ত, বিরূ-পাক্ষ, ভববক্ত্রসমুদ্ভব, কোটীসূর্য্যপ্রতীকাশ, দলিতাঞ্জনচয়াভ, বুধ, সুনির্ম্মল, শান্ত, বিনায়ককে নমস্কার করি। গজরূপ-ধারী গণপতিকে প্রণাম করি; মেরুমন্দররূপ কৈলাসবাসী গণপতিকে প্রণাম করি। বিরূপ, স্বরূপ, ব্রহ্মচারী, ভক্ত-স্তুত, বিনায়কদেবকে নমস্কার করি। আপনিই পুরাকালে সমস্ত দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মাতঙ্গরূপ ধারণ করিয়া নিখিল দানবনিচয়কে ত্রাসিত করিয়াছিলেন এবং ঋষিগণের ও দেবগণের নায়কত্ব প্রকাশিত করিয়া সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা জগৎ আপূরিত করিয়াছিলেন। নিয়তচিত্ত ও নিয়তাহার হইয়া রাক্তম্বর পরিধান পূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত রক্ত-চন্দন; রক্তপুষ্প ও বারি দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা বা এক সন্ধ্যা সর্ব্বজ্ঞ, কামরূপী, গণাধ্যক্ষের নিয়ত অর্চ্চনা ও জপ করিলে রাজা রাজপুত্র বা রাজমন্ত্রী, রাজ্যাঙ্গসহিত রাজ্য এই সমস্তই নির্ব্বিঘ্ন হয়। হে বিঘ্ননাশন! ভক্তিপূর্ব্বক আমাকর্ত্তৃক এই-রূপ স্তুত বিশেষতঃ পূজিত হইয়া আপনি আমার তপস্যার বিঘ্ন বিনাশ করুন। সমস্ত তীর্থস্নানে যে ফল এবং অখিল যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল; দেবদেব গণপতিকে স্তব করিয়া মানব, সেই সমস্ত ফলই লাভ করিতে পারে এবং কখন তাহার বিপদ উপস্থিত বা পরাভব হয় না। গণপতির প্রতি যে মানব নিয়তই ভক্তিমান তাহার কখন কোনও কার্য্যে বিঘ্ন হয় না

এবং সে জাতিস্মর হয়। যে ব্যক্তি নিত্য নিত্য এই গণপতি স্তোত্র পাঠ করে, সে ছয় মাসে বরপ্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বোৎসবে সিদ্ধিলাভ করে; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

সূত কহিলেন হে দ্বিজোত্তম! রাজা ইক্ষাকু পূর্ব্বে এইরূপে গণপতির স্তুতি করিয়া তাপসবেশ ধারণপূর্ব্বক তপস্যা করিবার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। সেই নৃপোত্তম ভুজঙ্গকঞ্চুকসদৃশ বহুমূল্য বসন বিসর্জ্জন করিয়া কটিদেশে কঠিন তরুত্বচ্ এবং রত্নাঙ্কুরবিদ্ধ বলয়াভরণ ব্যপনয়ন পূর্ব্বক করে সুশোভিনী পদ্মাক্ষমালা এবং হেমরত্নসুশোভিত সমুজ্জ্বল মৌলিমুকুট পরিহার করিয়া উত্তমাঙ্গে জটাকলাপ ধারণ করিলেন। এইরূপে তপস্বী বেশ ধারণ করিয়া বশিষ্ঠোক্ত তপোবনে প্রবেশ পূর্ব্বক শাকমূল ফলাহারী হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাতপা নৃপতি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির (১) মধ্যগত হইয়া তপস্যা করিতেন বর্ষাকালে নিরাশ্রয় হইয়া এবং হেমন্তকালে সরোবরে অবগাহন করিয়া অবস্থান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে হৃদয়ে নিয়মিত করিয়া এবং নারায়ণে মানস নিবেশন পূর্ব্বক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নৃপতি চতুর্ম্মুখ পদ্মযোনিকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখিয়া ভক্তিভাবে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তুতি দ্বারা পরিতোষিত

---

(১) চারি কোণে করীষাদি দ্বারা চারি অগ্নিরাশি প্রজ্জলিত করিয়া তন্মধ্যভাগে উপবেশন করিতে হয়, মধ্যাহ্নে সূর্য্য মস্তকোপরি অবস্থান করেন, তাহাতেই পঞ্চাগ্নি হয়।

করিলেন। হে ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মায়ক! হে হিরণ্যগর্ভ! হে সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদিন্ চতুরানন! তোমাকে প্রণাম করি। জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি এইরূপে পরিতুষ্ট হইয়া পরিত্যক্তরাজ্যসুখ, প্রশান্ত, তপস্যানিরত নৃপতিকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! লোকপ্রকাশক সূর্য্য তোমার পিতামহ, তোমার পিতা মনু সমস্ত মুনিগণেরও মাননীয়। তোমার পিতা ও পিতামহ সর্ব্ববিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া নিস্পৃহ হইয়াছেন। হে মহাদ্যুতে! হে নরপতে! তুমি সমস্ত নরপতিগণের অগ্রগণ্য হইয়া রাজ্যভোগ পরিহার পূর্ব্বক কি নিমিত্ত বিজনবনে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছ, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। নৃপতি প্রজাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, তপশ্চরণবলে শঙ্খচক্রগদাধর মধুসূদনের দর্শনবাসনা করিয়া তপোব্রহ্মের অনুষ্ঠান করিতেছি। পদ্মজন্মা প্রজাপতি তচ্ছ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া রাজাকে কহিলেন, তুমি তপস্যা দ্বারা বিভু বিশ্বেশ্বর নারায়ণের দর্শনলাভ করিতে পারিবে না। মাধব, ভবৎসদৃশ ব্যক্তিগণের দর্শনীয় নহেন ইহা জানিয়া তুমি তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও। মাদৃশ ব্যক্তিগণও ক্লেশনাশন কেশবের দর্শন প্রাপ্ত হন না। আমি তোমাকে এবিষয়ে পুরাতনী পুণ্যকথা কহিতেছি শ্রবণ কর।

প্রলয়কালে, কমলেক্ষণ কমলাপতি, লোকসকল সংহার করিয়া, অনন্তভোগ শয়নে সনকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলেন। তিনি সুপ্ত হইলে তাহার নাভিদেশ হইতে এক মহৎপদ্ম সমুদ্ভূত হইল। হে

মহারাজ! সেই পদ্মে পূরাকালে বেদজ্ঞ আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। জন্মগ্রহণ করিয়া অধোদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, অনন্তভোগ পর্য্যঙ্কে শয়ান সহস্রফণমধ্যস্থিত, অতসীপুষ্পসঙ্কাশ, পীতবাসা, অনন্ত দিব্যরত্নবিভূষিতাঙ্গ মুকুটাটোপমস্তক, ভিন্নাঞ্জননিভ, দীপ্যমান ভগবান্ কমল-লোচন হরি, আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন। ক্ষণমাত্র দর্শন করিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। হে নৃপ-সত্তম! তাহাতে আমার মন অত্যন্ত দুঃখাবিষ্ট হইল। অনন্তর কৌতূহলবশে আমি সেই সুমহৎপদ্ম হইতে জলে অবতরণপূর্ব্বক অনাময় নারায়ণকে যত্নপূর্ব্বক অন্বেষণ করিয়া সলিলমধ্যে দর্শন পাইলাম না। পরিশ্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেই পদ্ম আশ্রয় করিয়া চিন্তান্বিত হইলাম। বাসুদেবের সেই রূপ সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত মহৎতপের আচরণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর অন্তরীক্ষে অশরীরিণী আকাশবাণী উচ্চারিত হইল। হে ব্রহ্মন্! তুমি বৃথা কেন এখন ক্লেশ পাইতেছ; ভগবান্ বিষ্ণু মহতীতপস্যা দ্বারাও তোমার দর্শনীয় হইবেন না। যদি তুমি তাঁহাকে দর্শন করিতে বাসনা কর, তবে তাঁহার আজ্ঞায় সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। নাগপর্য্যঙ্ক থট্টে শার্ঙ্গধরের বিশুদ্ধ স্ফটিকতুল্য দীপ্তিমান ভিন্নাঞ্জননিভ যে রূপ দর্শন করিয়াছিলে, যদি তদ্বিধরূপ দর্শনে বাসনা থাকে, তবে বিমানস্থিতপ্রতিমাদ্বয়ে আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেইরূপ চিন্তাকর, তবে মাধবকে দেখিতে পাইবে। হে রাজন্! আমি সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া অনুত্তম তপশ্চর্য্যা পরিহার পুরঃসর ভূতগণের সৃষ্টিকার্য্য নিযুক্ত হই-

লাম। অনন্তর আমার মানস হইতে প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা আবির্ভূত হইলেন, তিনি অনন্ত এবং কৃষ্ণের সুশোভন বিমানস্থিত প্রতিমাযুগল, নির্ম্মাণ করিলেন; আমি পূর্ব্বে জলে যেরূপ রূপ দেখিয়াছিলাম, ইহাও অবিকল সেইরূপ। অনন্তর আমি সেই প্রতিমাদ্বয়ে ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে মুক্তিপ্রদ, নির্বিকার ক্রিয়াত্মক অনুত্তম জ্ঞান লাভ করিলাম। আমি তোমাকে সেই কেশবের ও অনন্তের মন্দিরস্বরূপ বিমান প্রদান করিব। এক্ষণে তুমি এই ঘোর তপশ্চরণ, বিসর্জ্জন করিয়া সত্বর নিজনগরী প্রতি গমন কর। প্রজাপালনই রাজাদিগের পরম ধর্ম্ম ও পরম তপস্যা। আমি তোমাকে দ্বিজগণ সমন্বিত দিব্য বিমান প্রেরণ করিব। তুমি রাজধানী গমন করিয়া রাজ্যরক্ষার্থ ও আপন কল্যাণের নিমিত্ত সেই স্থানে অহিশয়ান অনন্তদেব নারায়ণের আরাধনা কর। এবং নিষ্কাম হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন দ্বারা তাঁহার প্রীতি সাধন কর। তদ্দ্বারা বাসুদেব প্রসন্ন হইবেন এবং তাহাতেই আপনার মুক্তিলাভ হইবে। তাঁহাকে এরূপ কহিয়া পিতামহ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

হে দ্বিজ ভরদ্বাজ! ইক্ষ্বাকু, পদ্মযোনির বাক্য চিন্তা করিয়া তথায় অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর মহীপতির পুরোভাগে বিরিঞ্চিদত্ত দ্বিজান্বিত কেশব ও অনন্তের শোভমান দিব্যবিমান আবির্ভূত হইল। তাহা দেখিয়া নরপতি ভক্তিপূর্ব্বক পুরুষোত্তমকে এবং ঋষি ও বিপ্রগণকে নমস্কার করিয়া তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক পুরী প্রস্থান করিলেন। পৌর-

জনগণ এবং নাগরীগণ, লাজবর্ষণ করিতে করিতে রাজাকে অট্টশোভা সমন্বিত রাজভবনে আনয়ন করিলেন। রাজা আপন সুবিস্তৃত মন্দির মধ্যে, শোভমান বৈষ্ণব বিমান সংস্থাপনপূর্ব্বক সেই দ্বিজগণ দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। শোভনাঙ্গী মহিষীগণ হরিচন্দন ঘর্ষণ করিয়া এবং দিব্যগন্ধ বিশিষ্ট মালা গ্রন্থন করিয়া তাঁহার প্রীতি সঞ্চয় করিতে লাগিল। পৌরগণ কৃষ্ণে শ্রীখণ্ড, কুঙ্কুমাক্ত, অগুরু; বস্ত্র; মহীসাখ্য গুগ্‌গুলু; বিষ্ণুযোগ্য পুষ্প প্রদান করিয়া রাজার প্রীতিপাত্র হইতে লাগিল। রাজা বৈষ্ণবস্তোত্র; জপও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পরমভক্তি সহকারে বিমানস্থিত হরির ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিতে লাগিলেন। এবং সংগীত কাহালশব্দ; শঙ্খবাদিত্রবাদন; নিশিজাগরণ; ঈক্ষণ; শাস্ত্রোক্ত ব্রতাদি দ্বারা দীর্ঘকালব্যাপি হরির উৎসব করাইতে লাগিলেন। নিষ্কাম দান ধর্ম্মের আচরণ করিয়া ইক্ষ্বাকু পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। যজ্ঞানুষ্ঠান পৃথিবীপালন কেশবার্চ্চন ও পিতৃগণের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কলুষ ব্রহ্মের ধ্যান পরায়ণ হইয়া পরম বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইলেন।

সেই রাজা ইক্ষ্বাকু; অনন্তদুঃখসাগরস্বরূপ সংসার পরিহারপূর্ব্বক বিমল; বিশুদ্ধ; বিশোক; অজ; সম; সদানন্দ; চিদাত্মক বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইলেন।

———

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন; ইক্ষ্বাকুর বিকুক্ষি নামে পুত্র; মহর্ষিগণ দ্বারা পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া; ধর্ম্মতঃ পৃথিবীপালন পুরঃসর; বিমানস্থ; অনন্তভোগশয়ান অচ্যুতের আরাধনা করিয়া; যাগানুষ্ঠানে দেবতাগণের প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক আপন পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তিনি নিজতেজে বিভ্রাজমান হইতেন বলিয়া; পৃথিবীতলে স্ববাহুদ্যোত শব্দে প্রথিত হন। ধর্ম্মানুসারে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীপালন; পরমাভক্তিরদ্বারা নারায়ণের প্রীতি উৎপাদন এবং নিষ্কামমানসে ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের তৃপ্তিসম্পাদন করিয়া;নিয়ত নিরঞ্জন; শান্ত নির্ব্বিকল্প; পরজ্যোতিঃ;অমৃতাখ্য পরমাত্ম ব্রহ্মের ধ্যানানন্তর তাহাতেই লীন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বেণ; বেণের পৃথু; পৃথুর পৃথ্বাশ্ব;পৃথ্বাশ্বের অসংহতাশ্ব; পুত্র উৎপন্ন হয়। এই নৃপতি চতুষ্টয় ভূরিতেজা-ছিলেন ; ক্রমে ধর্ম্মতঃ রাজ্যপালন করিয়া; বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবগণের প্রীতি উৎপাদন এবং হরির আরাধনা করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। অসংহতাশ্বের মান্ধাতানামে পুত্র মহর্ষিগণ দ্বারা রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি স্বভাবতই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন; তদনুসারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অনন্তশয়ান অচ্যুত নারায়ণের আরাধনা এবং সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী পরিপালন করিয়া ত্রিদিবগামী হইলেন। সংসারে তাঁহারই শ্লোক গীত হয় যে; –

যতদিন চন্দ্রসূর্য্য হইবে উদিত।
যতদিন স্বর্গভবে রবে প্রতিষ্ঠিত॥
যৌবনাশ্ব মন্ধাতার তাবৎ নিশ্চয়।
ঘুষিবে পবিত্রকীর্ত্তি নাহিক সংশয়॥

তাঁহার পুত্র পুরুকুৎস, তিনি দেবতা ব্রাহ্মণগণকে যাগদানাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করেন। পুরুকুৎস হইতে দৃশদ, দৃশদ হইতে অতিশম্ভু, অতিশম্ভু হইতে দারুণ, দারুণ হইতে সগর, তাঁহার ঔরসে হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে হারীত, হারীতের ঔরসে রোহিতাশ্ব, রোহিতাশ্বের ঔরসে অংশুমান অংশুমান হইতে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাত্মা মহৎ তপস্যা দ্বারা স্বর্গ হইতে অশেষক্লেশনাশিনী গঙ্গা ভূমণ্ডলে আনয়ন করিয়াছিলেন। কপিল মহর্ষির শাপনির্দ্দগ্ধ কর্করীভূত সাগরাখ্য তাঁহার পিতামহগণ গঙ্গাসলিলসংস্পর্শে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। ভগীরথ হইতে দিবোদাস, দিবোদাস হইতে সৌদাস, সৌদাস হইতে সত্রশ্রব, সত্রশ্রবাৎ অণরণ্য, অণরণ্য হইতে দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহু হইতে অজ, অজ হইতে দশরথ, তাঁহারই গৃহে রাবণবিনাশন সাক্ষাৎ নারায়ণ রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি পিতার আদেশে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করেন। তথায় রাক্ষস রাবণ, তাঁহার ভার্য্যাপহরণ করিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অনেককোটিবানরনায়ক সুগ্রীবের সাহায্যে মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধনপূর্ব্বক তদ্বারা লঙ্কায় গমন করিয়া দেবকণ্টক রাবণকে সবান্ধবে সংহার পূর্ব্বক সীতার উদ্ধার করিয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যায় আগমন করিলে, ভরত তাঁহাকে

রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাম রাজা হইয়া বিভীষণকে লঙ্কা-রাজ্য এবং বিমান সমর্পণপূর্ব্বক প্রেরণ করিলেন। বিভীষণের অনুরোধে পরমেশ্বর রামচন্দ্রও বিমানস্থ হইলেন। বিভীষণ তাঁহাকে লঙ্কায় লইয়া গিয়া বিধিমতে তাঁহার পূজা করিলেন। রাম তথায় বাস করিতে অনিচ্ছুক হইলে, চন্দ্র-পুষ্করিণীর তটদেশে বিমানস্থ রামচন্দ্রকে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে সমুদ্রে অনন্তভোগশয্যাশায়ী ভগবান্ অবস্থিত ছিলেন। বিভীষণ সেই বিমান লইয়া যাইতে অসমর্থ হইয়া রামের আদেশে লঙ্কা প্রতিগমন করিলেন। নারায়ণের সন্নিধানহেতু ঐ স্থান মহৎ বৈষ্ণবক্ষেত্র হইল, ঐ ক্ষেত্র অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়।

রাম হইতে লব, লব হইতে পদ্ম, পদ্ম হইতে ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণ হইতে অস্ত্রপাণি, অস্ত্রপাণি হইতে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদন হইতে বুদ্ধ, বুদ্ধ হইতে সূর্য্যবংশ নিবর্ত্তিত হয়। এই পুরাতন মহাবল মহীপালগণই সূর্য্যবংশের ধ্বজস্বরূপ, ইহাঁরা ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতাগণে প্রীতিসম্পাদন পুরঃসর স্বর্গলোকে গমন করেন। এই আমি সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের অনুচরিত তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, সোমবংশোদ্ভব নৃপতিগণের অনুচরিত সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

আদৌ ত্রৈলোক্যমণ্ডল একার্ণবীভূত হইলে অখিল জগৎ

কুক্ষিমধ্যে রক্ষা করিয়া অম্ভোধিসলিলগত নাগভোগ-শয়নে (১) ঋঙ্ময়, যযুর্ম্ময়, সামময়, অথর্ব্বময়, সর্ব্বময় ভগবান্ নারায়ণ যোগনিদ্রার অনুসরণ করিলেন। তিনি সুপ্ত হইলে তাঁহার নাভিদেশে এক মহৎ পদ্ম উদ্ভূত হইল; সেই পদ্মে পদ্মযোনি ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি; অত্রি হইতে অনসূয়ার গর্ভে চন্দ্রের জন্ম হয়। সোম, প্রজাপতির রোহিণী আদি অষ্টাবিংশতি কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। বিশেষ স্নেহহেতু তিনি জ্যেষ্ঠ ভার্য্যা রোহিণী-গর্ভে বুধ নামে আত্মজ পুত্র উৎপাদন করেন। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বুধ প্রতিষ্ঠান্ নামক পুরবরে বাস করিয়া ইলার গর্ভে পুরূরবা নামে পুত্র উৎপাদন করেন। পুরূরবা সাতিশয় রূপবান্ ছিলেন, সেই হেতু উর্ব্বশী স্বর্গভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুকাল তাঁহার ভার্য্যা থাকিয়া আয়ু নামে পুত্র প্রসব করেন। আয়ু ধর্ম্মতঃ রাজ্য পালন করিয়া স্বর্গ গমন করিলেন। রূপবতীর গর্ভে আয়ুর নহুষ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। নহুষ পূর্ব্বে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পিতৃমতীর উদরে নহুষের যযাতি নামে পুত্র; বৃষ্ণিগণ তাঁহার বংশধর। পুরু পৃথিবীতে ইন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। বংশদার গর্ভে পুরুর সম্পাতি নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে পৃথিবী সর্ব্বশস্যসংপূর্ণা ও সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণা ছিল। ভানুদত্তায় সম্পাতির সার্ব্বভৌম নামে পুত্র, ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালনপূর্ব্বক ভগবান্ নারসিংহের আরা-

---

(১) ভোগ—ভুজঙ্গগণের ফণ বা কায়া।

ধনা ও যাগাদির অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। বৈদেহী-গর্ভে সার্ব্বভৌমের পুত্র ভোজ; পুরাকালে বিষ্ণুর চক্র নিহত কালনেমি দানব, এই ভোজের বংশে কংস হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। বৃষ্ণিবংশে জাত বাসুদেব তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন। সেই ভোজের কলিঙ্গাগর্ভে দুষ্মন্ত; তিনি ভগবান্ নারসিংহের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে নিষ্ক-ণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়া স্বর্গলাভ করেন। শকুন্তলাগর্ভে দুষ্মন্তের ভরত নামে পুত্র; তিনি ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন পূর্ব্বক ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান ও সততই সর্ব্বদেব-ময় ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া রাজভার পরিহার পূর্ব্বক পরব্রহ্মের ধ্যানপরায়ণ হইয়া পরাৎপর বৈষ্ণব-জ্যোতিতে বিলীন হইলেন। ভরতের নন্দার উদরে অজ-মীঢ় নামক পুত্র পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নারসিংহের আরাধনা করিয়া পুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক ধর্ম্মতঃ রাজ্যশাসন করিয়া বিষ্ণুলোকে আরোহণ করেন। সুদেবী নাম্নী পত্নী-গর্ভে অজমীঢ়ের বৃষ্ণি নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ধর্ম্মানুসারে বহুবর্ষ মেদিনীশাসন করিয়া দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনপুরঃসর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেন। উগ্রসেনায় বৃষ্ণির প্রত্যশ্রবা নামে পুত্র, ধর্ম্মতঃ পৃথিবী পালন পূর্ব্বক জ্যোতি-ষ্টোম যজ্ঞ সমাপনান্তে নির্ব্বাণপদ লাভ করেন বহুরূপা গর্ভে তাঁহার শান্তনু নামে পুত্র উৎপন্ন হইল; তিনি প্রথমে দেবদত্ত স্যন্দনে (১) আরোহণ করিতে শক্ত হন নাই, পরে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(১) রথে বিমানে বা

ভরদ্বাজ কহিলেন,শান্তনু প্রথমে কিরূপে স্যন্দনারোহণে সমর্থ হন নাই, পশ্চাৎ কোথা হইতেই বা সেই শক্তি প্রাপ্ত হইলেন, তাহার বিবরণ আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করুন।

সূত কহিলেন, ভরদ্বাজ! শান্তনুচরিতসম্পৃক্ত, নরগণের সর্ব্বপাপবিনাশন পুরাবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পুরাকালে শান্তনু নারসিংহতনুর অনুরক্ত ও ভক্ত ছিলেন, নারদোক্ত বিধানে মাধবের পূজা করিতেন। তিনি একদিন নারসিংহদেবের নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করিলেন। হে বিপ্র! সেই হেতু রাজা তৎক্ষণাৎ দেবদত্ত অত্যুত্তম স্যন্দনে আরোহণ করিতে অসমর্থ হইলেন। এ কি! রথে আরোহণ করিতে করিতে সহসা কেন আমার গতিভঙ্গ হইল? রাজা দুঃখিত হইয়া এইরূপ চিন্তাকুলচিত্তে অবস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে নারদ ঋষি তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন আপনি কিরূপে কালযাপন করিতেছেন? শান্তনু কহিলেন, তপোধন! দেবদত্ত রথে আরোহণ করিতে আমার গতিভগ্ন হইতেছে কেন? ইহাঁর কারণ জানিতে পারিতেছি না। তাহা শুনিয়া নারদ ঋষি ধ্যানযোগে কারণ জানিতে পারিয়া বিনীতভাবে অগ্রস্থিত শান্তনুকে কহিলেন, আপনি রথারোহণকার্য্যে যে কোন স্থানে নৃসিংহদেবের নির্ম্মাল্য (১) লঙ্ঘন করিয়াছেন, সেই হেতুই আপনার গতি ভগ্ন হইতেছে। মহারাজ! এ বিষয়ে কারণ শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে অন্তর্ব্বেদী নগরীতে রবি নামে এক মহামতি

(১) পূর্ব্বদত্ত পুষ্পাদি।

মালাকার ছিল। সে, বাটীতে এক উপবন প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বিবিধপুষ্পপ্রসবিতরুগুল্মাদি রোপিত করিয়া বহুযত্নে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। সে ঐ উপবন পরিষ্কৃত ও পবিত্র করিয়া প্রাচীর দ্বারা বৃতি প্রদান পূর্ব্বক অন্যের অলঙ্ঘ্য করিল। তাহারই অদূরে নিজগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই নিরন্তর বাস করিত; অধিকক্ষণ অন্যত্র অবস্থান করিত না। এইরূপে সেই বুদ্ধিমান্ মালাকারের উদ্যান, মল্লিকা, মালতী, জাতি বকুলাদি নানাবিধ পুষ্পপুঞ্জে শোভমান হইল এবং ঐ পুষ্পগন্ধ পরিব্যাপ্ত হইয়া দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিয়া তুলিল। মালাকার আপন ভার্য্যার সহিত প্রতিদিন পুষ্পচয়নপূর্ব্বক প্রয়োজনমত নারসিংহের মালা প্রস্তুত করিয়া কিয়তীমালা দ্বিজগণকে সমর্পণ করিত; কিয়ৎপরিমাণ বিক্রয় করিয়া সেই মাল্যজীবী ভার্য্যা এবং আপনার ভরণপোষণ সম্পাদন করিত।

অনন্তর স্বর্গ হইতে দেবরাজনন্দন অপ্সরাগণের সহিত স্যন্দনারোহণে রজনীযোগে আগমন করিয়া সেই উদ্যান হইতে সুগন্ধাঢ্য পুষ্প সকল আহরণ করিয়া গমন করিতেন। প্রতিদিন পুষ্পসকল অপহৃত হইতেছে দেখিয়া মালাকার চিন্তা করিতে লাগিল, অলঙ্ঘ্য প্রাকারসংবৃত এই উদ্যানে প্রবেশ করিবার আর অন্য পথ নাই; রজনীযোগে সমস্ত পুষ্প অপহরণে মানবের শক্তি দেখিতে পাই না, যাহাহউক অদ্য অন্তরালে থাকিয়া প্রতীক্ষা করিব। মেধাবী মালাকার এইরূপ চিন্তা করিয়া রজনীযোগে উপবনে লুকাইয়া রহিল। দেবপুত্র পূর্ব্ববৎ

আগমন করিয়া পুষ্পসকল গ্রহণ করিয়া গমন করিল। মাল্যজীবী তাঁহাকে দেবতা দেখিয়া দুঃখিত হইল। অনন্তর মালাকার নিদ্রাগত হইয়া স্বপ্নে নৃসিংহদেবকে দর্শন করিল এবং তাঁহার বাক্যও শ্রবণ করিল যে হে পুত্রক! তুমি আমার নির্ম্মাল্য আনিয়া পুষ্পারামবনের মধ্যে নিক্ষেপ কর। নচেৎ সেই দুষ্ট ইন্দ্রপুত্রের নিবারণের উপায়ান্তর নাই। বুদ্ধিমান্ মালাকার নারসিংহের এই বাক্য শ্রবণে জাগরিত হইয়া তাঁহার নির্ম্মাল্য আনয়নপূর্ব্বক যথাকথিত রূপে নিক্ষেপ করিল। দেবপুত্রও পূর্ব্ববৎ অলঙ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া আগমন পূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং পুষ্পরাশি চয়ন করিয়া সেই নিক্ষিপ্ত নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করিলেন। অনন্তর তাঁহার রথারোহণকার্য্যে আর শক্তি হইল না। সারথি কহিল, আপনি রথে আরূঢ় থাকিয়া নারসিংহের নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করিয়াছেন; তজ্জন্যই রথারোহণে যোগ্যতা নাই। আপনি এই স্থানেই অবস্থিতি করুন, আমি স্বর্গে গমন করিতেছি। সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া মতিমান্ হরিনন্দন কহিলেন, ভদ্র! যে কর্ম্ম দ্বারা আমার পাপের মোচন হয়, তুমি তাহা আমাকে কহিয়া সত্বর স্বর্গারোহণ কর।

সারথি কহিল, কুরুক্ষেত্রে রামযজ্ঞে গমন করিয়া দ্বাদশ বৎসর প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজগণের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন কর, তবে আপনি নিষ্কল্মষ (১) হইবেন। এইরূপ কহিয়া দিয়া সারথি দেবসেবিত দ্যুলোকে গমন করিল।

---

(১) নিষ্পাপ।

ইন্দ্রপুত্র সারস্বততটে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া রামযজ্ঞে দ্বিজগণের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি কে? প্রতিদিন উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন কর, তুমি এক দিনও ভোজন কর না, অথচ এখানে নিয়ত বাস করিতেছ; ইহাতে আমাদের আত্যন্তিকী আশঙ্কা হইতেছে। ইন্দ্রতনয় বিপ্রগণের ঐরূপ বাক্য শ্রবণে যথানুক্রমে বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক ত্রিদিবপুরে গমন করিলেন।

সেই হেতু হে ভূপাল! আপনিও আদর পূর্ব্বক রামের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করুন। হে রাজন্! ব্রাহ্মণের পর সর্ব্বপাপবিনাশক দেবতা আর নাই। এইরূপ করিলে আপনারও দেবদত্ত স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক গমনে সামর্থ্য হইবে। হে মহীপাল! এইরূপ প্রায়শ্চিত্তেই ইহার শোধন হইবে। অতঃপর আর আপনি নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করিবেন না।

এইরূপে মহীপাল শান্তনুর রথারোহণে প্রথমে অশক্তি ও পশ্চাৎ শক্তি জন্মিয়াছিল।

এই আমি তোমাকে নির্ম্মাল্য লঙ্ঘনের দোষ এবং দ্বিজগণের উচ্ছিষ্টমার্জ্জনজন্য পুণ্যোৎপত্তির বিবরণ কহিলাম। যে মানব শুচি ও সমাহিতচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজগণের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করে, সে পাপবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বহুতর গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, যোজনগন্ধারগর্ভে শান্তনুর পুত্র বিচিত্র-বীর্য্য; তিনি হাস্তিনপুরে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজা-পালন পুরঃসর যাগদ্বারা দেবগণকে এবং শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃ-গণকে সন্তৃপ্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। অম্বালিকায় বিচিত্রবীর্য্যেরপুত্র পাণ্ডু। তিনিও রাজধর্ম্মে প্রজালন পুরঃ-সর, মুনিশাপে শরীর পরিহার করিয়া জাতপুত্র হইয়া দেব-লোক প্রাপ্ত হইলেন। সেই পাণ্ডুর কুন্তীদেবীর গর্ভে অর্জ্জুননামে পুত্র জন্মলাভ করে। তিনি মহতীতপস্যাদ্বারা শঙ্করের সন্তোষসাধন পূর্ব্বক পাশুপত অস্ত্রলাভ করেন এবং ত্রিপিষ্টপাধিপতি ইন্দ্রের শত্রু নিবাতকবচগণকে হনন করিয়া, অগ্নির যথারুচি খাণ্ডববন নির্দহনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দিব্য বরলাভ করিলেন। অন-ন্তর দুর্য্যোধন রাজ্যহরণ করিলে, ধর্ম্মপুত্র ভীম নকুল সহদেব ও দ্রৌপদীর সহিত বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাসের আচরণ করিয়া, গোগৃহে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ দুর্য্যোধনাদি মহাবীরগণকে পরাজিত করিয়া অপহৃত গোধনগণের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত বিরাটরাজকৃত পূজা গ্রহণ পুরঃসর বাসু-দেবের সহিত কুরুক্ষেত্রে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত বহুতর যুদ্ধ করিয়া, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, কর্ণাদি ভূরিপরাক্রম ক্ষত্র-গণেরও নানা দেশাগত অনেক রাজপুত্রগণের সহিত দুর্য্যো-ধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত

হন এবং ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত স্বর্গারোহণ করেন। সুভদ্রাগর্ভে অর্জ্জুনের অভিমন্যু নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারত যুদ্ধে চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রবেশ পুরঃসর বহুতর ভূপতিগণের নিধনসাধন করেন। উত্তরা গর্ভে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ; তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া মৃগয়ার নিমিত্ত গহনে গমনপূর্ব্বক ঋষিপুত্র শৃঙ্গিকর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হন। তিনি ধর্ম্মতঃ পৃথিবী-পালনপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করেন। মাতৃবতীর উদরে পরী-ক্ষিতের জনমেজয় নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জনমেজয় ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রশমনের নিমিত্ত ব্যাস শিষ্য বৈশ, স্পায়নের নিকট হইতে মহাভারত শ্রবণ করেন। তিনি রাজধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়াছিলেন। জনমেজয়ের পুষ্পবতীর উদরজাত শতানীকনামে পুত্র, ধর্ম্মতঃ প্রজাপুঞ্জের পালনানন্তর সংসারদুঃখে বিরক্ত ও শৌনকের উপদেশে নিষ্কাম হইয়া ক্রিয়া যোগদ্বারা সকল লোকনাথ বিষ্ণুর আরাধনা পূর্ব্বক বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন। শতানীকের ফলবতী নাম্নী কামিনী গর্ভে সহস্রানীক পুত্র উৎপন্ন হয়। তিনি বাল্য-কালেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নারসিংহদেবে সাতিশয় ভক্তিমান হইয়া উঠিলেন। সেই ভক্তিমানের চরিত পরে বর্ণন করিব। মৃগবতী যুবতীর উদরে সহস্রানীকের উদয়ন নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ধর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক প্রজাপালন করিয়া যাগদ্বারা নারায়ণের আরাধনানন্তর স্বর্গ-পুর প্রাপ্ত হইলেন। বাসবদত্তার উদরে উদয়নের নরবাহন নামে নন্দন জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ন্যায়তঃ রাজ্যপালন

করিয়া ত্রিদিবপুরী প্রাপ্ত হইলেন। অশ্বমেধদত্তা নাম্নী পত্নীগর্ভে নরবাহনের এক পুত্র হয়; তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালন পূর্ব্বক মোহাভিভূত জগৎ পরিহারপূর্ব্বক পুণ্য-ধাম প্রাপ্ত হইলেন।

যে মানব, শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, এই হরিভক্ত মহীপতিগণের বংশানুচরিত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সন্তানগণের সহিত বিশুদ্ধ উৎসবানন্দ অনুভব পূর্ব্বক চিরকাল সুখী হইয়া জগতীতলে বাস করিতে থাকেন।

ইতি নারসিংহ পুরাণে বংশানুচরিত কথা সমাপ্তা।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! অতঃপর আমি তোমার নিকট সমন্তাৎ পর্ব্বত ও নদীদ্বারা অকীর্ণ ভুগোলের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, শাল্মলি, পুষ্কর নামক সপ্তদ্বীপ। ইহাদের পরিমাণ পুষ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দ্বিগুণ; জম্বুদ্বীপের পরিমাণ লক্ষ যোজন। এই দ্বীপ চারিভাগে বিভক্ত। লবণ-ইক্ষু সুরা-সর্পি-দধি-দুগ্ধ স্বচ্ছোদক এই সপ্ত সমুদ্র। ইহাদের পরিমাণ স্বচ্ছোদক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে একৈকের দ্বিগুণ। এই সপ্ত সমুদ্র বলয়া-কারে সপ্তদ্বীপ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রিয়ব্রতনামে মনুর যে পুত্র সপ্তদ্বীপের অধিপতি হন, তাঁহার অগ্নীধ্র আদি

দশজন পুত্র উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে তিনজন প্রব্রজ্যাশ্রম (১) অবলম্বন করেন। অবশিষ্ট পুত্রদিগকে পিতা অগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপ মধ্যস্থ কেতুমালাদি নববর্ষ বিভাগ করিয়া দিয়া বন প্রবেশ করেন। হিমাহ্বয়ের অধিপতির ঋষভ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়; ঋষভ হইতে ভরত, ভরত দীর্ঘকাল ধর্ম্মানুসারে এই ভারতবর্ষ পরিপালন করেন। ইলাবৃতের মধ্যে স্বর্ণনাভ মহামেরুগিরি, তাহার উচ্ছ্রায় চতুরশীতিসহস্র যোজন, অধোভাগে ষোড়শসহস্র যোজন অবগাহন করিয়া রহিয়াছে, বিস্তার তাহার দ্বিগুণ। তাহার মধ্যভাগে ব্রহ্মার পুরী, পূর্ব্বভাগে অমরাবতী, অগ্নিকোণে অগ্নির তেজোময়ীপুরী, দক্ষিণে যমের সংযমনীপুরী, নৈর্ঋতকোণে নির্ঋতির ভয়ঙ্করী নাম্নী পুরী, পশ্চিমদিকে বরুণের রসাবতী, বায়ুকোণে বায়ুর গন্ধবতী, উদীচীভাগে (২) সোমের বিভাবতী পুরী বিভ্রাজমানা রহিয়াছে। নববর্ষান্বিত জম্বুদ্বীপ, পুণ্যকর পর্ব্বত পংক্তি দ্বারা এবং পবিত্রসলিলানিম্নগানিকরে সুশোভিত।

কিম্পুরুষাদি বর্ষ সকল পুণ্যবানগণের ভোগস্থান। ভারতবর্ষ চতুর্বর্ণ বিশিষ্টা সাক্ষাৎ কর্ম্মভূমি, এই স্থানেই কর্ম্ম করিয়া মানবগণ স্বর্গগমন করেন। নিষ্কাম মনুজগণ জ্ঞান কর্ম্ম দ্বারা এই স্থানেই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। হে বিপ্র! পাপকারিমানবগণ এই স্থান হইতে অধোগমন করেন। যাহারা পাপকারী, তাহারা পাতালতলে কোটি কোটি নরক ভোগ করিয়া থাকে।

(১) সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। (২) উদীচী—উত্তর।

অনন্তর কুলপর্ব্বতের বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। মহেন্দ্রগিরি, মলয়গিরি, সহ্যপর্ব্বত, শক্তিমান্ ও ঋক্ষবান্, বিন্ধ্য, পারিপাত্র এই সাতটী কুলপর্ব্বত। নর্ম্মদা, সুরসা, ঋষিকুল্যা, ভীমরথী কৃষ্ণবেন্না, চন্দ্রভাগা, তাম্রপর্ণী এই সাতটী নদী জানিবে। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা, কাবেরী এই মহানদী সকল পাপ হারিণী। জম্বুনামে বিখ্যাত এই জম্বুদ্বীপ সুশোভন ও পুণ্যপ্রদ, লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশ ভারতবর্ষ।

প্লক্ষাদিদ্বীপে জনপদ সকল পবিত্র। তত্রত্য জনগণ নিষ্কাম, স্বধর্ম্মে নারসিংহের যাগপূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া অধিকারক্ষয়ে মুক্তিলাভ করে। সেই স্থানে নদী নয়টী। স্বচ্ছোদকান্ত সপ্তোদধি এই দ্বীপ সমূহকে বেষ্টন করিয়া আছে।

তাহার পরভাগে স্বর্ণময়ী ভূমি, তৎপরে লোকালোক পর্ব্বত, তৎপরে তমঃ তৎপরে ব্রহ্মাণ্ডের অণ্ড কপাল এই ভূর্লোক; স্বর্গপর্য্যন্ত বিস্তৃত। অন্তরীক্ষ লোক, খেচরগণের বিচরণ ভূমি; তদূর্দ্ধে স্বর্গলোক। স্বর্গ মহাপুণ্য স্থান; আমি বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি, অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ভারতবর্ষে যাঁহারা পুণ্য সঞ্চয় করেন, এই স্থান তাঁহাদিগের ও দেবতাদিগের আলয়! পৃথিবীর মধ্যে অদ্রীশ্বর ভাস্বান্ হিরণ্ময় মেরুগিরি, চতুরশীতিসহস্র যোজন উচ্ছ্রায় বিশিষ্ট এবং অধোভাগে ষোড়শসহস্র যোজন অবনীতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর পরিমাণ যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ঐ পর্ব্বতও তাবৎ প্রমাণ প্রসারিত।

মেরু শৃঙ্গত্রয়ের মস্তকে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ শৃঙ্গত্রয় নানাবিধ তরুলতায় আকীর্ণ এবং বিবিধ সমুজ্জ্বল রত্নে পরিশোভিত। মধ্যম, পশ্চিম, পূর্ব্ব, মেরুর এই তিনটী শৃঙ্গ; মস্তক সমুন্নত করিয়া শোভা পাইতেছে। দুই শৃঙ্গের মধ্যভাগে মধ্যমশৃঙ্গস্ফাটিকময়, বৈদূর্য্য ও কনকে পরিশোভিত; পূর্ব্বশৃঙ্গ ইন্দ্রনীলময় এবং পশ্চিমশৃঙ্গ মাণিক্যময়। পূর্ব্বও পশ্চিম শৃঙ্গের পরিমাণ প্রত্যেকে সহস্রযোজন; মধ্যম শৃঙ্গের পরিমাণ, নিযুত যোজন। এই মধ্যম শৃঙ্গের উপরে ত্রিপিস্টপ স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা ছত্রাকৃতি, পূর্ব্ব ও পশ্চিম শৃঙ্গের প্রযুতযোজন অন্তরে অবস্থিত। মধ্যম শৃঙ্গে ত্রিপিস্টপ, নাকপৃষ্ঠ, অপ্সর, শান্তি, নির্বৃতি, আনন্দ, প্রমোদ এই সপ্তস্বর্গ; পশ্চিমশৃঙ্গে শ্বেত, পৌষ্টিক, জপ, শোভন, মন্মথ, আহ্লাদ, স্বর্গরাজ্য এই সপ্ত এবং পূর্ব্বশৃঙ্গে নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সৌভাগ্য, অতি নির্ম্মল, সৌখ্য, মঙ্গল, পুণ্যাহ এই সপ্তস্বর্গ; এইরূপে মেরু মস্তকে একবিংশতি স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

যাঁহারা অহিংসা, দান, যজ্ঞ, তপঃ এই সকল পবিত্র পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই সেই সেই স্বর্গে বাস করেন। তথাকার জনগণ ক্রোধবর্জ্জিত, জলপ্রবেশ আনন্দ অনুভব এবং বহ্নিপ্রবেশ প্রমোদপ্রকাশ ও পর্ব্বতের অত্যুচ্চ ভৃগুদেশ হইতে পতনে সুখানুভব করিয়া থাকে। সন্যাসধর্ম্মে সততই অনুরক্ত; তাঁহারা মরণান্তে ত্রিপিস্টপ স্বর্গে গমন করিয়া থাকে।

যজ্ঞকারী নাকপৃষ্ঠ অগ্নিহোত্রী নির্বৃতি, তড়াগকূপকর্ত্তা,

পৌষ্টিক, সুবর্ণদায়ী, সৌভাগ্য এবং মহাতপা ব্যক্তিগণ স্বর্গ লাভ করে। সর্ব্ববিধ জীবগণের হিতের নিমিত্ত যে মানব শীতকালে অগ্নিরাশি প্রদান করে, তিনি আপ্সরস্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। হিরণ্যদান, ভূমিদান গোদান দ্বারা যে নরগণ অহংকারশূন্য হইয়াছেন এবং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইয়া কলেবর পরিহার করিয়াছেন, তাঁহারা শান্তিনামক স্বর্গপদ প্রাপ্ত হন। রৌপ্যদান করিলে নরগণ নির্ম্মল, অশ্বদানে, পুণ্যাহ, কন্যাদানে মঙ্গল স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার, বস্ত্রদানাদি দ্বারা দ্বিজগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া শ্বেতবর্গ স্বর্গে গমন করে, তথায় গমন করিলে কোনও প্রকার শোক তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মনুজগণ পিতৃগণের উদ্দেশে কপিলাগোদান এবং বৃষভ দান করিয়া মন্মথ স্বর্গ লাভ করে। মাস মাসে নদীস্নায়ী এবং তিলধেনুপ্রদ এবং ছত্র দাতা ও উপানৎদাতৃগণ, উপশোভন স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। দেবায়তননির্ম্মাতা, দেবসেবাপর ও তীর্থযাত্রাপর নরগণ স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পূজিত হইয়া থাকে এবং একাহারী, প্রত্যহ নক্তমাত্রভোজী, উপবাসব্রতী, ত্রিরাত্রাদি ব্রতানুষ্ঠায়ী মানবগণও শান্ত শুভদ স্বর্গরাজ্য লাভ করেন। নদীস্নায়ী, জিতক্রোধ, ব্রহ্মচারী, দৃঢ়ব্রত এবং সর্ব্ববিধ প্রাণিগণের হিতনিরত ব্যক্তিগণ নির্ম্মল স্বর্গলাভ করেন। যে মেধাবী মানব বিদ্যাদান করেন, তাঁহারা নিরহঙ্কার স্বর্গ প্রাপ্ত হন। যে যে মানব যে যে স্বর্গ বাসনা করিয়া যে যে ভাবে যে যে জ্ঞান প্রদান করেন সেই সেই মানব সেই সেই স্বর্গ প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই। যিনি ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্ববিধ

দানদ্রব্য প্রদান করেন তিনি অনাময় দ্যুলোক প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে আর নিবর্ত্তিত হন না।

পশ্চিমভাগে যে শৃঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা স্বয়ং প্রজাপতি এবং পূর্ব্বশৃঙ্গে স্বয়ং বিষ্ণু ও মধ্যমশৃঙ্গে স্বয়ং মহাদেব অবস্থিতি করিতেছেন।

হে বিপ্র! অতঃপর শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমার এই সকল বাক্য শ্রবণ করুন। মেরুগিরির মস্তকে কতকগুলি বিমল ও বিপুলশৃঙ্গ উপর্য্যুপরি সংস্থিত আছে। প্রথমশৃঙ্গে কুমারগণ, দ্বিতীয়ে মাতৃগণ তৃতীয় শৃঙ্গে সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণ, চতুর্থে বিদ্যাধরগণ, পঞ্চমে নাগরাজ, ষষ্ঠে বিনতাপুত্র গরুড়, সপ্তমে দিব্যপিতৃগণ, অষ্টমে ধর্ম্মরাজ, নবমে দক্ষ, দশমে আদিত্য অবস্থিতি করেন। ভূর্লোক হইতে শতসহস্র যোজন উর্দ্ধে ভাস্করদেব বিচরণ করিতেছেন। ভূর্লোকের সহস্রযোজন অন্তরে নক্ষত্রগণসমন্বিত সৌরবিশ্ব পরিমাণে ভূর্লোকের তিন গুণ। যখন চন্দ্র ও সূর্য্যের বিভাবতী নগরীর মধ্যাহ্ন তখন ভাস্করদেব অমরাবতীতে উদিত হন। যখন অমরাবতীর মধ্যাহ্ন, তখন যমের সংযমনপুরে প্রভাকর উদিত হইতেছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। সবিতা, ধ্রুবাধার (১) রথ-অশ্বাদি দ্বারা সর্ব্বদাই মেরুগিরি প্রদক্ষিণ করিয়া দীপ্তি পাইতেছেন।

তৎপরে সোমমণ্ডল পরিমাণে সূর্য্যমণ্ডলের দ্বিগুণ। তথা হইতে শতসহস্রযোজন অন্তরে নক্ষত্রমণ্ডল। নক্ষত্রমণ্ডলের

---

(১) নিশ্চল ও অবিনাশী আধার রথাদি।

লক্ষ যোজন অন্তরে বুধের স্থান; বুধ হইতে তিন লক্ষ যোজন দূরে উশনা শুক্রাচার্য্য; তথা হইতে তৎপরিমাণ অন্তরে মঙ্গলগ্রহ অবস্থিত আছেন। মঙ্গলের দুইলক্ষ যোজন দূরে সুরগুরু বৃহস্পতির অবস্থান। তথা হইতে দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে শনৈশ্চর; শনৈশ্চর গ্রহের লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল; সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে একলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে জ্যোতিশ্চক্রের মেধীস্বরূপ (১) স্বর্ভানু (২) অবস্থিত থাকিয়া ঊর্দ্ধভাগে কিরণ বিকিরণ পূর্ব্বক যুগে যুগে ত্রিলোকের কালসংখ্যা নিরূপণ করিতেছেন।

হে মুনিকুঞ্জর! বিষ্ণুশক্তি দ্বারা প্রদীপিত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে লোকপ্রকাশক প্রভাকর জন, তপ সত্য, এই সকল লোক দীধিতি দ্বারা (৩) প্রদীপিত করিতেছেন। তমোনাশক, পাপপ্রনাশন, ত্রিভুবনভর্ত্তা সূর্য্য ছত্রবৎ একমণ্ডল হইতে দ্বিগুণ প্রমাণ ভূতনাথপ্রতিষ্ঠিত মণ্ডলান্তরে বিচরণ করিতেছেন এবং কীর্ত্তিমান্ সেই দেবপ্রবর স্বর্গে বাস করিয়া ইন্দ্রের বিষ্ণুদত্ত ত্রৈলোক্যরাজ্য লোকপালগণের সহিত ধর্ম্মতঃ প্রতিপালন ও রক্ষণ করিতেছেন।

হে ভরদ্বাজ! ইহার অধোভাগে স্বয়ম্প্রভ পাতালপুর, সেখানে সূর্য্য কিরণ বিতরণ করেন না, তথায় রাত্রি ও নিশাকর কিছুই নাই। পাতালস্থ জলরাশি দিব্যরূপ ধারণ

---

(১) মেধী—মধ্যকাষ্ঠ, মেইকাট, কেন্দ্রস্থিত কাষ্ঠাদি।

(২) রাহুগ্রহ।

(৩) কিরণ।

পুরঃসর নিজতেজে দীপ্যমান হইয়া তথায় তাপ প্রদান করে।

স্বর্লোকের উপরিভাগে কোটিযোজন আয়তনবিশিষ্ট মহল্লোক অবস্থিত আছে। যোজনপরিমাণে মহল্লোকের ত্রিগুণমণ্ডল বিশিষ্ট মুনিসেবিত পঞ্চম জনলোক তদুপরি সংস্থিত এবং তাহার উপর চারি কোটি যোজন পরিমিত তপোলোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অনন্তর পঞ্চকোটি যোজন পরিমিত সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ সত্য লোক অবস্থিত। ভুবনের উপর ভুবনোপরি সংস্থিত এই সকল লোকের আকৃতি ছত্রতুল্য প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মলোক হইতে দ্বিগুণপ্রমাণ বিষ্ণুলোক ব্যবস্থিত আছে। লোকচিন্তক মুনিগণ কর্ত্তৃক বারাহপুরাণে তাহার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। তাহার পর ব্রহ্মাণ্ডের কণ্ডকপাল। ব্রহ্মাণ্ডের পর সাক্ষাৎ নির্লেপপুরুষ অবস্থিত আছেন। তাঁহার উপাসনা করিলে জ্ঞানসমন্বিত হইয়া সুরাসুরনরগণ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন।

হে অনঘ দ্বিজবর ভরদ্বাজ! এই আমি আপনার নিকট ভূগোলের সংস্থিতির বিবরণ বর্ণন করিলাম। যে নর এই বিবরণ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সর্ব্বলোকের সংস্থিতির হেতুভূত, অপ্রমেয়, বিষ্ণু, নরদেবপূজিত ভগবান্ নৃসিংহদেব যুগে যুগে অনাদিমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া দুষ্টগণের দমনপূর্ব্বক এই অখিল বিশ্বসংসার প্রতিপালন করিতেছেন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে মহামতে সূত! সম্প্রতি শার্ঙ্গ-ধারী নারায়ণের অবতারগণের বিষয় এবং নৃপোত্তম সহস্রা-নীক চরিত শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, আপনি তাহা বর্ণন করিয়া চরিতার্থ করুন।

সূত বলিলেন, আমি তোমার নিকট, ধীমান্ সহস্রানী-কের আচরিত এবং ভগবান্ হরির অবতারগণের বিবরণ বর্ণন করিব, শ্রবণ কর।

নৃপোত্তম সহস্রানীক, দ্বিজোত্তমগণকর্ত্তৃক নিজরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। সেই সদ্বুদ্ধিশালি রাজপুত্র এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন যে, এই কলিকালে পাপিগণের তাঁহার দর্শনলাভ অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া উঠিল।

একদা তিনি মহর্ষি ভৃগুকে কহিলেন, ভগবন্! আমি দেবাধিদেব সনাতন নারসিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া আরাধনা করিতে অভিলাষ করিতেছি, তাহার বিধান সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলুন এবং দেবদেব ভগবান্ চক্রধারীর সেই সমস্ত পবিত্র ও পুণ্যকর অবতার সকল আপনার নিকট হইতে শুনিতে বাসনা করি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কৌতূহল চরি-তার্থ করুন।

ভৃগু কহিলেন, হে ভূপ! তুমি আমার পুত্রতুল্য, তুমি

ইহা শ্রবণ কর। বৎস! কলিযুগে কোনও মানব ভগবান্ নারায়ণে ভক্তিমান্ নহে, কিন্তু তুমি যে নৃসিংহদেবে ভক্তিমান্ হইয়াছ, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। দেবোত্তম নারসিংহে যাহার ভক্তি স্বভাবতই সমুত্থিত ও সম্প্রসারিত হয়, তাহার মানসী ব্যথা সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়। তুমি পাণ্ডুবংশে উৎপন্ন হইয়া সজ্জনগণের অগ্রগণ্য এবং দেবাদিদেব নরহরি হরির (১) ভক্ত হইয়াছ; সেই হেতু আমি তোমার নিকট তৎসমুদায়ই কীর্ত্তন করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

যে ব্যক্তি ভক্তিমান্ হইয়া ভগবান্ নারসিংহের সুশোভন মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করে, সে সর্ব্বপাপে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নারসিংহ প্রতিমা স্থাপন করেন, সে সর্ব্বপাপে পরিমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে বসতি করিয়া থাকে। হে নরশার্দ্দূল! যে ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া নৃসিংহদেবের যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করে, সে হেত্রুবন্ধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। সকাম হইয়া প্রতিষ্ঠা করিলে নারসিংহলোক লাভ করিয়া নির্ম্মল আনন্দ লাভ করে এবং বহুমন্বন্তর তথায় অবস্থান করিয়া জ্ঞানলাভানন্তর মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে নর নারসিংহের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করে, তাহার সমস্ত কামনাই সফলা হয় এবং পৃথ্বীতলে তাহার পুত্রপৌত্রাদিগণ সনাতন

---

(১) নর—মানব। হরি—সিংহ। নরহরি—নৃসিংহ। নৃসিংহরূপী হরির।

ধর্ম্মরত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধিলাভ করে। হে রাজন্! পুরাকালে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া কেশবের প্রসাদে যে লোক লাভ করিয়াছিলেন, মান্ধাতা চ্যবনাদি নৃপবরগণও বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া এস্থান হইতে সেই সেই স্বর্গপদ ও মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন। যে মানব নিত্যই সুরেশ্বর নারসিংহের পূজা করে, সে স্বর্গবাসী ও মোক্ষভাগী হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ বা বিচারণার প্রয়োজন হয় না। সেই হেতু একমনা হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক যাবজ্জীবন যে মানব পরমপুরুষ নারসিংহের অর্চ্চনা করে, সে আপনার বাঞ্ছিত নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকে। যে মানব জনার্দ্দন নারসিংহমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া বিধিপূর্ব্বক স্থাপন করে, হে নৃপ! বিষ্ণুলোক হইতে তাহার নির্গমন আমরাও অবগত নহি। সুরাসুর যাঁহার পাদপঙ্কজ নিয়তই পূজা করিয়া থাকে, সেই অনন্তবিক্রম ত্রিবিক্রম নারসিংহকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সংস্থাপন করিয়া যে মানব বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকে, সেই পুণ্যবান্ মানব সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হরিকে প্রাপ্ত হয়।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে হরির অর্চ্চনা বিধি বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আমার নিকট তাহা বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। নৃসিংহদেবের মন্দির সমার্জ্জনে ও গোময়লেপনে যে পুণ্যসঞ্চয় হয় এবং

শুদ্ধোদকদ্বারা কেশবকে স্নান করাইলে যে ফল লাভ, ক্ষীর, দধি, মধু, ঘৃত এবং পঞ্চগব্য ইহাদের প্রত্যেক দ্বারা স্নান করাইলে যে যে পৃথক্ পৃথক্ ফল হয়, প্রতিমা প্রক্ষালন পূর্ব্বক ভক্তির সহিত স্তব পাঠে, বিল্বাপত্র চন্দন ও পীঠদানে কুশ পুষ্পোদক দ্বারা উদ্বর্ত্তনানন্তর স্নানে এবং হেমরত্নাম্বু, গন্ধ পুষ্পাম্বু কর্পূর ও অগুরু মিশ্রিত তোয় স্নানে, অর্ঘ্যদানে পাদ্যাচমন দানে মন্ত্র স্নানে; বস্ত্র দানে, শ্রীখণ্ড কুঙ্কুম, পুষ্প ও ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও প্রদক্ষিণ নমস্কার এবং স্তোত্র গীত দ্বারা অর্চ্চনা করিলে; তালবৃন্ত, চামরধ্বজ, শঙ্খ প্রদান করিলেই বা কি ফল লাভ হয়, তৎসমস্তই পৃথক্ পৃথক্ রূপে এবং অন্য যাহা কিছু প্রদান করিলে যে যে ফল লাভ হয় মার্জ্জনাদি করিয়া তৎসমস্ত কীর্ত্তনানন্তর আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ করুন। হে তপোধনবর! আমি কেশবের ভক্ত, আমার প্রতি আপনি কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করিয়া চরিতার্থ করুন।

সূত কহিলেন, হে বিপ্রবর! ভগবান্ ভৃগু, সহস্রানীক নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপে সঞ্চোদিত (১) হইয়া তৎকালে, মার্কণ্ডেয় মুনিকে তৎকথনে নিয়োজিত করিয়া যথেচ্ছ স্থানে গমন করিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি, ভৃগু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, কৌতূহলাক্রান্ত, বিশেষতঃ হরিভক্ত নৃপতিকে তৎসমুদায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্! আপনি পাণ্ডুবংশজ বিষ্ণু-

---

(১) সম্প্রেরিত।

ভক্ত, অতএব আমি আপনার নিকট হরিপূজাবিধির ক্রম সমস্তই বর্ণন করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

যে মানব, প্রতিদিন নারসিংহের গৃহ সম্মার্জ্জন করে, সে সর্ব্বপাপে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে সততই সানন্দমনে বাস করিতে থাকে।

যে নর, গোময়, মৃত্তিকা, জল দ্বারা নারসিংহ গৃহ উপলেপন করে, সে চান্দ্রায়ণের ফল প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিয়া মাহাত্ম্যবান্ হয়। পূর্ব্বপ্রদত্ত পুষ্পাদির অপনয়নপূর্ব্বক তোয় (১) মাত্র দ্বারা নরসিংহকে স্নান করাইলে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং গোপ্রদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া দিব্যাম্বরশোভিবিমানে আরোহণ করিয়া নারসিংহপুর প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় কাম সম্ভোগে সন্তৃপ্ত হইতে থাকে। হে নারসিংহ! ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (এই স্থানে আসুন) এইরূপে আবাহন করিয়া অক্ষত পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিলেও সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! আসন, অর্ঘ্য, পাদ্য ও আচমনীয় এই সমস্ত দেবদেব নারসিংহকে বিধিপূর্ব্বক প্রদান করিয়া মানব সর্ব্বপাপ পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়। মহামতি মানব ভক্তিপূর্ব্বক নারসিংহকে তোয় দ্বারা স্নান করাইয়া সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া পরিপূজিত হইয়া থাকে। দধি দ্বারা প্রতিদিন বিষ্ণুকে স্নান করাইলে, নির্ম্মল ও প্রিয়দর্শন হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়, সেখানে

(১) তোয় জল।

নরোত্তমগণ তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মধু দ্বারা স্নান করাইয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকে, সে অগ্নি-লোকে সম্বৎসর অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার বিষ্ণুলোকে বসতি করে। ঘৃত দ্বারা স্নান করাইলে বিশেষরূপে সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তুর লাভ হয়। শঙ্খনিঃস্বন ও ভেরিনিনাদ দ্বারা নারসিংহের প্রীতিসম্পাদন করিলে, মানবগণ ভুজঙ্গগণের জীর্ণত্বচের ন্যায় পাপ কঞ্চুক উন্মোচন করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

যে ব্যক্তি পঞ্চগব্য দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ নারায়ণ নারসিংহকে স্নান করাইয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মকূর্চ্চ বিধান দ্বারা বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া পূজা প্রাপ্ত হন। যব গোধূম চূর্ণ ম্রক্ষিত করিয়া উষ্ণ বারি দ্বারা প্রাক্ষ-লন পুরঃসর যে মানব স্নান করান, তিনি বারুণলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে নর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাদপীঠ প্রদান করে এবং উষ্ণ জল দ্বারা প্রক্ষালনপূর্ব্বক বিল্বপত্র প্রদান করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। কুশ পুষ্পোদকে স্নান করা-ইয়া ব্রহ্মলোক, রত্নোদকে সাবিত্রলোক এবং হেমবারি দ্বারা কৌবেরলোক (১) প্রাপ্ত হয়। কর্পূরাগুরুবারি দ্বারা নারসিংহকে স্নান করাইয়া প্রথমে ইন্দ্রলোকে পরমানন্দ সম্ভোগের পর পশ্চাৎ বিষ্ণুলোকে বাস করে। যে নরো-ত্তম পুষ্পোদকে পুরুষোত্তম নারসিংহকে স্নান করায়, সে

(১) কুবেরের লোক।

প্রথমে সাবিত্রলোক প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ বিষ্ণুলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। ভক্তিপূর্ব্বক বিচিত্রিত বস্ত্র পরিধান করাইয়া চন্দ্রলোকে রমণানন্তর বিষ্ণুলোকে মাহাত্ম্য লাভ করে। হে রাজেন্দ্র! কুঙ্কুমাগুরু শ্রীখণ্ড চন্দন দ্বারা অচ্যুতের আকৃতি আলেপন করিয়া মানবগণ কল্পকোটিকাল হরির সহিত বাস করে। মল্লিকা, মালতী, জাতি, কেতকী, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগ, বকুল, পদ্ম, উৎপল, তুলসী, করবীর, পলাশ, রন্তি, কুব্জক ইত্যাদি ও অন্যান্য প্রশস্ত কুসুম দ্বারা অচ্যুতের পূজা করিয়া ত্রিদিবলোক লাভ করে। এই সকল পুষ্পাবলীর মালা গ্রন্থন করিয়া যে মানব অচ্যুতের অর্চ্চনা করে, সে দিব্য বিমানে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া কল্পকোটি শতকাল আনন্দ উপভোগ করে। যিনি অখণ্ডিত নিশ্ছিদ্র বিল্বপত্র এবং তুলসী দ্বারা যত্নপূর্ব্বক নারসিংহের পূজা করে, তিনি সর্ব্বপাপে বিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বভূষণভূষিত হইয়া কাঞ্চনবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া পূজিত হইয়া থাকে। যে মানব মহিষ্যাখ্য গুগ্‌গুলু ও ঘৃতযুক্ত শর্করামিশ্রিত ধূপ, ভক্তিপূর্ব্বক নারসিংহকে প্রদান করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত এবং সমন্তাৎ (১) প্রধূপিত হইয়া অপ্সরাগণযুক্ত বিরাজিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বায়ুলোকে গমন করিয়া থাকে এবং তথা হইতে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া পূজা প্রাপ্ত হয়। যে নর, ঘৃত বা তৈল দ্বারা বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক দীপ জ্বালন

---

(১) চারিদিকে।

করে, তাহার পুণ্যকথা শ্রবণ কর। সর্ব্বপাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহস্রসূর্য্যসদৃশ তেজস্বান্ হইয়া জ্যোতিষ্মান্ বিমান দ্বারা বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া পূজা প্রাপ্ত হয়। যে নর শর্করামিশ্রিত ও ঘৃতযুক্ত শালিধান্যের যাবক অথবা পায়সান্ন নারসিংহকে প্রদান করে, সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ঐ পায়সাদিতে যাবৎসংখ্যক তণ্ডুল বিদ্যমান থাকে, তাবৎকল্প বিষ্ণুলোকে মহাভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। হরিমন্দিরের চারিদিকে অক্ষতমিশ্র বলিপ্রদান করিলে ঐ বৈষ্ণববলি দ্বারা সন্তৃপ্ত হইয়া মাতৃগণের ও লোকপালগণের সহিত সমস্ত দেবগণ, তাঁহাকে শান্তি, শ্রী ও আরোগ্য প্রদান করেন। দেবদেব নারসিংহের মন্দির একবার প্রদক্ষিণ করিলে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। হে নৃপাত্মজ! সেই মানব পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফলপ্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়া থাকেন। নমস্কার; সর্ব্বোত্তম যজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; একসাষ্টাঙ্গনমস্কার দ্বারা মানবগণ কেশবকে প্রাপ্ত হয়। যে নর, দেবাগ্রে স্তোত্র ও ও জপ দ্বারা মধুসূদনের স্তব করে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতেনির্ম্মুক্ত এবং সর্ব্বভূষণে ভূষিত ও শ্রীমান্ হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রলোকে বাস করে। যে মানব, নারায়ণকে পয়স্বিনী কপিলাগাভী দান করে, সে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বপাপবিরহিত ও সর্ব্বাভরণে বিভূষিত হইয়া হরিকে প্রাপ্ত হয়। আরাধনার যোগ্য যে কিছু উত্তম দ্রব্য আছে, তাহা নারসিংহকে প্রদান করিলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়।

হে রাজন্! যে মানব এইরূপে নরোত্তম নারসিংহের

পূজা করে, সে স্বর্গ এবং অপবর্গ (১) প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। যে স্থানে নৃপগণ বিষ্ণু নারসিংহের এইরূপে পূজা করে, সে স্থানে ব্যাধি-দুর্ভিক্ষ রাজচৌরাদির ভয় কিছুই থাকে না। মানবগণ যে গ্রামে বিধিপূর্ব্বক তিলহোম দ্বারা নিয়ত নারসিংহের তৃপ্তিসাধন করে, সেই গ্রামে কোনও স্থানে ভূতের ভয় থাকে না। অনাবৃষ্টি, মহামারী, রাজভয়, চৌরভয় উপস্থিত হইলে, বেদপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা নারসিংহের আরাধনাপূর্ব্বক যে গ্রামে লক্ষহোমকৃত হয়, সেই গ্রাম হইতে সেই সেই ভয় অপগত হয়। দুষ্ট উপসর্গ দ্বারা আপনার প্রজাগণের মরণ উপস্থিত হইলে, সম্যক্ আরাধনার নিমিত্ত নারসিংহের মন্দিরে অথবা শঙ্করের আয়তনে সংযত বিপ্রগণ দ্বারা কোটিহোম এবং সদক্ষিণ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে; তাহা হইলে নারসিংহের প্রসাদে প্রজাগণের উপসর্গাদিজনিতমরণভয় প্রশমিত হইবে। দুঃস্বপ্নদর্শনে বা ঘোরতর গ্রহপীড়ায় উক্তপ্রকারে পূজা ও হোম করাইলে সমস্তই প্রশান্ত হয়। প্রতিমা হাস্যময়ী, বিশেষতঃ প্রচলনশীলা বা প্রস্বেদযুক্তা, অথবা প্রতিমার মস্তকে সন্ততপ্রস্বেদধারা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নৃপগণ আপনাকে মহাগ্রহগ্রস্ত জানিয়া দ্বিজগণ দ্বারা নারসিংহের হোম ও ব্রাহ্মণভোজন করাইলে সমস্ত দোষই বিনষ্ট হয়। অয়নকালে, বিষুব সংক্রমণে বা চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণে নারসিংহের আরাধনা করিয়া লক্ষ হোম করাইলে সেই স্থানবাসি দিগের শান্তি লাভ হয়।

(১)—মুক্তি অপবর্গ।

হে ভূপতিপুত্র! নারসিংহের অর্চ্চনা করিলে এই সকল ফল লাভ হয়, যদি সদ্গতিলাভে বাসনা কর তবে ভক্তিভাবে নিরন্তর নারসিংহের অর্চ্চনা কর। ইহা অপেক্ষা স্বর্গমোক্ষ-ফলপ্রদ উৎকৃষ্টতর কর্ম্ম আর কিছুই নাই দেবদেব নারায়ণের পূজন দরিদ্রদিগেরও সুখকর। দেখ, উদ্যানে'ও বনে ফল, মূল, পত্র, পুষ্প, নদী'ও তড়াগ জল ইত্যাদি আরাধনার সামগ্রী সর্ব্বত্রই সুলভ; যে মানব এক মনকে আরাধনাকার্য্যে নিয়মিত করিতে পারেন, মুক্তি, তাঁহার হস্তেই সন্ন্যস্ত রহিয়াছে।

মহর্ষি ভৃগুদ্বারা আদিষ্ট হইয়া, এই আমি তোমার নিকট অচ্যুতের অর্চ্চনাবিধি কীর্ত্তন করিলাম। হে সহস্রানীক! আপনি প্রতিদিন বিষ্ণু পূজা করুন। আপনার অন্য আর কি শুনিতে বাসনা হয় বলুন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, হে মুনিসত্তম! আমি আপনার নিকট হইতে বিষ্ণুর আরাধনাজনিত ফল সমস্তই শ্রবণ করিলাম। আমার বোধ হইল যে, যাহারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে না, তাহার মৃততুল্য। আপনার প্রসাদে নারসিংহের অর্চ্চনার ক্রম শ্রবণ করিলাম; অতপর তাহার বিধিবৎ পূজা করিব। এক্ষণে কোটি হোমেরবিধি বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহর্ষি ভৃগু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া

শৌনক ঋষি যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাহাই বলিব, শ্রবণ কর।

একদা ভৃগুমুনি সুখাসীন শৌনক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন; লক্ষহোমের এবং কোটিহোমের ভূমির স্বরূপ এবং বিধি যথাযৎ কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভৃগুকর্ত্তৃক উক্ত হইয়া, শৌনক, লক্ষ হোমাদির বিধি এবং ভূমির লক্ষণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শৌনক কহিলেন, লক্ষ হোমের ভূমি ও বিশেষ বিধি কহিতেছি শ্রবণ করুন। যজ্ঞ কর্ম্মে যে ভূমি প্রশস্ত হয়, তাহার লক্ষণও এই প্রকার। সংসিক্ত ও স্নিগ্ধ ভূমিতে পূর্ব্ব দিনে প্রচুর পরিমাণে জল ঢালিয়া দিয়া পরে ঐ ভূমি উরু পরিমাণে খনন করিয়া বিশেষরূপে শোধনানন্তর, বরাহক্ষত মৃত্তিকাদ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিবে। ঐ গর্ত্ত, কুণ্ডের লক্ষণাক্রান্ত হইবে। উহার দৈর্ঘ্য প্রস্থের পরিমাণ বাহুমাত্র। সূত্রদ্বারা উহা চতরস্র (১) ও চতুষ্কোণ করিয়া লইবে। তাহার উপরিভাগে চতুরস্র সুবিস্তৃত চতুরঙ্গুলমাত্র; উচ্ছ্রিত, সূত্রদ্বারা পরিমিত করিয়া মেখলা প্রস্তুত করিবে। অনন্তর যজমান, বেদধ্যয়নশীল বৈদিককর্ম্মক্ষম বিপ্রগণকে যথাবিধি আহ্বান করিবেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী ত্রিরন্ত্রকারী দ্বিজোত্তমগণ অহোরাত্র উপবাস করিয়া অযুত গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিবেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ, নিরাহর, শুচি ও সন্তুষ্ট থাকিয়া স্নান, শুক্ল বস্ত্র পরিধান ও গন্ধাঢ্যমালা ধারণপূর্ব্বক, সংযতে-

---

(১) বর্ণক্ষেত্রাকার।

ন্দ্রিয়, কুশাসনে আসীন অতন্দ্রিত ও একাগ্রমানস হইয়া যত্ন-পূর্ব্বক হোমমন্ত্র উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিবেন। ভূমি আলিম্পন ও অভ্যুক্ষণ (১) করিয়া বহ্নি স্থাপন করিবেন। গৃহি ব্যক্তি, উক্ত বিধিদ্বারা এই হোম করাইবেন। আদৌ আজ্যদ্বারা (২) হোম আরম্ভ করিবে। প্রথমে গায়ত্রীদ্বারা যব ধান্য তিলমিশ্র আহুতি প্রদান করিবে। বোধবান্ বিপ্র, একচিত্তে স্বাহাকার দ্বারা হোম করিবেন। ব্রহ্মযোনি বেদ-মাতা গায়ত্রী ঐ মন্ত্রের ছন্দঃ এবং দেবতা সবিতা; ঋষি বিশ্বামিত্র। পশ্চাৎ ব্যাহৃতিগণ দ্বারা আহুতি যুক্ত হোম করিবে। যেপর্য্যন্ত লক্ষসংখ্যক বা কোটিসংখ্যক হোম সমা-পন না হয়, তাবৎ প্রতিদিনই অচ্যুতের অর্চ্চনাপূর্ব্বক হোম করিবে। যে পর্য্যন্ত হোম সমাপন না হয়, তাবৎ যজ-মানগণ, দীন অনাথ-জনগণকে যত্নপূর্ব্বক ভোজন প্রদান করি-বেন। হোম সমাপনান্তে ঋত্বিক্‌গণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দক্ষিণা-দান এবং যথাযোগ্য অন্নদান করিবেন। গ্রামের মধ্য ভূমি বিশেষতঃ ব্যাধিগ্রস্তগণকে শান্তিবারিদ্বারা সিক্ত করিবে।

হে মহাভাগ! এইরূপে হোমকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, রাজ-গণের গ্রাম পুর নগর-জনপদাদি সকলেরই সর্ব্ববাধা প্রশমনী শান্তি, সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র বিরাজ করিবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নৃপনন্দন! এই আমি, শৌন-কোক্ত একান্ত শান্তিপ্রদ লক্ষহোমবিধি তোমার নিকট কীর্ত্তন

---

(১) জলসেক।

(২) আজ্য—ঘৃত।

করিলাম। উৎকৃষ্ট হোমবিধি, দ্বিজকর্ত্তৃক মন্ত্রদ্বারা কৃত হইলে, গো, অশ্ব, ভৃত্য ওভূপতিগণের সহিত, গ্রামে গৃহে পুরে বা রাজ্যে সর্ব্বত্রই মানবগণের শান্তি বিরাজ করিবে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহীপাল! এক্ষণে আমি দেব-দেব চক্রধারী নারায়ণের পবিত্র পাপনাশন অবতারগণের বিবরণ বর্ণন করিব শ্রবণ কর। ভগবান্ নারায়ণ যেরূপে মহীয়ান্ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদের উদ্ধার সাধন এবং মধুকৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের বিনাশ সাধন করেন, যেরূপে কূর্ম্মশরীর স্বীকার করিয়া পৃষ্ঠে মন্দর ধারণ করেন, যেরূপে মহাবরাহের দেহ ধারণ পূর্ব্বক দন্ত দ্বারা পৃথ্বী ধারণ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা মহাবল ভয়ঙ্কররূপী, দিতিপুত্র হিরণ্যাক্ষের নিধনসাধন করেন, যেরূপে নারসিংহ আকার স্বীকার করিয়া ত্রিদশারিহিরণ্যকশিপুর প্রাণসংহার করেন, যেরূপে বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বলিরাজকে বন্ধন এবং ইন্দ্রকে ত্রিভুবনের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, যেরূপে রাম-রূপ স্বীকার করিয়া, দেবকণ্টক রাক্ষসরাজকে স্বগণের সহিত সংহার করেন; যেরূপে পুরাকালে পরশুরামরূপী নারায়ণ ক্ষত্রবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং যেরূপে বলভদ্ররূপে দৈত্যগণের নিধন ও কৃষ্ণমূর্ত্তিদ্বারা কংসাদি দৈত্য রাক্ষসগণকে সংহার করিয়াছিলেন, যেরূপে কলিকাল পূর্ণ হইলে, কল্কি-

রূপ ধারণ করিয়া ম্লেচ্ছনিচয়ের নিধন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথাই আপনার নিকট বর্ণন করিব।

যে নরপতি অবহিত চিত্তে মদ্ভক্ত এই হরির রণপরাক্রম শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর উদারপদ প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,মহাত্মা অচ্যুতের অবতারগণের বিবরণ আমূলাৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিবার শক্তি কাহারও নাই, আমি সংক্ষেপে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পুরাকালে জগৎস্রষ্টা ভগবান্ পুরুষোত্তম, অনন্তভোগশয়নে যোগনিদ্রা অনুভব করিতেছিলেন। সেই দেবদেব শার্ঙ্গধর মুরারি প্রসুপ্ত হইলে তাঁহার কর্ণযুগল হইতে স্বেদবিন্দুদ্বয় নিপতিত হইল; তাহাতে মধুকৈটভ নামে দুই মহাসুর জন্মগ্রহণ করিল। তাহারা মহাকায়, মহাবীর্য্য, মহাবল ও মহাপরাক্রম। অনন্তর প্রসুপ্তপুরুষোত্তমের নাভিদেশ হইতে এক মহৎ পদ্ম উদ্ভূত হইল, তাহাতেই ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে আদেশ করিলেন, হে মহামতে! ব্রহ্মন্! তুমি প্রজা সৃষ্টি কর।

কমলোদ্ভব ব্রহ্মা, জগন্নাথ যথা আজ্ঞা করিতেছেন! এইরূপে তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া বেদশাস্ত্রবলে প্রজাসৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময়েই মধুকৈটভ

নামক অসুরদ্বয় জন্মগ্রহণ করিল। ঐ বলদর্পিত অসুরদ্বয় ক্ষণমধ্যে ব্রহ্মার সমীপে আগমন করিয়া বেদশাস্ত্রার্থবিজ্ঞান বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। তদনন্তর পদ্মোদ্ভব ব্রহ্মা ক্ষণকালের নিমিত্ত জ্ঞানহীন হইলেন। পরে দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিলেন, "প্রজা সৃজন কর" এই বলিয়া নারায়ণ আমাকে আদেশ করিলেন, কিন্তু আমি এক্ষণে জ্ঞানহীন হইয়া কিরূপে প্রজা সৃজন করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা দুঃখার্ত্ত হইলেন এবং স্মরণ করিয়াও বেদশাস্ত্র জানিতে পারিলেন না। অনন্তর ব্রহ্মা একাগ্রমানসে সেই দেবদেব পুরুষোত্তমের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, "ওঁ বেদনিধয়ে শাস্ত্রনিধয়ে নমঃ" বেদনিধি ও শাস্ত্রনিধি নারায়ণকে নমস্কার। যজ্ঞনিধি ও কর্ম্মনিধি নারায়ণকে নিয়তই প্রণাম করি। বিদ্যাধর যোগস্বরূপ, যোগীশ্বরকে নিয়তই নমস্কার করি। সচ্চিদাত্মা নিত্য, সর্ব্বজ্ঞানাত্মা পরমপুরুষকে প্রণিপাত করি। হে মহাবাহো! আপনি ঋগ্‌মূর্ত্তি এবং যজ্ঞমূর্ত্তি ও অক্ষয়। সর্ব্বদা-সর্ব্বরূপধারিন্! আপনিই সামমূর্ত্তি। আপনিই সর্ব্বজ্ঞানময়, কৃতজ্ঞান ও অচ্যুত। আমাকে সর্ব্ববিধবিজ্ঞান প্রদান করুন। হে দেবদেব! আমি তোমাকে নমস্কার করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইরূপে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া শঙ্খচক্র গদাধর, বিশ্বেশ্বরব্রহ্মাকে কহিলেন, তোমাকে উত্তম জ্ঞান দান করিব। এই কথা কহিয়া,নারায়ণ তখন চিন্তা করিলেন, ব্রহ্মার বিজ্ঞান কিরূপে কোন্‌ব্যক্তি অপহরণ করিল?

মধুকৈটভ সমস্ত হরণ করিয়াছে জানিয়া জনার্দ্দন জগৎপতি বহুযোজন আয়ত জ্ঞানময় মৎস্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সাগরজল সংক্ষোভিত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন। পাতালে প্রবেশিয়া দেখিলেন যে, মধুকৈটভ অসুরদ্বয় তথায় প্রসুপ্ত রহিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে মায়াদ্বারা বিমোহিত করিয়া বেদশাস্ত্র ও বিজ্ঞান গ্রহণ পূর্ব্বক, মুনিগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া আনয়নানন্তর ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন এবং মৎস্যরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই পুরাতন মুনি, যোগনিদ্রার বশঙ্গত হইলেন।

এ দিকে সেই মধুকৈটভ অসুরদ্বয় জাগরিত হইয়া ক্রোধান্বিত হইল এবং আগমনানন্তর সেই অব্যয় দেবদেব শয়ান রহিয়াছেন, দেখিতে পাইয়া কহিল; এই সেই ধূর্ত্ত পুরুষ আমাদিগকে মায়ামোহিত করিয়া, বেদশাস্ত্র সকল আনয়নপূর্ব্বক সাধুর ন্যায় এই স্থানে শয়ান রহিয়াছে। ইহা কহিয়া সেই মহাঘোরতর মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয়, যোগ নিদ্রাগত নারায়ণকে সত্বর জাগরিত করিয়া কহিল, আমরা তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি; সম্প্রতি গাত্রোত্থান করিয়া যুদ্ধদান কর।

হে নৃপোত্তম! কেশব যুদ্ধার্থী অসুরদ্বয়ের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তাহাই হউক। অনন্তর শার্ঙ্গশরাসনে গুণারোপণ পূর্ব্বক অবলীলায় জ্যাঘোষ, শরীরশব্দ ও শঙ্খধ্বনিতে দিগ্‌বিদিক্ পরিপূরিত করিলেন। অনন্তর সেই মহাবীর্য্য ভয়ঙ্কর অসুরযুগলও জ্যাশব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া হরির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

জগৎপতি নারায়ণ, অবলীলায় তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মধুকৈটভও অস্ত্রবর্ষণপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। কেশব শার্ঙ্গবিমুক্ত অগ্নিশিখাসম শরজালে তাহাদের অস্ত্র সকল তিলকাণ্ডবৎ ছেদন করিলেন। সেই রণদুর্ম্মদ অসুরদ্বয়, দীর্ঘকাল কেশবের সহিত যুদ্ধ করিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, শার্ঙ্গনির্ম্মুক্ত শরদ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন।

হে রাজন্! পদ্মযোনি ব্রহ্মা সেই মধুকৈটভের মেদোদ্বারা মহীর সৃষ্টি করিলেন; সেই হেতুই এই বসুন্ধরা "মেদিনী" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে ভূমিপ! এইরূপে প্রজাপতি, কেশবপ্রসাদে বেদসমূহ লাভ করিয়া বেদদৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা প্রজা সৃজন করিলেন।

যে মানব, হরির এই প্রাদুর্ভাব বিবরণ নিত্য নিত্য পাঠ করেন, তিনি হরিপুরে বসতি করিয়া বেদবিৎব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন।

হে ভূমিপতে! লোক স্থিতির নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণু, বিদ্যাময় ত্রৈগুণ্য সমন্বিত ভয়ঙ্কর যে এই মৎস্যময়বপুঃ ধারণ করিয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছিলেন তুমি সেই মীনশরীর স্মরণ কর।

ইতি নারসিংহ পুরাণে মৎস্যাবতার বৃত্তান্ত সমাপ্ত।

ষটত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পুরাকালে অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইয়া

ক্ষীরসাগরশায়ী নারায়ণের শরণ লইয়া ব্রহ্মাদি দেবতাগণ স্তোত্রদ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে জগৎপতির স্তুতি করিতে লাগিলেন।

দেবগণ কহিলেন, হে লোকনাথ! দেবদেব! শার্ঙ্গিন্‌! আপনাকে নমস্কার। হে পদ্মনাভ! সর্ব্বদুঃখহারিন্‌! মৎস্যরূপ ধারিন্‌! আপনাকে নমস্কার। হে মধুকৈটভনাশন! কেশব! আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্বদেবময়! মহাবল ভয়ঙ্কর অসুরগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেবগণ যাচ্ঞা করিতেছে, আপনি অসুরগণের পরাজয়ের উপায় উপদেশ করুন? হে বিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার।

দেবদেব জনার্দ্দন, এইরূপে দেবগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সমীপাগত দেবতাগণকে কহিলেন, হে সুরবর্গ! তোমরা সেই স্থানে গমন কর এবং মন্দরপর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড, বাসুকিকে নেত্র, (আকর্ষণরজ্জু) করিয়াও সমস্ত ওষধি (১) সমুদ্রজলে নিক্ষেপপূর্ব্বক দানবগণের সহিত সন্ধিবন্ধন পুরঃসর মিলিত হইয়া ক্ষীরসাগর মন্থন কর। আমিও সেই বিষয়ে দেবতাগণের সাহায্য করিব। তাহাতে অমৃত উৎপন্ন হইবে, সেই অমৃতপানে পূর্ব্বাপেক্ষা বলবান্‌ হইয়া, অমৃতপ্রভাবে অসুরজয়ে সক্ষম হইবে। ইন্দ্রাদি তোমরা সকলেই অমৃত লাভ করিয়া ভূয়িষ্ঠবলশালী ও মহোৎসাহসম্পন্ন হইবে এবং দানবজয়ে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

দেবদেব নারায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া দেবগণ,

---

(১) রজনীকালে দীপ্তিমতী লতা।

জগৎপতিকে প্রণাম করিয়া স্বস্ব আলয়ে গমন করিলেন এবং দানবগণের সহিত সন্ধি করিয়া সকলে ক্ষীরাব্ধি মন্থনের নিমিত্ত মহোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুর আদেশে ফণিপতি অনন্ত মন্দরগিরি উৎপাটিত করিয়া একাকীই উহা ক্ষীরসাগরে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর দেবদৈত্যগণ, মিলিত হইয়া দুগ্ধ সমুদ্রে, ওষধি সকল নিক্ষেপ করিলেন। বাসুকি, নারায়ণের আদেশে সেই স্থানে সমাগত হইলেন। সমস্ত সুরগণের হিতের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং আগমন করিলেন।

অনন্তর বিষ্ণুর আদেশে সুর ও অসুরগণ সকলেই ক্ষীরোদসমুদ্রতটে মৈত্রভাবে মিলিত হইলেন। মন্দরপর্ব্বত মন্থন দণ্ড ও বাসুকি আকর্ষণরজ্জু হইলেন। তদনন্তর শীঘ্রই অমৃত মন্থন করিতে আরম্ভ করিল। বিষ্ণু, দানবদিগকে বাসুকির মুখভাগে ও দেবতাগণকে পুচ্ছভাগে মন্থনার্থ নিয়োজিত করিয়া দিলেন। হে রাজন্! অনন্তর মন্দরপর্ব্বত আধারহীন হইয়াছে, দেখিয়া সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত কূর্ম্মরূপ গ্রহণপূর্ব্বক মধুসূদন, মন্দরগিরির অধোদেশে প্রবেশ করিয়া ধারণ করিলেন। কেশব পৃষ্ঠদেশে মন্দরগিরি ধারণ করিয়া তাহাকে স্থির করিয়া রাখিলেন, বিপর্যস্ত হইতে দিলেন না। জনার্দ্দন, দেবতা ও অসুরগণের সহিত নাগরাজকে বহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলবান্ সুরাসুরগণ ত্বরান্বিত হইয়া যথাশক্তি ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে লাগিল।

অনন্তর মথ্যমান ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে প্রথমেই অত্যন্ত

দুঃসহ কালকূটাখ্যবিষ উত্থিত হইল। নাগগণ ঐ বিষ গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট কালকূট মহাদেব গ্রহণ করিলেন। সেই হেতু তিনিই নারায়ণের আজ্ঞায় নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইলেন।

হে রাজন্‌! আমরা শুনিয়াছি, দ্বিতীয় আবর্ত্তনে নাগেন্দ্র ঐরাবত, তুরঙ্গেন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা উৎপন্ন হয়। তৃতীয় আবর্ত্তনে সুশোভন অপ্সরোগণ, চতুর্থ আবর্ত্তনে মহাবৃক্ষ পারিজাত, উত্থিত হইল; পঞ্চমাবর্ত্তনে হিমাংশু উৎপন্ন হইল, মহাদেব তাঁহাকে নারীগণের স্বস্তিক(১) ধারণের ন্যায় নিজমস্তকে ধারণ করিলেন। অনন্তর ক্ষীরসাগর হইতে নানাবিধ রত্ন ও দিব্য আভরণ ও সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্বগণ সমুত্থিত হইল। এই সমস্ত উত্থিত হইতে দেখিয়া সুর ও অসুরগণ সকলেই পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর কৃষ্ণের আজ্ঞায় মেঘ উপরিভাগে সংস্থিত হইয়া দেবপক্ষে অল্প অল্প বর্ষণ করিতে লাগিল এবং বায়ু সুরগণের অভিমুখে মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। বাসুকির বিষনিশ্বাস বায়ু দ্বারা মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তাপে পরিক্লিষ্ট হইয়া দৈত্যগণ নির্বীর্য্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

অনন্তর সেই ক্ষীরোদসাগর হইতে নিজতেজে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া করে কমল ধারণপূর্ব্বক বিরাজমান হইয়া কমলাদেবী উত্থিত হইলেন। হে অরিন্দম! তৎপরে তীর্থোদকে স্নান করিয়া দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ, দিব্যগন্ধানুলেপন ও দিব্যপুষ্প দ্বারা পরিশোভিতা হইয়া দেবপক্ষ অবলম্বন-

(১) তিলক চিত্রাদি।

পূর্ব্বক ক্ষণকাল অবস্থিতি করিলেন, অনন্তর সেই কমলালয়া হরিবক্ষঃস্থলে স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর ধন্বন্তরি পয়োনিধি হইতে পরিপূর্ণ অমৃতঘট গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন। তাহা দেখিয়া দেবগণ পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। দৈত্যগণ কমলাদেবীকে না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল; এক্ষণে অমৃতঘট গ্রহণ করিয়া যথেচ্ছদিকে সত্বর গমন করিল। অনন্তর লোকহিতের নিমিত্ত হরি সর্ব্বলক্ষণসমন্বিত স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া অসুরগণের অভিমুখে গমন করিলেন। সুরদ্বিষগণ নারায়ণের সেই মোহিনীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মোহিত হইল এবং হেমময় অমৃত পূর্ণ কলস ভূমিতলে স্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ স্মরশরে পরিপীড়িত হইল।

হে অবনীপতে! সেই পুরুষোত্তম মোহিনীবেশে অসুরগণকে বিমোহিত করিয়া অমৃতভাজন গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করিলেন। কেশবপ্রসাদে অমৃতপান করিয়া দেবগণ মহাবীর্য্য ও বলবান্ হইয়া ঘোরতর মহাসুরগণকে পরাজিত করিলেন।

হে রাজন্! এই আমি শ্রোতার ও পাঠকের পুণ্যদায়িনী হরির কূর্ম্মবতারের কথা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম।

লোকহিতের নিমিত্ত অদ্ভুতকর্ম্মকারী অনন্তবর্চ্চা (১) নারায়ণের পরতর পবিত্র কৌর্ম্ম্যরূপ আপনার নিকট কীর্ত্তিত হইল।

---

(১) অপ্রতিম তেজাঃ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নরাধিপ! অতঃপর আমি তোমার নিকট হরির পবিত্রপুণ্যকর বারাহ অবতারের বিবরণ বর্ণন করিব, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

প্রজাপতির দিনক্ষয় হইলে, প্রলয়ের অবান্তরকালে ব্রহ্মরূপী জগৎপতি বিষ্ণু অখিল ত্রৈলোক্যমণ্ডল পয়োধি-জলে প্লাবিত করিয়া, সমস্ত প্রজাপুঞ্জ ও ভূতগ্রামের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক একার্ণবজলে সহস্রফণশোভিত অনন্তভোগশয়নে শয়ান হইয়া যোগনিদ্রা অনুভব করিতেছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, ঐকালে দিতির গর্ভে কশ্যপের হিরণ্যাক্ষ নামে মহাবলপরাক্রম এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ঐ দৈত্য পাতালতলে অবস্থান করিয়া দেবগণকে অবরুদ্ধ করিত এবং ভূতলে জীবগণের অপকারের নিমিত্ত যত্ন করিত।

অনন্তর হিরণ্যাক্ষ বিবেচনা করিল যে, মানবগণ ভূমির উপর অবস্থান করিয়া দেবতাগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকে, দেবগণ তদ্দ্বারা বল বীর্য্য ও তেজঃ প্রাপ্ত হয়। এই-রূপ চিন্তা করিয়া সেই মহাসুর প্রজাপতিকৃত মার্গ দ্বারা ভূমিধারণশক্তি হরণ করিয়া তোয়মধ্যে রসাতলতলে প্রবেশ করিল। শক্তিহীনা সুতরাং জগতী ও রসাতলে প্রবেশ করিল।

অনন্তর সর্ব্বাত্মা জগতীপতি নারায়ণ নিদ্রাবসানে চিন্তা

করিলেন যে, মেদিনী কোথায় রহিয়াছে ? অনন্তর যোগবলে জানিতে পারিলেন যে মেদিনী রসাতলে অবস্থিত আছে। অনন্তর বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। হে নরাধিপ! বেদচতুষ্টয় তাঁহার পদ, যূপ (১) তাঁহার দংষ্ট্রা (২) যজ্ঞ তাঁহার মুখমণ্ডল, অগ্নি তাঁহার জিহ্বা, শ্রুক্ (৩) তাঁহার তুণ্ড, চন্দ্রসূর্য্য তাঁহার নয়নদ্বয়, পুণ্য ও ধর্ম্ম তাঁহার লোচনযুগল, সামবেদ তাঁহার নিঃস্বন, দর্ভ তাঁহার কেশ, যজ্ঞসাধক মন্ত্র তাঁহার সন্ধিস্থল। নক্ষত্রতারকা তাঁহার হার, স্বর্গমণ্ডল তাঁহার ভূষণ, পরিমাণে তিনি অনন্ত। এইরূপে সর্ব্ববেদময় সেই মহাসত্ত্ব পবিত্র ও পুণ্যকর হইলেন।

এইরূপে বারাহবপুঃ ধারণপূর্ব্বক ভগবান্ বৃষাকপি সনকাদি মুনিগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া পাতালতলে প্রবেশ পূর্ব্বক যুদ্ধে হিরণ্যাক্ষের প্রাণ সংহার করিলেন। মহর্ষিগণ তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। দংষ্ট্রাগ্রদ্বারা রসাতল হইতে ধরণীর উদ্ধার সাধন করিয়া পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিলেন। পর্ব্বত সকল যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বারাহমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিলেন এবং বৈষ্ণবদিগের হিতের নিমিত্ত কোক নামে বিখ্যাত অতি পুণ্যকর পবিত্র ক্ষেত্রে ব্রহ্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভগবান্ বিষ্ণুই এই জগৎ প্রতিপালন করিতেছেন, জনার্দ্দন বিষ্ণুই রুদ্ররূপী। সেই বেদান্তবেদ্য বৃষাকপির এই

(১) যজ্ঞীয় মন্ত্রপূত সংস্কৃত কাষ্ঠ। (২) বৃহদ্দন্ত।
(৩) আহুতি প্রদানার্থ মন্ত্রপূত হস্তাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড।

পবিত্র পুণ্যকথা, যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, সে নারায়ণের যজ্ঞতনুতে দৃঢ়মতি এবং সর্ব্বপাপ পরিহারপূর্ব্বক হরি প্রাপ্ত হয়।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই আমি বারাহমূর্ত্তির বিবরণ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে নারসিংহের অবতারকথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পুরাকালে দিতির পুত্র মহাবীর্য্য হিরণ্যকশিপু, নিরাহার থাকিয়া বহুসহস্র বৎসর তপস্যা করিতেছিল। তাহার তপে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা দৈত্যরাজকে কহিলেন, হে দানবেন্দ্র! তোমার মনোগত বর প্রার্থনা কর। প্রজাপতির সেই বচন শ্রবণ করিয়া, হিরণ্যকশিপু যে যে বর বরণ করিল তৎসমস্তই শ্রবণ কর।

হিরণ্যকশিপু বলিল, ভগবন্! যদি আমাকে বরদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তবে আমি যাহা বরণ করি, তৎসমস্তই প্রদান করিতে হইবে। আপনার প্রসাদে শীত, রৌদ্র, বায়ু, বহ্নি, জল, কাষ্ঠ, কীলক, পাষাণ, আয়ুধ, শৃঙ্গ, শৈল, ভূমি অথবা দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, মানুষ, যক্ষ, বিদ্যাধর, ভুজঙ্গম, করী, মৃগ, ভূতাদি অন্য কোন মরণের হেতু দিবা রাত্রি, অভ্যন্তর, বাহ্য এই সমস্ত দ্বারা কিছুতেই আমার মৃত্যু হইবে না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দৈত্যরাজকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া

পদ্মযোনি তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দানবেন্দ্র! তুমি মহতী তপস্যা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, অতএব এই সমস্ত বর অদ্ভুত ও দুর্লভ হইলেও আমি তোমাকে অর্পণ করিলাম। যাহা অন্য সকলেরই অশক্য, তুমি এরূপ তপের আচরণ করিয়াছ, অতএব হে দৈত্যেশ্বর! তোমার প্রার্থিত সমস্ত বরই প্রদান করিলাম। হে মহাবাহো! তুমি এই তপস্যার্জ্জিত ফল ভোগ কর।

প্রজাপতি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া অনুত্তম ব্রহ্মধামে গমন করিলেন। ব্রহ্মদত্তবর-দর্পিত দৈত্যপতিও ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে রণে পরাজিত করিয়া ভূতলে বিতাড়িত করিল এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া স্বয়ং দেবরাজ্য শাসন করিতে লাগিল। হে নৃপ-নন্দন! ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার ভয়ে ভীত হইয়া মানুষী তনু ধারণপূর্ব্বক ভদ্র নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া অবনি-তলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পুরাকালে হিরণ্যকশিপু এই ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ভুবননিবাসি সকলকেই আহ্বান করিয়া কহিল, তোমরা কেহই দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ, দান, হোম, পূজাদি কিছুই করিবে না; আমি ত্রৈলোক্যের অধিপতি; তোমরা সকলেই আমার প্রজা; যজ্ঞদানাদি কর্ম্মে আমা-রই পূজা কর। প্রজাগণ তচ্ছ্রবণে দৈত্যভয়ে ভীত হইয়া তদ্রূপেই যাগাদি করিতে লাগিল। চরাচর ত্রৈলোক্য, এইরূপ করিলে, সকলই অধর্ম্মসংযুক্ত হইল। স্বধর্ম্ম লোপ হেতু সকলেরই পাপবুদ্ধি হইতে লাগিল।

এইরূপে বহুকাল গত হইলে, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, বিনয়ান্বিত হইয়া, সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিসত্তম! ত্রৈলোক্যহারী দুষ্টাচরিত হিরণ্যকশিপুর বধোপায় শীঘ্রই বলুন, নচেৎ আমরা বিনষ্ট হইলাম।

বৃহস্পাতি বলিলেন, হে সুরগণ! নিজ নিজ পদ লাভের নিমিত্ত আমার বাক্য শ্রবণ কর। মহাসুর হিরণ্যকশিপুর ভোগ শেষ প্রায় হইয়া আসিয়াছে; কাল নিমিত্ত থাকিয়া সকলেরই ক্ষয়সাধন করিতেছে; বুধগণ সর্ব্বত্রই এইরূপ কহিয়া থাকেন। অচিরকাল মধ্যেই ঐ দুষ্ট দৈত্য বিনষ্ট হইবে। দেবতারাও স্বপদপ্রাপ্তিরূপ পরমাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। হিরণ্যকশিপুর বিনাশ হইবে, ইহা শকুনগণ (১) আমাকে কহিতেছে। অতএব দেবগণ! অবিলম্বে তোমরা সকলে ক্ষীরোদসাগরের উত্তর তীরে গমন করিয়া কেশবের স্তব কর। তোমরা স্তব করিলেই ভগবান্ তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইবেন, তিনি প্রসন্ন হইলে সেই দুষ্ট দৈত্যের অবশ্যই বধ সাধন হইবে।

বৃহস্পতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরগণ সাধু সাধু বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়া প্রস্থানের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পুণ্যাহে, পুণ্যতিথিতে, শুভলগ্নে, তাঁহারা মুনিবরগণকর্ত্তৃক স্বস্তিবাচন সমাপিত করাইয়া দুষ্ট দৈত্যের বিনাশের নিমিত্ত এবং নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য লাভার্থ

(১) পক্ষিগণ, আকার প্রকারাদি দ্বারা শুভাশুভ নিমিত্ত সূচনা করে।

প্রস্থান করিলেন। ক্ষীরসাগরের উত্তরতটে গমন করিয়া দেবতাগণ, ভগবান্ বিষ্ণু, জিষ্ণু, জনার্দ্দনকে বহুবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ ভবও ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রমানসে বিবিধ পুণ্যকর নাম দ্বারা ভগবান্ জনার্দ্দনের স্তব করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর কহিলেন, হে মধুসূদন! আপনি বিষ্ণু ও জিষ্ণু; আপনিই যজ্ঞেশ্বর ও যজ্ঞপালক; আপনিই প্রভবিষ্ণু, (১) গ্রসিষ্ণু, (২) লোকেশ্বর, লোকপাবন, কেশব, কেশিহা, ভব্য, কৃত, কারণকারণ, কাব্যকর্ত্তা, কলাপেশ, বাসুদেব, পুরুষ্টুত, আদিকর্ত্তা, বরাহ, মাধব, মধুসূদন, নারায়ণ, নর, অংশ, বিশ্বক্সেন, হুতাশন, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, শ্রীমান্ ধীমান্, পুরুষোত্তম, বৈকুণ্ঠ, পুণ্ডরীকাক্ষ, কৃষ্ণ, সূর্য্য, সুরার্চ্চিত, নারসিংহ, মহাভীম, বজ্রদংষ্ট্র, নখায়ুধ, আদিদেব, জগৎকর্ত্তা, যোগেশ, গরুড়ধ্বজ, গোবিন্দ, গোপতি, গোপ্তা, ভূপতি, ভুবনেশ্বর, পদ্মনাভ, হৃষীকেশ, দাতা, দামোদর, হরি, ত্রিবিক্রম, ত্রিলোকেশ, ব্রহ্মপ্রীতিবিবর্দ্ধন, সন্ন্যাসী, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, মন্দারগিরিকেতন, বদরীনিলয়, শান্ত, তপস্বী, বিদ্যুৎপ্রভ, ভূতাবাস, গুহাবাস, শ্রীনিবাস, শ্রীপতি, তপোবাস, দয়াবাস, সত্যবাস, সনাতন, পুরুষ, পুষ্কর, পুণ্য, পুষ্করাক্ষ, মহেশ্বর, পুণ্যমূর্ত্তি, পরানন্দ, পুণ্যদ, পুণ্যবর্দ্ধন, শঙ্খী, চক্রী, গদাশার্ঙ্গী, লাঙ্গলী, মুষলী, হলী, কিরীটী, কুণ্ডলী, হারী, মেখলী, কবচী,

---

(১) প্রভবিষ্ণু—প্রভাবশালী।

(২) গ্রসিষ্ণু—গ্রাসকারী অর্থাৎ প্রলয়কারী।

ধ্বজী, যোদ্ধা, ছেত্তা, মহাবীর্য্য, শত্রুহা, শত্রুতাপন, শাস্তা, শান্তিকর, শাস্ত্র, শঙ্কর, শান্তিমত্তনু, সারথি, সাত্ত্বিক, শান্ত, সামবেদ, প্রিয়সম, শরণ, সাসিক (১) সক্ত, সম্পূর্ণাঙ্গ, সমৃদ্ধিমান্, স্বর্গদ, কামদ, শ্রীদ, কীর্ত্তিদ, কীর্ত্তিনায়ক, মোক্ষদ, পুণ্ডরকাক্ষ, ক্ষরাব্ধিকৃতকেতন, সুরাসুরপূজ্য, সর্ব্বদেবনমস্কৃত, পুরুষোত্তম, তুমি যজ্ঞ; তুমিই বষট্‌কার, তুমিই ওঁকার, তুমিই অগ্নি, তুমিই স্বাহা, তুমিই স্বধা। হে দেবাতিদেব! হে বিষ্ণো! হে শাশ্বত! তোমাকে নমস্কার। হে অনন্ত! হে অপ্রমেয়! হে গরুড়ধ্বজ! তোমাকে নমস্কার করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই পুণ্যকর নামদ্বারা স্তুত হইয়া পুরুষোত্তম মধুসূদন প্রকটীভূত হইয়া দেবগণকে কহিলেন। হে দেববর্গ! তোমরা এবংমহাত্মা মহেশ্বর, কি নিমিত্ত আমার স্তুতি করিলে বল, তাহা শ্রবণ করিয়া আমি তোমাদিগের সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিব।

দেবগণ কহিলেন, হে দেবদেব! হে হৃষীকেশ! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে মাধব! হে হরে! হে অনঘ! কি নিমিত্ত স্তুত হইলেন, তাহা আপনিই জানেন, জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?

ভগবান্ কহিলেন, হে অসুরবিমর্দ্দনগণ! হিরণ্যকশিপুর বধের নিমিত্ত তোমরা আমার নিকট আগমন করিয়াছ এবং তন্নিমিত্ত শঙ্কর কর্ত্তৃকও তোমাদিগের কর্ত্তৃক স্তুত হইলাম, এই সমস্তই আমি অবগত আছি। হে অনঘ! ভব! আমি

---

(১) অসি—খড়্গ—তৎসহবর্ত্তমান যিনি।

তোমা কর্ত্তৃক পুণ্যকর সহস্রনামদ্বারা স্তুত হইলাম। হে মহামতে! এই সকল নামদ্বারা যে মানব যেখানে, সেখানে আমার স্তব করিবে, হে শঙ্কর! তদ্দ্বারা তুমিও পূজিত হইবে এবং ঐ মানব, পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে। হে শম্ভো! আমি প্রীত হইলাম তুমি গমন কর, আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়া হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিব। হে অমরনিকর! এক্ষণে তোমরা নিঃশঙ্ক হইয়া স্বস্থানে প্রতিগমন কর। আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত এবং তোমাদিগের স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য ও তোমাদিগের জয় ও অসুরগণের পরাজয়ের নিমিত্ত অদ্যই হিরণ্যকশিপুর বিনাশার্থ গমন করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন দেবগণ নারায়ণকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া প্রণিপাতপুরঃসর স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

দেবদেব নারায়ণ, বহুযোজন বিস্তীর্ণ, বহুযোজন আয়ত, দানবদিগের ভয়ঙ্কর অতি রৌদ্রতর, মহাকায় মহানেত্র, মহাবক্ত্র, মহাদংষ্ট্র, মহানখ, মহাবক্ষ, মহাপাদ, কালাগ্নিসদৃশ দীপ্তানন নারসিংহ আকার স্বীকার করিলেন। অনন্তর ত্রিবিক্রম বিষ্ণু মুনিগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া হিরণ্যকশিপুর পুরোভাগে গমন করিয়া ভীমনাদে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর দৈত্যগণ আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিল। অসামান্য পৌরুষ ও পরাক্রমদ্বারা তিনি তাহাদের সকলেরই প্রাণ সংহার করিলেন এবং হিরণ্যকশিপুর দিব্যসভা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। যে যে দৈত্যভটগণ, আগমন করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিল, ক্ষণার্দ্ধের মধ্যেই তৎসমস্তকেই বিনাশ করিলেন।

ভগবান্ নারসিংহ তথায় যে যে কার্য্য করিলেন, সেই মহৎ আশ্চর্য্য কার্য্য সকল শ্রবণানন্তর হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্বিত হইয়া প্রধান প্রধান দৈত্যদিগকে রণগমনে আদেশ করিল। তাহারা সকলে নারসিংহের নিকটে গমন করিয়া অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে প্রতাপবান্ নারসিংহ নিমেষ মধ্যেই সেই সকলেরই বিনাশসাধন করিয়া মহানাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিলেন। এবং পুনর্ব্বার দৈত্যরাজের সুশোভিনী সভা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই সমস্ত সৈন্য হত হইয়াছে জানিয়া হিরণ্যকশিপু পুনর্ব্বার অষ্টাশীতিসহস্র দানবসৈন্য সমরে প্রেরণ করিলেন। তাহারা আসিয়া চারিদিকে নারসিংহকে অবরোধ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, নরকেশরী সেই সমস্ত সৈন্যকেই সংহার করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। তাহারাও সমরে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, দৈত্যরাজ মহাক্রোধে লোহিত লোচন হইল এবং তৎক্ষণাৎ মহতীসেনা সমভিব্যাহারে, বলদর্পিত দানবগণকে "মার্ মার্ ধর্ ধর্" এইরূপ কহিতে কহিতে বহির্গত হইল। তাহা শুনিয়া দৈত্যগণ নারসিংহের সহিত বিষমবিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। করালকেশী নরকেশরী অবলীলায় তাহাদের সংহারসাধন করিয়া উৎকটস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হতশেষ দৈত্যগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। এইরূপে রৌদ্রমূর্ত্তি নারসিংহ কোটি কোটি দৈত্যসৈন্যের সংহার করিলেন। এই সময়ে ভগবান্ মার্ত্তণ্ড, স্বীয় প্রচণ্ড রশ্মিজাল সংহরণ পুরঃসর অস্তাচলের চূড়াবলম্বন করিলেন।

হিরণ্যকশিপু রোষভরে নারসিংহের প্রতি প্রচণ্ডবেগে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবল নারসিংহ সন্ধ্যা-কালে, সভাদ্বারে বলপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে ধারণ করিয়া প্রখর নখর দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বিদারিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণাগ্র নখরসকল তদীয় বক্ষঃস্থলে নিমজ্জিত হইয়া রহিল। হিরণ্যকশিপু সুষুপ্ত হইয়া রহিল। তদ্দর্শনে নারসিংহ বিস্মিত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন, আমার এই সমস্ত কার্য্যই বিফল হইল। হে রাজেন্দ্র! মহাবল নারসিংহ এইরূপ চিন্তা করিয়া কর-দ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কম্পিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর হিরণ্যকশিপুর শরীর খণ্ডখণ্ডীকৃত হইয়া রেণুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে ভগবান্ নার-সিংহ সঞ্জাতসন্তোষ হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। দেব-গণ, ব্রহ্মর্ষিগণ প্রীত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিয়া তাঁহার মস্তকে পুষ্প বর্ষণ ও নারসিংহ দেবের পূজা করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদকে দৈত্য-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রহ্লাদ বাল্যকাল হইতেই নারায়ণ পরায়ণ, উদারচরিত ও পরম ভাগবত ছিলেন। কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে প্রেমভরে তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত, হরি নামে তিনি প্রমত্ত ও উন্মত্ত হইতেন; হরিনামে তাঁহার এরূপ বিশ্বাস যে,তাহাতে প্রমত্ত হইয়া সলিলভয়, অনলভয়, সর্পভয় কুঞ্জরভয়াদি সমস্ত ভয়ই অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন। তিনি বালদলে মিলিত হইয়া হরিনাম গানে প্রমত্ত হইতেন ও তাহাদিগকে

প্রমত্ত করিয়া তুলিতেন। ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ তাঁহাকে দর্শন করিয়া দূর হইতেই পলায়ন করিত। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, রত্নাভরণ কিছুতেই তাঁহার আসক্তি ছিল না, কেবল একমাত্র নারায়ণেই আসক্তি, ধর্ম্মই তাঁহার অলঙ্কার ছিল। সেই পরমভাগবত প্রহ্লাদের প্রজা সকল একান্ত ধর্ম্মনিরত হইল। দেবদেব নারায়ণ, দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভগবান্ নারসিংহও সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত শ্রীশৈলশিখরে গমন করিয়া অমরগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বিখ্যাত হইলেন।

হে রাজেন্দ্র! যে মানবপ্রবর নারসিংহের এই মাহাত্ম্যকথা শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত হন।

ভগবান্ হরি লোকস্থিতির নিমিত্ত এবং চরাচরত্রিলোকমণ্ডলের হিতসাধনের নিমিত্ত আত্ম মায়া দ্বারা এইরূপে নরসিংহ আকার ধারণ করিয়া ত্রিলোকের ক্লেশকর হিরণ্যকশিপুকে খর নখর দ্বারা ছিন্ন করিয়াছিলেন।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! পুরাকালে বলিযজ্ঞে যিনি সহস্র সহস্র দানবের সংহার সাধন করেন, সেই বামনদেবের পরাক্রম সংক্ষেপে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে বিরোচনপুত্র, মহাবলপরাক্রম দৈত্যরাজ বলি দেবতাগণের সহিত দেবরাজকে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত

করিয়া সমস্ত দৈত্যগণের সহিত ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল এবং দেবতাদিগকে যজ্ঞভাগ না দিয়া আপনারাই গ্রহণ করিল। দেবগণ তন্নিমিত্ত দুঃখিত হইয়া কৃশতর হইতে লাগিলেন। হে নৃপোত্তম! প্রিয়নন্দন ইন্দ্রদেবকে হৃতরাজ্য ও শীর্ণতনু সন্দর্শন করিয়া দেবমাতা অদিতি কঠোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রণিপাত পূর্ব্বক দেবদেব জনার্দ্দনের স্তব করিতে লাগিলেন। তপস্যা ও স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া মধুসূদন অদিতির পুরোভাগে অবস্থানপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুভগে! সুরজননি! আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বিরোচন পুত্র বলির দর্প চূর্ণ করিব। ইহা কহিয়া তিনি স্বস্থানে গমন করিলেন। অদিতিও আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।

অনন্তর কালবশে কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভসঞ্চার হইল। ভগবান্ বিশ্বেশ্বর বামনাকারে জন্মগ্রহণ করিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমুদায় ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। বামনদেবের উপনয়ন সম্পন্ন হইলে তিনি ব্রহ্মচারী হইলেন। বামনদেব নিজমাতা অদিতিকে না জানাইয়াই বলিরাজের যজ্ঞশালায় গমন করিলেন। গমনকালীন পদবিক্ষেপে অখিল অবনীমণ্ডল টলটলায়মান হইতে লাগিল। বলিরাজের যজ্ঞে যে যে দানবগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছিল, তাহাদের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞাগ্নি প্রশান্তভাব অবলম্বন করিল, ঋত্বিগ্গণ আহুতি মন্ত্র ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন।

এইরূপ বিপরীত ও আশ্চর্য্যভাব সন্দর্শন পুরঃসর মহা-

বলী বলিরাজ, শুক্রাচার্য্যকে কহিলেন তপোধন! অসুর-বরগণ যজ্ঞহবিঃ গ্রহণ করিতেছেন না কেন? কি হেতুই বা বহ্নি শান্ত হইলেন? কি কারণেই বা পৃথিবী বিচলিতা এবং আমার ঋত্বিগ্ দ্বিজগণ মন্ত্রভ্রষ্ট হইতেছেন?

শুক্রাচার্য্য বলিরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবগত হইয়া বলিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে দানবেন্দ্র! তুমি অবহিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। তুমি দেবগণকে দূরীভূত ও অপমানিত করিয়াছ, তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত অদিতিগর্ভজাত অচ্যুত, জগদ্যোনি নারায়ণ বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি তোমার যজ্ঞে আগমন করিতেছেন, তাঁহার পাদবিন্যাসে প্রপীড়িত হইয়া এই অখিল বসুন্ধরা বিচলিত হইতেছেন? হে অসুরভূপতে! সেই বামনাগমন হেতুই অসুরগণ যজ্ঞে হবির্ভাগ গ্রহণ করিতেছেন না। তন্নিমিত্তই আপনার যজ্ঞাগ্নি শান্তভাব ধারণ করিতেছেন, তন্নিমিত্তই এক্ষণে ঋত্বিক্গণ হোমমন্ত্র বিস্মৃত হইতেছেন। হে দৈত্যপতে! এই কারণ হইতেই এক্ষণে অসুরগণের শ্রীনাশ এবং সুরগণের উত্তমা সমৃদ্ধি অনুমিত হইতেছে।

নীতিজ্ঞপ্রধান কবিবর শুক্র চার্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! ধীমান্ বামন আমার যজ্ঞে আগমন করিলে, বিনয়পূর্ব্বক তাঁহার কি প্রকার সৎকার কর্ত্তব্য, হে মহাভাগ! আপনি তাহা আমাকে এক্ষণে উপদেশ করুন। যেহেতু আপনিই আমাদিগের পরমগুরু। বলিরাজকর্ত্তৃক এইরূপে সম্প্রেরিত হইয়া

শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! বামনদেব দেবগণের উপকারের নিমিত্ত এবং আপনাদিগের সংক্ষয়ের নিমিত্তই আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। অতএব বামন আগমন করিলে এই সমস্তই আপনাকে অর্পণ করিলাম বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন না। তাহা শুনিয়া বলবান্‌গণের অগ্রগণ্য বলিরাজ আপন পুরোহিতকে সুশোভিনী কল্যাণসাধিনী বাণী বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে গুরো! মধুসূদন বামন আগমন করিলে কোনও দান অস্বীকার করিতে পারিব না। আমি কস্মিনকালেও অন্য কোন জন্তুকে দান অস্বীকার করিতে পারি নাই; এক্ষণে স্বয়ং বাসুদেব শার্ঙ্গধারী বামন এখানে আগমন করিতেছেন, আমি কিরূপে অস্বীকার করিব। হে দ্বিজবর! বামন আগমন করিলে আপনি বিঘ্ন আচরণ করিবেন না। যে যে দ্রব্য প্রার্থনা করিবেন, তাহা আমি তৎক্ষণাৎ প্রদান করিব। হে মুনিবর! যদি বামনদেব আগমন করেন তবে আমি কৃতার্থ হইব; কেশব আগমন করিলে আপনি বিঘ্নাচরণ করিবেন না।

বলি এইরূপ বলিতেছেন এমত সময়ে বামনদেব বলিযজ্ঞের প্রশংসা করিতে করিতে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন।

হে রাজন্! দানবেন্দ্র বলি সহসা বামন সন্দর্শন করিয়া বিবিধপ্রকারে তাঁহার সৎকার করিয়া কহিলেন, হে দেবদেব! আপনি ধনরত্নাদি যাহা কিছু প্রার্থনা করিবেন, আমি তৎসমস্তই অর্পণ করিব। হে বামন! আপনি যাহা ইচ্ছা যাচ্ঞা করুন।

বলিরাজকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বামনদেব “ত্রিপাদ ভূমি” যাচ্ঞা করিলেন। আমার ধনরত্নে ও অর্থে প্রয়োজন নাই। বলিরাজ বলিলেন যদি ত্রিপাদভূমিমাত্রেই আপনার তৃপ্তি হয় তবে তাহা আমি এখনি প্রদান করিলাম। বামন কহিলেন যদি ত্রিপাদ ভূমি প্রদান করিলেন, তবে আমার করে সলিল অর্পণ কর। বলিরাজ তৎক্ষণাৎ সজল হেমকলস গ্রহণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যেমন বামন করে তোয় দান করিতে উদ্যত হইলেন অমনি শুক্রাচার্য্য কলসে প্রবেশপূর্ব্বক জলধারা অবরোধ করিলেন! অনন্তর বামনদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নিজমৌঞ্জিময় পবিত্র দ্বারা জলপতন দ্বারে শুক্রাচার্য্যের অক্ষি বিদ্ধ করিলেন। শুক্রের একচক্ষু বিদ্ধ হইলে তিনি অপসৃত হইলেন; তৎক্ষণাৎ জলধারা নির্গত হইয়া বামনকরে নিপতিত হইল। হেমকলস হইতে সেই পবিত্রবারি করে নিপতিত হইবামাত্র বামনদেব তৎক্ষণাৎ আপন দেহ বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। এক পদ দ্বারা নিখিল মহীতল; দ্বিতীয় দ্বারা অন্তরীক্ষমণ্ডল এবং তৃতীয় দ্বারা সুরলোক আক্রান্ত করিলেন। এইরূপে তাঁহার তিন পদ দ্বারা ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে দৈত্যগণ ক্রোধভরে পৌরুষ(১)প্রকাশ করিতে লাগিল। বামনদেব তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিলেন; বহুতর দানবের বিনাশ করিয়া ত্রিভুবন হরণানন্তর পুরন্দরে ত্রৈলোক্যরাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক বলিকে বলিলেন যে, তুমি ভক্তিপূর্ব্বক আমার

(১) নিজ বীর্য্যপ্রভাবে বামনদেবকে আক্রমণ করিল। এই ভাব।

করে সলিল সমর্পণ করিলে তন্নিমিত্ত এক্ষণে উত্তম পাতাল-স্বর্গ তোমাকে প্রদান করিতেছি। সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক মহাভোগ সম্ভোগ করিয়া বৈবস্বতমনুর কাল অতীত হইলে আমার প্রসাদে তুমি পুনর্ব্বার ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে।

বামনদেব প্রসন্ন হইয়া দানবরাজকে এইরূপ কহিলে বলি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পাতালে বিবিধ ভোগ্য প্রাপ্ত হইলেন। সেই বলিই যথাকালে স্বর্গারোহণ করিয়া দেব-গণে পরিবেষ্টিত হইয়া বামনপ্রসাদে ত্রৈলোক্য শাসন করিবেন। শুক্রও স্তোত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া নষ্টনেত্র পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

যেমানব, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া বামনের এইকথা স্মরণকরেন, তিনি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

পুরকালে পুরান পুরুষ হরিএইরূপে বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিরাজের নিকট হইতে ত্রৈলোক্যরাজ্য হরণ করিয়া অমর রাজইন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বকপয়োধি প্রতিগমন করিলেন

চত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পূর্ব্বকালে যিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, আমিএক্ষণে তোমারনিকট সেই যামদগ্ন্যের অবতারকথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণকর। পুরাকালে ক্ষীরোদ সাগরে দেবগণ ও মহাভাগ ঋষিগণ ভগবান্ বিষ্ণুর স্তবকরিয়া ছিলেন। অনন্তর সর্ব

লোকে প্রভুপুরুষোত্তম পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়া দুষ্টগণের দমন করিবার নিমিত্ত যামদগ্ন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

সেইকালে কৃতবীর্য্য নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার ঔরসে কার্ত্তবীর্য জন্মগ্রহণ করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয় ঋষির আরাধনা করিয়া রাজচক্রবর্ত্তিত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

সেই মহীপাল একদিন চতুরঙ্গ বলের সহিত যমদগ্নির আশ্রমে আগমন করিলেন। মহর্ষি যমদগ্নি সসৈন্যে তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া মধুরবচনে, সাদর সম্ভাষণে, মহাবল কার্ত্তবীর্য্যকে কহিলেন, আপনি ও আপনার সৈন্যগণ অদ্য আমার অতিথি, অন্নাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রদান করিতেছি, ভোজনাদি সমাপন করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করুন। মহানুভাব কার্ত্তবীর্য্য নৃপতি, মুনিবাক্যের গৌরব রক্ষা করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলেন।

মহর্ষি যমদগ্নি অনিন্দ্যকীর্ত্তি নৃপতির আমন্ত্রণ করিয়া কামদুঘা ধেনু দোহন করিতে লাগিলেন। হস্তিশালা ও অশ্বশালা এবং নরগণের নিমিত্ত সর্ব্ববিধ অন্নসমন্বিত উন্নত তোরণ বিচিত্র গৃহ, সামন্তযোগ্য মনোরম নিকেতন, রাজযোগ্য প্রাসাদ এবম্বিধ সমস্ত প্রয়োজনীয়, প্রকামরূপে দোহন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! গৃহাদিসমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে প্রবেশকরুন। আপনার এই মন্ত্রিগণ, এবং যাবতীয় মহান্ মানবগণ এই দিব্যগৃহে প্রবেশ করুন।

হস্তি অশ্বাদিগণ,এই শালাগৃহে,ভৃত্যাদি ও অন্যান্য মানববর্গ এই সমস্ত গৃহে প্রবিষ্ট হউক। মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া

রাজা সুশোভন গৃহেপ্রবেশ করিলেন এবং অন্যান্য রাজ-পুরুষ বর্গ যথাযোগ্য গৃহে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

মুনিবর পুনর্ব্বার নৃপবরকে কহিলেন, হে ভূপেন্দ্র! এই-পরিদৃশ্যমান সমস্ত উত্তম বস্তুই প্রজাপতির পরিকল্পিত,, আপনি ইন্দ্র, এই দিব্য সরসীজলে অবগাহন করুন। তাহা শুনিয়া সেই সুরেন্দ্রকল্প নৃপতি, তাহাতে অবগাহন করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিকে নৃত্য, গীত ও সুমধুর বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর মুনি, তাঁহাকে সুশোভন বসনযুগল অর্পণ করিলেন,রাজা বসন পরিধানপূর্ব্বক উত্তরীয়ধারণে শোভমান হইয়া বিষ্ণুপূজা সমাপন করিলেন। অনন্তর যমদগ্নিমুনি,নৃপতি ও তাঁহার ভৃত্যগণকে দুগ্ধান্নময় মহাগিরি প্রদান করিলেন। হেরাজেন্দ্র! সেই সসৈন্যভৃত্য ভূপতি, ভোজন সমাপন করিলে, ভগবান্ আদিত্যদেব অস্তগিরিশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনীযোগে রাজা গীতাদিদ্বারা বিনোদিত হইয়া মুনিনির্ম্মিত মনোরম গৃহে শয়ন করিলেন।

অনন্তর সুনির্ম্মল প্রভাতকাল অবলোকন করিয়া, অবনী-পাল যমদগ্নির অনুত্তম আশ্রয় হইতে নির্গত হইয়া কিঞ্চিৎ ভূভাগ অতিক্রমনানন্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন; এই মহা তপোধনের কি মহীয়সী তপঃসিদ্ধি। হে পুরোহিতবর! ঐ মুনিবরের সর্ব্বার্থদায়িণী যে সুরভি আছেন, তাঁহারই এই দেবস্পৃহনীয়া মহীয়সী শক্তি। এ বিষয়ে আপনি কি বলেন। রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরোহিত কহিলেন, মুনির সামর্থ মহৎ এবং তাঁহার এই ধেনুজনিত সিদ্ধিও আছে। হে নরাধিপ! তথাপি আপনি লোভপরবশ হইয়া এই ধেনু

হরণ করিবেন না। যদি আপনি এই ধেনু বলপূর্ব্বক হরণ করেন, তবে আপনার সৈন্যগণের বিনাশ সুনিশ্চিত জানিবেন। অনন্তর মন্ত্রিবর কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণগণের প্রিয়, তাঁহার সপক্ষের পোষণজন্য রাজকার্য্য পরিদর্শন করেন না। হে রাজেন্দ্র! আপনি নিক্রান্ত হইলে, সেই সুরভি বিবিধগৃহ ও সে সমস্ত সুবর্ণপাত্র শয়নাদি সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তৎক্ষণাৎ উপসংহার করিলেন। আমরা তাহা অবলোকন করিলাম। সেই উত্তমা ধেনু আপনারই যোগ্য, যদি অভিলাষ করেন, তবে আমরা তথায় গমনপূর্ব্বক আনয়ন করি; পুরোহিতের প্রবোধোক্তি বিফলা জানিবেন। মন্ত্রির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তাহা স্বীকার করিলেন। মন্ত্রীও তথায় গমন করিয়া সুরভিকে হরণ করিবার উদ্যম করিলেন। ভার্য্যার সহিত যমদগ্নি মুনি, মন্ত্রিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী কহিলেন, হে মুনে! এই সুরভি রাজযোগ্যা, আমাদের মহারাজকে প্রদান করুন। আপনি ত শাকমূলফলাহারী ব্রাহ্মণ, এবম্বিধ কামদুঘা ধেনুতে আপনার প্রয়োজন কি? ইহা বলিয়া মন্ত্রী বলপূর্ব্বক ধেনু হরণ করিবায় উপক্রম করিলেন। পুনর্ব্বার পত্নীরসহিত মুনিবর তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুরাত্মা মন্ত্রী, মুনিকে হনন করিয়া ব্রহ্মবধপুরঃসর ধেনু লইয়া চলিলেন সুরভি আকাশপথে সুরলোকে গমন করিলেন। রাজাও ক্ষুব্ধহৃদয় হইয়া নিজরাজধানী মাহিষ্মতীপুরে প্রতিগমন করিলেন।

মুনিপত্নী সাতিশয় দুঃখভরে কাতরা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে

রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি দুঃখক্রোধে ব্যাকুলা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে একবিংশতিবার আপন কুক্ষি-দেশে করতাড়না করিলেন। পরশুরাম রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া বনভূমি হইতে সমিৎপুষ্প আহরণ করিয়া করে করালকুঠার ধারণপূর্ব্বক মাতৃসন্নিধানে আগমন করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আমি নিমিত্তবশাৎ (১) সমস্তই অবগত হইয়াছি। দুরাত্মা দুষ্টচরিত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে সমরে শীঘ্রই নিহত করিব। আপনি একবিংশতিবার দুঃখভরে কুক্ষিতাড়না করিয়াছেন। সেই হেতু আমিও একবিংশতিবার পৃথিবী নৃপতিশূন্য করিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, করে কুঠার ধারণপূর্ব্বক মহীষ্মতীপুরে গমন করিয়া কার্ত্তবীর্য্যকে আহ্বান করিলেন। অর্জ্জুনও অনেক অক্ষৌহিণীসেনা সমভিব্যাহারে রণভূমে আগমন করিলেন। শর, অসি, প্রাস, তোমরাদি সহস্র সহস্র অস্ত্র শস্ত্রদ্বারা উভয়ের ঘোরতর রোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইল।

অনন্তর অচিন্ত্যাত্মা, পরজ্যোতিঃ মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুস্বরূপ প্রভূত পরাক্রম ও অদ্ভুতবিক্রম যামদগ্ন্য পরশু দ্বারা বহুতর ক্ষত্রগণের সহিত কার্ত্তবীর্য্যের সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন এবং রোষভরে কার্ত্তবীর্য্যের ভুজবনচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুঠারচ্ছিন্ন সহস্র বাহু শালতরুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলে, পরশু দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যের মস্তক ছেদন করিলেন। বিষ্ণুহস্তে মৃত্যু লাভ

(১) দৈবসম্পৃক্তসূচক কারণ বলে।

করিয়া সেই রাজচক্রবর্ত্তী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক শোভমান হইয়া, দিব্যগন্ধানুলেপিত দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

অনন্তর মহাবলবিক্রম জামদগ্ন্য পরশু দ্বারা অবনিমণ্ডলে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়রাজগণকে হনন করিলেন। এইরূপে পরশুরাম অমর্ষভরে ত্রিসপ্তবার পৃথিবী ক্ষত্রশূন্য করিয়া ভূভার হরণ করত মহাত্মা কাশ্যপকে পৃথিবী প্রদান পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন।

এই আমি আপনার নিকট পরশুরামের অবতার কথা বর্ণন করিলাম। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

সাক্ষাৎ হরি, পরশুরামরূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিসপ্তবার ক্ষিতিপতিগণের সংহারপূর্ব্বক ক্ষাত্রতেজঃ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক, অদ্যাপি মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপস্যা করিতেছেন।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, যিনি দেববৈরি দশাননকে সবান্ধবে নিধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বিষ্ণুর অবতার কথা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পুলস্ত্য নামে মহামুনি ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিলেন। পুলস্ত্যের বিশ্রবা নামে এক রাক্ষসপুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহা হইতেই মহাবীর্য্য লোকরাবণ (১) রাবণের উৎপত্তি হয়।

---

(১) লোকে রাবণ বীর্য্যের রব যায়, অথবা যে কঠোরদৌরাত্ম্যে লোকগণকে আর্ত্তরব করাইয়াছিল।

রাবণ অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট বরলাভে দুর্জ্জয় হইয়া ত্রৈলোক্যমণ্ডলী সন্তাপিত করিয়া তুলিল। সেই দুষ্টাত্মা পুরন্দরসহিত দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, যক্ষগণ, দানবগণ, এই সকলকেই পরাজিত করিয়া বিবিধ রত্ন ও ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী হরণ পূর্ব্বক নিজস্ব করিল।

হে নরাধিপ! বরদর্পিত রাবণ, রণে যক্ষরাজ কুবেরকে নির্জ্জিত করিয়া তাঁহার মনোমুগ্ধকরী লঙ্কাপুরী ও শোভমান পুষ্পক বিমান হরণ করিল। রাক্ষসগণের অধিপতি হইয়া দশানন লঙ্কাপুরে রাজধানী স্থাপন করিল। তাঁহার বহুতর অমিততেজা পুত্র উৎপন্ন হইল। মহাবল বিক্রমশালী কোটি কোটি রাক্ষস রাবণাশ্রয়ে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া লঙ্কানগরীতে বাস করিতে লাগিল। দেব, ঋষি, মানব, বিদ্যাধর ও যক্ষ-গণকে দিবারাত্র সংহার করিতে লাগিল। চরাচর জগৎ রাবণভয়ে কম্পান্বিত হইতে লাগিল। সমস্ত জীববর্গ আত্যন্তিক দুঃখভরে অভিভূত হইল। সেই কালে বিগতবীর্য্য ইন্দ্রাদি দেবগণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, গুহ্যকগণ, ভুজঙ্গমগণ, যক্ষগণ এবং অন্য যে কেহ স্বর্গনিবাসী ছিল, সকলেই মিলিত হইয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মা ও শঙ্করদেবকে অগ্রে করিয়া ক্ষীরসাগরের পবিত্র তীরে গমন করিলেন। সুরগণ সেই স্থলে দেবদেব নারায়ণের আরাধনা করিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। ব্রহ্মাও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক সংযতচিত্তে নারসিংহের স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ক্ষীরাব্ধিনিবাস! নাগপর্য্যঙ্কশায়িন্! কমলাশ্রীকর-সংহৃষ্ট! দিব্যপাদ! বিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার করি। হে যোগনিদ্র! হে যোগাঙ্গ! ভাবিতাত্মন্! গরুড়াসন! যোগজ্ঞ, দেব! ভূতভাবন! গোবিন্দ! আপনাকে নমস্কার করি। হে ক্ষীরাব্ধিকল্লোলসংহৃষ্টগাত্র! শার্ঙ্গিন্! অরবিন্দপাদ! পদ্মনাভ! ভক্তার্চ্চিতপাদ! চারুজঙ্ঘ! বিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার করি। হে শুভাঙ্গ! হে সুনেত্র! হে সুললাট! হে সুকেশ! হে সুবেশ! হে সুনাস! হে সুবক্ত্র! হে সুবাহো! হে সুকণ্ঠ! হে সুবক্ষঃ! হে সুকর্ণ! হে সুভ্রু! হে চারুদন্ত! হে চারুদেহ! আপনাকে প্রণাম করি। হে মাধব! হে চক্রিন্! হে শ্রীধর! হে গদাধর! হে শার্ঙ্গিন্! দিব্য কেশব! আপনাকে নমস্কার করি। হে ধর্ম্মপ্রিয়! দেব! বামন! আপনাকে নমস্কার করি। হে অসুরঘ্ন! হে উগ্র! হে রাক্ষসনাশিন্! হে দেবকর্ম্মকারিন্ লোকনাথ! হে রাবণান্তকারিন্! আপনাকে নমস্কার করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হৃষীকেশ পরমেষ্ঠী প্রজাপতির স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া নিজরূপ প্রদর্শন করিয়া লোকনাথে কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ! কি নিমিত্ত দেবগণের সহিত এখানে আগমন করিয়া আমার স্তুতি করিলে, তাহা আমার নিকট প্রকটিত কর।

প্রভবিষ্ণুবিষ্ণু কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া প্রজাপতি দেবগণের সহিত জনার্দ্দনকে কহিতে লাগিলেন, হে বিভো! দুষ্টাত্মা রাবণ অখিল জগৎ বিনাশ করিল, ইন্দ্রাদি দেবতা-

গণকে সে বহুবার পরাজিত করিয়াছে; রাক্ষসেরা মানুষ-গণকে ধরিয়া নিরন্তর ভক্ষণ করিতেছে; তাহাতে সকল যজ্ঞই বিনষ্ট হইয়াছে। শত শত সহস্র সহস্র দেবকন্যা বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি বিনা সেই দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকে বধ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই; আপনি রাবণের বধসাধন করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে হিতকর বাক্য কহি-তেছি, অবহিত হইয়া সুরগণসহিত শ্রবণ কর।

পৃথবীতলে সূর্য্যবংশজাত, দশরথনামে বিখ্যাত শ্রীমান্ ওধীমান্ মহাবীর্য্য রাজা আছেন। আমি, রাবণ বিনাশের নিমিত্ত, চারি অংশে বিভক্ত হইয়া তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম-গ্রহণ করিব। হে দেবতাগণ! তোমরা সকলে, নিজ নিজ অংশে বানররূপে অবনিতলে অবতীর্ণ হও। এইরূপেই রাবণের বিনাশ সাধন হইবে।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, সুরগণের সহিত নারায়ণকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দেবতাগণ, নিজ নিজ অংশে অবনীতলে অবতরণ করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ পুত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত বেদপারগ মুনিগণ দ্বারা পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তদনন্তর, দেবপ্রেরিত ভূতবিশেষ, সুবর্ণ পাত্রস্থ চরু অন্ন গ্রহণ করিয়া সত্বর অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত হইল। মুনিগণ, সেই অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দারা দুইটী পিণ্ড প্রস্তুত ও অভি মন্ত্রিত করিয়া কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে প্রদান তরিলেন। উভয়ে যখন সেই চরুপিণ্ড ভক্ষণ করিতেছিলেন, সেইসময়ে

সুমিত্রা ভগিনীকে অল্প অংশপ্রদান করিলেন। তাঁহারা তিনজনেই যথাবিধি সেই চরু অন্ন ভক্ষণ করিয়া তৎপ্রভাবে তিন রাজপত্নীই গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে তিন মহিষী চারি পুত্র প্রসব করিলেন। এইরূপে জগতী পতি জনার্দ্দন, দশরথের ঔরসে চারিঅংশে বিভক্ত হইয়া, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন এই চারিমূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক অবনী-তলে অবতীর্ণ হইলেন। মুনিগণকৃত জাতকর্ম্মাদিসংস্কার প্রাপ্ত হইয়া বালকগণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ নিয়ত একত্র আহার বিহার ও বিচরণ করিতেন। জন্মাদিসংস্কার সম্পন্ন হইয়া মহাবীর্য্যবান্ রামলক্ষ্মণ, পিতার প্রীতিকর হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা বেদ ও ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

এইকালে মহাতপাঃবিশ্বামিত্র, মধুসূদনের প্রীতির নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞারম্ভ করিলেন। বহুতররাক্ষসগণ, তাঁহার যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। তিনি যজ্ঞ-রক্ষার্থ রামলক্ষ্মণকে,লইয়া যাইবার নিমিত্ত দশরথভবনে উপ-নীত হইলেন। মহামতি দশরথ,তাঁহাকে দর্শন করিয়া,গাত্রো-ত্থান পুরসর বিধিপূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্যাদিদ্বারা মহর্ষির পূজা করিলেন। তপোনিধি বিশ্বামিত্র, পূজিত হইয়া রামসন্নি-ধানে রাজাকে কহিলেন, রাজন্ যে নিমিত্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, কহিতেছি শ্রবণ করুন। বহুতর দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস মিলিত হইয়া আমার যজ্ঞ বিঘাত করিতেছে, আমার যজ্ঞরাক্ষার্থ, রামলক্ষ্মণকে আমার সহিত প্রেরণ করুন।

দশরথ বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষন্নবদনে

মহর্ষিকে কহিলেন, হে মহামুনে! আমার বালক-পুত্র যুগলেরদ্বারা আপনার কি কার্য্য সাধিত হইবে? আমি আপনার সহিত গমন করিয়া বলপূর্ব্বক যজ্ঞ রক্ষা করিব। বিশ্বামিত্র পুনশ্চ কহিলেন, রাক্ষসগণ রামেরই সাধ্য, আপনার নহে। অতএব রামকে আমার সহিত প্রেরণ করুন, চিন্তা করিবেন না। ধীমান্ বিশ্বামিত্র এই কথা কহিলে, রাজা তাঁহার ভয়ে ক্ষণকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া পরক্ষণেই কহিলেন, হে মহর্ষিপ্রবর! আমি যাহা কহিতেছি, প্রসন্ন হইয়া শ্রবণ করুন। রাম অজ্ঞ বালক, আমি ইহার সহিত গমন করিব কিন্তু ইহার জননী ইহার বিরহে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। অতএব আমি চতুরঙ্গবলের সহিত গমন করিয়া রাক্ষসকুল বিনাশ করিব, এইরূপ মানস করিতেছি। বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার অপ্রমিততেজঃসম্পন্ন মহারাজকে কহিলেন, রাজন্! আপনি রামচন্দ্রকে অজ্ঞ বা অক্ষম মনে করিবেন না; ইনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। তোমার এই তনয়যুগল, নরনারায়ণ; তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। হে নরেশ্বর! দুষ্টগণের দমনের নিমিত্ত ও শিষ্টগণের প্রতিপালনের নিমিত্ত, নারায়ণ আপনার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি বা ইহার জননী ইহাঁর নিমিত্ত শোক করিবেন না। আমি আপনাকে পুনশ্চ আনিয়া দিব। দশরথ তাঁহার শাপ ভয়ে রামলক্ষ্মণকে প্রেরণ করিবেন, স্বীকার করিলেন। বিশ্বামিত্র অনুজসহিত রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সিদ্ধাশ্রমে গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। মহর্ষিকে প্রস্থানপর দেখিয়া, কৌশল্যার সহিত নৃপতি অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক মুনিবরকে কহি-

লেন, হে মহামুনে! আমি পূর্ব্বে অপুত্র ছিলাম, বহুকষ্টে যজ্ঞ কর্ম্মদ্বারা মুনিগণের প্রসাদে এক্ষণে পুত্রবান্ হইয়াছি; আমার বিশেষতঃ ইহার জননীর পুত্রবিরহ সহ্য হয় না। আপনি করুণা করিয়া শীঘ্রই ইহাদিগকে আনিয়া দিবেন।

কৌশিক কহিলেন, আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, আপনার তনয়যুগলকে আনিয়া অর্পণ করিব, আপনি চিন্তা করিবেন না। তাহা শুনিয়া রাজা অনিচ্ছুক হইলেও মুনিশাপ ভয়ে লক্ষ্মণসহিত রামচন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে লইয়া অযোধ্যা হইতে নির্গত হইলেন। এবং সরযূতীরে গমন করিয়া রামলক্ষ্মণকে ক্ষুৎপিপাসা প্রশমনী বল ও অতিবল নামে দুই বিদ্যা মন্ত্রের সহিত প্রদান করিলেন এবং বহুবিধ সমন্ত্রক অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা দিলেন। রামলক্ষ্মণ মন্ত্রদ্বয় ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

বিশ্বামিত্র উদারাত্মা মহর্ষিগণের মনোরম, দিব্যাশ্রম ও পুণ্যপ্রদস্থান সকল প্রদর্শন করিয়া ও সেই সেই স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া নৃপাত্মজযুগলকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। ক্রমে গঙ্গা এবং শোণ পার হইয়া রামলক্ষ্মণ মুনি, ধার্ম্মিক সিদ্ধগণকে সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিলেন। অনন্তর কালেরকরালবক্ত্রের ন্যায় তাড়কার ঘোরতর ভয়ঙ্কর বন দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। সেই বনে গমন করিয়া মহতপাঃ কৌশিকঋষি, অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে মহাবাহো! রামভদ্র! তাড়কানাম্নী রাক্ষসী রাবণের আদেশে এই মহাবনে বাস করিয়া থাকে, সেই

বিভীষণা রাক্ষসাঙ্গনা বহুতর মনুষ্য ও ঋষিপুত্রগণকে সংহার করিয়া ভক্ষণ করে, অতএব তুমি ইহাকে বধ কর। রামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আমি অদ্য কিরূপে স্ত্রীবধ করিব। মনিষীগণ স্ত্রীবধে মহাপাপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, ইহার নিধন হইলে, অখিল জনগণ নিরাকুল স্বাস্থ্যলাভ করিবে সেই হেতু ইহার বধ পুন্যপ্রদ।

মুনিবর বিশ্বামিত্রে এইরূপ কহিলে, বিবৃতাননা, মহাঘোরা তাড়কা নিশাচরী,ঘোররবে আগমন করিতে লাগিল। রাম তাহাকে ব্যায়তাননা দর্শন করিয়া মুনির আদেশে শরাসনে শরসন্ধান করিয়া মহাবেগে রাক্ষসীর উরস্থলে শর নিক্ষেপ করিলেন। তাড়কা শরাঘাতে দ্বিধা বিদারিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাড়কা নিহত হইলে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে আপন সিদ্ধাশ্রমে আনয়ন করিলেন। ঐ মনোরম আশ্রমস্থান, নানামুনিজনসেবিত ও নানাবিধ তরুলতায় আকীর্ণ। নানাবিধ কুসুমনিচয়, তাহার শোভা সম্বর্দ্ধিত করিতেছে; শৈলমালা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; নির্ম্মল নির্ঝরিণীগণ প্রবাহিত হইয়া তাহার শীতলতা সম্পাদন করিতেছে; বহুবিধ মৃগপক্ষীগণ সানন্দে বিচরণ করিছে; মুনিজনোচিত-শাক মূল-ফলসমন্বিত সেই রম্যবনে প্রবেশ করিয়া রামলক্ষ্মণ স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রামচন্দ্র! এই বন প্রসিদ্ধ ও

যোজনত্রয় বিস্তীর্ণ; এই স্থানে আমি যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আপনি ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করুন। রামচন্দ্র কহিলেন, হে মহামুনে! আপনি এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করুন, আমি রক্ষা করিলে কেহই ইহার বিঘ্ন করিতে সমর্থ হইবে না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর বিশ্বামিত্র শ্রদ্ধাবিনয়সমন্বিত হইয়া ঋত্বিক্ মুনিগণের সহিত যজ্ঞারম্ভ করিলেন; রাম-লক্ষ্মণ শরাসন উদ্যমিত করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র রজনীযোগে মুনির যজ্ঞ রক্ষা করিয়া জাগরিত থাকিতেন। ষষ্ঠ দিবস সমাগত হইলে সংশিতব্রত (১) মহর্ষিগণ যজ্ঞবেদী স্থাপন করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। উপাধ্যায় ও ঋত্বিক্গণ যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে গগনপ্রদেশে বর্ষাকালীন নীরদ-মণ্ডলের গর্জ্জনসদৃশ মহাশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। অনন্তর অনুচরগণের সহিত মারীচ ও সুবাহুপ্রভৃতি রাক্ষসেরা মায়া অবলম্বন করিয়া ধাবিত হইল।

রুধিরধারাবর্ষী রাক্ষসগণ আগমন করিতেছে দেখিয়া রাজীবলোচন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ লক্ষ্মণ! বজ্রনিনাদী মারীচ ও সুবাহু রাক্ষস এই স্থানে আগমন করিতেছে। অনন্তর অস্ত্রবিশারদ রামচন্দ্র রোষভরে সুবাহুর উরঃস্থলে এক শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সুবাহু আহত হইয়া অবনীতলে নিপতিত হইল। প্রস্তর-অস্থি-

(১) অধ্যবসায় সহকারে অবলম্বিতব্রত।

শোণিতবর্ষী মারীচকে ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিতাড়িত করিলেন। প্রলয়কালের জলধরতুল্যশব্দকারী মারীচ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে রাম ও লক্ষ্মণ ক্ষণকাল মধ্যেই সংহার করিয়া ফেলিলেন। মহাযশা বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ এইরূপে সংরক্ষিত হইল। মহর্ষি বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ সমাপিত করিয়া যথাবিধানে সদস্যগণের ও দ্বিজগণের পূজা করিলেন। ভক্তিপূর্ব্বক রামলক্ষ্মণের স্তুতি প্রশংসা ও পূজা করিলেন। দেবগণ যজ্ঞভাগ প্রাপ্তি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া রামভদ্রের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

রামলক্ষ্মণ রাক্ষসভয় নিবারণপূর্ব্বক সেই যজ্ঞ সমাপিত করিয়া মুনিসন্নিধানে নানাবিধ পুরাতনী কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র বিনীতাত্মা রামচন্দ্রকে অহল্যা-সন্নিধানে লইয়া গেলেন। অহল্যা, ইন্দ্রের ব্যভিচারবশাৎ স্বামিশাপে পাষাণভূতা হইয়া তথায় পড়িয়াছিলেন। রাম-দর্শনে শাপমুক্তা হইয়া গৌতমের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র চিন্তা করিলেন, কমললোচন রামচন্দ্রকে বধূর সহিত পিতৃভবনে লইয়া গেলে উত্তম হয়। অতএব জনকরাজের নিকেতনে গমন করিব। এক্ষণে সীতার স্বয়ম্বর সময় উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া রামলক্ষ্মণের সহিত মিথিলা যাত্রা করিলেন।

হে রাজন্! সেই সময়ে নানা দিগ্দেশীয় মহাবীর্য্য রাজপুত্রগণ জানকীর লাভ লালসায় জনকভবনে উপনীত হই-

লেন। জনকরাজও তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিতে লাগিলেন। জনকরাজ সীতার সহিত উৎপন্ন সুচিত্রিত বিচিত্র অট্টশোভাসমন্বিত, অর্চ্চিত, সুমহৎ মাহেশ্বর ধনু অতিবিস্তৃত রঙ্গস্থলে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়া দিলেন।

অনন্তর স্বয়ম্বরসময় সমুপস্থিত হইলে রাজা জনক উচ্চৈঃস্বরে রঙ্গস্থলে কহিতে লাগিলেন, ভোঃ ভোঃ নৃপনৃপাত্মজগণ! এই শরাসনে জ্যা যোজনা করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক যিনি ইহা ভগ্ন করিতে পারিবেন, এই সর্ব্বাঙ্গশোভনা সীতা তাঁহারই ধর্ম্মপত্নী হইবেন।

হে রাজন্! মহাত্মা জনক এইরূপ, প্রতিজ্ঞাবাণী শ্রবণ করাইলে, নৃপতিগণ ধনুকে গুণযোজনা করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন এবং সামর্থ্য সহকারে গুণারোপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। নৃপতিগণ সকলেই ক্রমে ক্রমে কার্ম্মুক বেগে বিতাড়িত ও কম্পিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন। রাজগণ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া রঙ্গস্থলে উপবেশন করিলেন।

সেই ভূপালবর্গ ভগ্নমনোরথ হইলে, মিথিলাপতি সেই শরাসন সংস্থাপিত করিয়া বীরাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেই সময়েই মহর্ষি বিশ্বামিত্র মিথিলাপতি জনকরাজের নিকেতনে আগমন করিলেন। জনক, রামলক্ষ্মণ ও শিষ্যগণের সহিত বিশ্বামিত্রকে গৃহাগত দেখিয়া যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন এবং রতিপতিপ্রতিম লাবণ্যগুণযুত, শীলাচারসমন্বিত, দ্বিজগণের অনুগত রাম লক্ষ্মণের যথাবিধি

পূজা করিলেন। অনন্তর জনকরাজ পুরটপীঠোপবিষ্ট (১) মুনি শিষ্যগণে পরিবৃত বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! আপনি এক্ষণে আমাকে কি আদেশ করিতেছেন? ধীমান্ মুনি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই মহাবাহু রাম, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু, ইনি দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত দশরথ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তবগৃহে অবতীর্ণা অব্ধি-কন্যা সীতা ইঁহাকে সমর্পণ কর। হে রাজেন্দ্র! সীতা বিবাহে শিবশরাসন ভঙ্গরূপ আপনার প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা আমরা অবগত আছি, অতএব সত্বর সেই হরধনু আনয়ন কর।

রাজা জনক মহর্ষির বাক্য শ্রবণে, বহুতর নৃপগণের মধ্যে সেইশিবধনু আনিয়া সংস্থাপিত করিলেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র আদেশ করিলে, কমললোচন, রামচন্দ্র, সেই নৃপগণের মধ্যে উত্থিত হইয়া, বিপ্রগণও দেবগণে প্রণাম-পূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া গুণারোপণ করিলেন এবং জ্যাশব্দে দিঙ্মণ্ডল পূরিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া সেই মহাশরাসন ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সীতাও শোভনা মালা গ্রহণ করিয়া রামের গলদেশে অর্পণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সন্নিধানে তাঁহাকে বরণ করিলেন।

অনন্তর ক্ষত্ররাজগণ, ক্রোধান্বিত হইল। তাহারা রামের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক ভীমরবে গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার উপর শরবর্ষণ আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে

(১) পুরট—স্বর্ণ. পুরট পীঠোপবিষ্ট. স্বর্ণপীঠে আসীন।

রামচন্দ্র, সত্বর ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক জ্যাশব্দে রাজগণকে কম্পান্বিত করিয়া তাহাদের সমস্ত শরজাল ধনুঃ ও পতাকা অবলীলায় ছেদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তরমিথিলাধিপতি, নিজসৈন্য সজ্জিত করিয়া রণে জামাতার রক্ষণ পূর্ব্বক পার্ষ্ণিগ্রহ (১) হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণও যুদ্ধে নৃপগণকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের হস্তি-অশ্বরথ-বাহনাদি কাড়িয়া লইলেন। রাজগণ ভীষণরণে বাহনাদি পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইল। লক্ষ্মণ, তাহাদিগকে হননকরিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কৌশিক ঋষি ও মিথিলাপতি তাহাকে নিবারণ করিলেন। জিতসৈন্য, ভ্রাতৃসমন্বিত, মহাবাহু রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া জনকরাজ, স্বকীয় সুশোভন ভবনে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর মিথিলাধিপতি কৌশিকের আদেশে দশরথের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। মহারাজ দশরথ দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুলকিত হইলেন এবং মহিষীগণের সহিত, হস্তিঅশ্বরথ ভৃত্যগণে সঙ্গে করিয়া সসৈন্যে মিথিলানগরে গমন করিলেন। রাজা জনক, যথাবিধানে তাঁহার সৎকার করিলেন এবং দশরথের অনুমতি অনুসারে রামচন্দ্রকে বীর্য্যশুল্কা সীতা সমর্পণ করিলেন। দশরথের লক্ষ্মণাদি অপর পুত্রগণকে আপনার রূপবতী অলঙ্কৃতা কন্যা-

---

(১) সৈন্যের বা যোদ্ধার পশ্চাদ্বর্ত্তী রাজা।

ত্রয় সম্প্রদান করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কমললোচন রামচন্দ্র মাতাপিতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত বহুবিধ ভোজনাদিদ্বারা প্রমোদিত থাকিয়া কতিপয় দিন সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। তদনন্তর দশরথ, সুতগণের সহিত অযোধ্যা গমনে সমুৎসুক হইলে, মিথিলাপতি নিজতনয়া সীতাকে বহুবিধ ধনরত্ন অর্পণ করিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে বহুতর দিব্যরত্ন ও সুশোভন বস্ত্র, হস্তী অশ্ব কর্ম্মযোগ্যাদাসী এবং বহুতর স্ত্রীরত্ন দান করিলেন।

অনন্তর শীতাংশুশীতলা, বহুরত্নবিভূষিতা, সুরূপা, সীতাকে রত্নভূষিত রথে আরোপিত করিয়া, বেদনির্ঘোষ দ্বারা বহুবিধ মাঙ্গলিককার্য্য সমাপনান্তর অযোধ্যাপুরী প্রেরণ করিলেন।

রাজা জনক, দশরথকে স্নুষা (১) সমর্পণানন্তর বিশ্বামিত্রকে নমস্কার করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মিথিলাপতির ভাগ্যবতী পত্নীগণ দুহিতৃগণকে সদাচার সচ্চারিত্রের শিক্ষা প্রদান করিয়া শ্বশ্রূগণে সমর্পণপূর্ব্বক পুরপ্রবেশ করিলেন।

রামচন্দ্র নিজসৈন্য সমভিব্যাহারে অযোধ্যা প্রস্থান করিতেছেন শ্রবণ করিয়া পরশুরাম তাঁহার পথরোধ করিলেন। রাজা দশরথ ও রাজপুরুষগণ উল্বণলোচন জামদগ্ন্যকে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখে ও শোকে পরিপ্লুত হইলেন।

---

(১) স্নুষ পুত্রবধু।

রাজপরিবার ও রাজমহিষীগণ ভার্গবভয়ে কম্পমান হইতে লাগিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, সেই সময়ে সকলের অগ্রে কহিতে লাগিলেন, রামচন্দ্রের পিতা, মাতা, পরিজন কেহই যেন রামের নিমিত্ত দুঃখ না করেন। রামচন্দ্র সাক্ষাৎ বিষ্ণু ও জগতের প্রাণনাথ, হে নৃপতে! ইনি বহুপুণ্যফলে আপনার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

অনন্তর পরশুরাম অগ্রস্থিত দশরথনন্দন রামকে কহিলেন, তুমি আপনার রামনাম পরিত্যাগ কর; নচেৎ আমার সহিত যুদ্ধ কর। তাহা শুনিয়া রঘুকুলোজ্জ্বল রামচন্দ্র স্মিতমুখে মার্গাবরোধক ভার্গবকে কহিলেন, ক্ষত্র হইয়া যুদ্ধভয়ে কিরূপেই বা নাম পরিত্যাগ করিতে পারি, স্থির হউন, আপনার সহিত যুদ্ধই করিব। অনন্তর কমললোচন বীরপ্রবর রামচন্দ্র বীরবরের অগ্রভাগে একাকী থাকিয়া, মৌর্ব্বী (১) শব্দে কানন ভূমি কম্পান্বিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বিষ্ণুতেজ পরশুরামের দেহ হইতে নির্গত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে রামমুখে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে ভার্গবরাম প্রসন্নবদনে রাঘব রামকে কহিতে লাগিলেন, রাম! রাম! আপনি মহাবাহু; আপনি রাম, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আপনি ভগবান বিষ্ণু, ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা অদ্য আমি জানিতে পারিলাম। আপনি যথেচ্ছ গমন করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনপূর্ব্বক দেবকার্য্য সম্পাদন করুন। আপনি যথেচ্ছ গমন করুন, আমি

(১) মৌর্ব্বী—ধনুর গুণ।

তপোবনে গমন করিব। ইহা কহিয়া যামদগ্ন্য মুনি রামচন্দ্রের পূজা করিয়া তাপসগণে পরিশোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন।

অনন্তর দশরথ, রামচন্দ্রের পুনর্জ্জন্ম বিবেচনা করিয়া পৌরগণের সহিত তথা হইতে পুরী প্রস্থান করিলেন। শঙ্খ তূর্য্যাদির নিঃস্বনে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া রামের সহিত অযোধ্যা নগরী প্রাপ্ত হইলেন এবং অট্টশোভা সমন্বিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র, রামলক্ষ্মণকে সন্নিধানে নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমভরে পুলকিত হইলেন এবং দশরথের ও বিশেষতঃ মাতৃগণের সম্মুখে রামলক্ষ্মণকে সমর্পণ করিয়া, দশরথের পূজা গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র অনুজ ও ভার্য্যাসহিত পিতার একমাত্র বল্লভ রামচন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া শ্লাঘাসহকারে হর্ষভরে পুনঃ পুনঃ হাস্য করিয়া শিষ্যগণের সহিত সিদ্ধাশ্রমে গমন করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, কমললোচন মহাতেজা রামচন্দ্র, দারপরিগ্রহ করিয়া মাতা পিতা এবং জনগণের পরমা প্রীতিউৎপাদন পূর্ব্বক সর্ব্বসম্ভোগ্য বস্তুর রসাস্বাদন পুরঃসর অযোধ্যানগরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রঘুপতি রামচন্দ্রের প্রতি অযোধ্যা বাসিজনসাধারণ সকলেই প্রীতি ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর, ভরত, শত্রুঘ্ন

ভ্রাতার সহিত মাতুলভবনে গমন করিলেন। তদনন্তর রাজা দশরথ, পুত্র রামচন্দ্রকে যুবা শোভন দর্শন, সুধীও বলশালী সন্দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন যে, রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, আমি পরাৎপর বৈষ্ণবপদ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রযত্ন পর হইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা সত্বর মন্ত্রী, ভৃত্য, প্রজাও মহীপালগণকে আদেশ করিলেন যে, ঋষি-সম্মত যাহাকিছু অভিষেকদ্রব্যের প্রয়োজন তৎসমস্তই সত্বর আহরণ করিয়া আনায়ন কর। দূতগণ,আমার আদেশে নৃপালগণকে সৎকারপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসুক। অযোধ্যাপুরী সাতিশয় শোভান্বিতা হইয়া বিরাজমানা হউক। জনগণ, সর্ব্বত্রই নৃত্যগীত বাদ্য ও আনন্দ ধ্বনিতে প্রতিনাদিত করুক। যাহা, পুরবাসীগণের পরমানন্দ সম্পাদন করিবে এবং যাহা দেশবাসিগণের ও বিপ্রগণের পরমাপ্রীতি উৎপাদন করিবে, সেইরামের রাজ্যাভিষেক, কল্যপ্রাতে নিষ্পন্ন হইবে জানিও। মন্ত্রিগণ, মহারাজের এইরূপ মনোহরবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আপনি যে সুশোভনবাক্য বলিলেন, তাহা আমাদিগের সকলেরই পরমপ্রীতিকর। তাঁহাদেরবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাদশরথ পুনর্ব্বার কহিলেন,আমার আদেশে সত্বরই অভিষেক সামগ্রীসম্ভার আহরণ কর। এই অযোধ্যাপুরী সর্ব্বত্র শোভান্বিত অট্টরাজি ও যাগমণ্ডপে সুষমা ধারণ করিয়া বিভ্রাজমানা হউক। রাজা পুনঃ পুনঃ এইরূপ উদীরণ করিলে মন্ত্রিগন সত্বর হইয়া সেই সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিলেন। রাজা হর্ষান্বিত হইয়া শুভদিনের প্রতীক্ষা

করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা,লক্ষ্মণ,সুমিত্রা, এবং নাগরিক-জনগণ, রামাভিষেক আকর্ণন করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হই-লেন। শ্বশ্রূ এবং শ্বশুরের সম্যক্ শুশ্রূষাশালিনী জনক-নন্দিনী ভর্ত্তার মাঙ্গলিক শোভনবাণী শ্রবণ করিয়া হর্ষান্বিতা ও আহ্লাদিতা হইলেন।

কল্যপ্রাতঃকালে উদারাত্মা রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইবে, জানিয়া, কৈকেয়ীর মন্থরা নাম্নী কুব্জরূপিণীদাসী, আপনস্বামিনী কেকয়নন্দিনীকে কহিতেলাগিল ; হে সুশো-ভনে সুভগে মহারাজ্ঞি! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। তোমার পতি মহারাজ অযোধ্যাপতি, তোমারই সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছেন, জানিতে পারিতেছ না। রাজা কৌশল্যা-পুত্ররামকে কল্যপ্রাতঃকালেই কোশলরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, বাহন, কোষ, ভৃত্য রাজ্যাদি সমস্তই সমর্পণ করিতেছেন। ঐ সমস্তই রামের হইবে, হায়! তোমার ভরতের কিছুই হইবেনা ; ভরত অকিঞ্চন হইবেন। ভরতও এক্ষণে দূরদেশস্থ মাতুলকুলে গমন করিয়াছেন। হায় কি কষ্ট! তুমি এমন মন্দভাগিনী, যে তোমাকে সপত্নীর আজ্ঞাকরী কিঙ্করী হইতে হইল।

কেকয়ী মন্থরার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াই কহিলেন, মন্থরে! অদ্যই এইস্থানে আমার প্রভাব পরিদর্শন কর। হে বিচক্ষণে! যেরূপে অখিলরাজ্য ভরতেরই অধিকারভুক্ত ও রামের সদ্যই বনবাস হইবে, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইলাম। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গ হইতে অলঙ্কার, বসন, পুষ্প-মাল্যাদি উন্মোচন করিয়া, স্থূলমলিনছিন্নবসন পরিধানপূর্ব্বক

বিরূপিনী কৃষ্ণা ও কশ্মলাঙ্গী (১) ভস্মধূলিধূসরিততনু, ম্লান-বদনা, সুদুঃখিতা ও অশ্রুমুখী হইয়া দীপপ্রভা প্রশমনপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে পৃথ্বীতলে শয়ান হইয়া রহিলেন।

রাজা দশরথ সন্ধ্যাকালীন উপাসনা সমাপনপূর্ব্বক, সভা প্রবেশ করিলেন। তথায় মন্ত্রিগণের সহিত সকল বিষয়ের মন্ত্রণাপূর্ব্বক বশিষ্ঠাদি ঋষিগণদ্বারা পুণ্যাহে স্বস্তিবাচনপুরঃসর, সর্ব্বসম্ভারপূরিত সর্ব্বতূর্য্যনিনাদিত শঙ্খ কাহাল নিঃস্বন সমন্বিত, নৃত্যগীতসমাকীর্ণ মঙ্গল্যমণ্ডপে বৃদ্ধিভাগরণের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে স্থাপিত করিয়া, স্বয়ং তথায় কিছুকাল অবস্থানপূর্ব্বক প্রীত হইয়া, জরৎপরিরক্ষিত (২) কৈকেয়ীর গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া কহিলেন, অদ্য রামাভিষেকজনিত হর্ষভরে নীচগণও মহোৎসবে আপন আপন ভবনমণ্ডপ অলঙ্কৃত করিয়াছে, অয়ি! অনিন্দিতে! তুমি কেন গৃহ সকল অলঙ্কৃত কর নাই। এই বলিয়া নৃপতি, প্রদীপজ্বালিয়া গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, নিজকামিনী কেকয়রাজনন্দিনী, মলিনাঙ্গী হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! ইহা কি তোমার অপ্রিয়? এই বলিয়া তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে সুশোভনে! রামচন্দ্র নিয়তই আপন জননী অপেক্ষা তোমার প্রতি অধিকতর ভক্তি করিয়া থাকে। কল্য প্রাতঃকালে

---

(১) কশ্মলাঙ্গী—মলিনাঙ্গী।

(২) জরৎ—জীর্ণজন বৃদ্ধ।

সেই রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইবে, তুমি সানন্দে সর্ব্বকার্য্য সুসম্পন্ন কর। রাজা এইরূপ কহিলে, অশুভকারিণী কৈকেয়ী কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না। কেবল রোষভরে দীর্ঘ ও উষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃদুস্বনে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা স্বকীয়করযুগলদ্বারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া রোষপ্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, তোমার কি দুঃখের কারণ উপস্থিত হইয়াছে বল। হে সুশোভনে! বস্ত্র, আভরণ, ধন, রত্ন যাহা কিছু অভিলাষ কর, তৎসমুদায়ই নিঃশঙ্কচিত্তে ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিয়া সুখিনী হও। মহাত্মা রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে বহুমান প্রদর্শন কর।

নৃপতিপ্রবর এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, পাপলক্ষণা নির্ঘৃণা, কুমতিগ্রস্তা কুব্জাশিক্ষিতা কৈকেয়ী, নিজপতি নরপতি প্রতি অতি নিষ্ঠুরাক্ষর ক্রূরবাক্য কহিতে লাগিল, হে রাজন্! আপনার যাহা কিছু রত্ন ধন, তাহা আমারই, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবাসুরগণের মহাযুদ্ধে বিক্ষত হইলে আমার শুশ্রূষায় স্বাস্থ্যলাভ করিয়া প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক পূর্ব্বে আমাকে দুই বর প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আমাকে প্রদান করুন। তাহা শুনিয়া রাজা প্রেয়সীকে কহিলেন, তোমার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া আমি, পূর্ব্বে দুই বর দিতে প্রতিশ্রুত আছি, তাহা কি তোমাকে প্রদান করি নাই। হে কল্যাণি! তজ্জন্য আর তোমাকে দুঃখ করিতে হইবে না। তুমি অনর্থক শোক পরিহার কর, রামাভিষেকজনিত হর্ষ ভজনা করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সুখিনী হও।

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কলহপ্রিয়া কৈকেয়ী, রাজার মরণকারণ অত্যন্ত কঠোর বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে বিভো! পূর্ব্বদত্ত বরদ্বয় যদি আমাকে প্রদান করেন, তবে কল্য প্রাতঃকালেই কৌশল্যাপুত্র রাম, দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়া দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করুক এবং ভরতের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হউক।

রাজা কৈকেয়ীর এই ঘোরতর অপ্রিয়বচন শ্রবণানন্তর জ্ঞানহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কৈকেয়ীও আপন অঙ্গ বিভূষিত করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র কৈকেয়ী সুমন্ত্র দূতকে কহিলেন, মহারাজের আজ্ঞায় সত্বর রামকে এখানে আনয়ন কর। রাম পুণ্যদিনে দ্বিজগণকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন ও শঙ্খতূর্য্যরবান্বিত হইয়া যাগমণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন। দূত তথায় গমন করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, হে রামচন্দ্র! আপনার পিতা কেকয়নন্দিনীর ভবনগমনে আদেশ করিতেছেন। তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র সত্বর গাত্রোত্থান পুরঃসর ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক কৈকেয়ীভবনে গমন করিলেন। রামকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নির্ঘৃণা কেকয়ী কহিতে লাগিল, হে বৎস! তোমার পিতার মত যেরূপ, তাহা আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাবাহু! তুমি দ্বাদশ বৎসর বনগমন কর। হে বীর! তপস্যায় নিশ্চিতমতি হইয়া এখনি বনগামী হও, বিলম্ব করিও না। বৎস! তুমি মানসে ইহার বিচার করিও না। পিতৃগৌরবে আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সত্বর ইহা সম্পন্ন কর।

কমললোচন রামচন্দ্র পিতার এই আদেশবাক্য, কৈকেয়ী-

মুখে শ্রবণ করিয়া "তাহাই করিব" এইরূপ অঙ্গীকারপূর্ব্বক উভয়ের চরণে নমস্কার করিয়া কৈকেয়ীর গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, এবং গৃহে গমন করিয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কৌশল্যার ও সুমিত্রার চরণযুগলে প্রণিপাতপূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলেন। তচ্ছ্রবণে পৌরগণ আত্যন্তিক দুঃখশোকে পরিপ্লুত হইল। সৌমিত্রি, কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমুত্থান করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ, মহামতি রামচন্দ্র লোহিত লোচন লক্ষ্মণকে বহুবিধ ধর্ম্মসমন্বিত বাক্য দ্বারা নিবারিত করিলেন।

অনন্তর রাজীবলোচন রাঘবনন্দন তত্রস্থ বৃদ্ধগণে ও মহর্ষিগণে প্রণাম করিয়া বনগমনের নিমিত্ত সত্বর রথে আরোহণ করিলেন। উদ্ভূতযৌবন রামচন্দ্র সর্ব্বভোগবিসর্জ্জন করিয়া পিতার আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক বনগমনে উদ্যত হইলেন। আত্মীয়স্বজনগণে আমন্ত্রণ করিয়া এবং শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বসন প্রদান পূর্ব্বক বালক শত্রুঘ্ন এবং সংজ্ঞাহীন শ্বশুরকে আমন্ত্রণানন্তর রোরুদ্যমান পৌরজনগণকে সন্দর্শন করিতে করিতে জনকদুহিতা সীতা সত্বর রথে আরোহণ করিলেন। রামচন্দ্র সীতার সহিত রথারোহণে গমন করিতেছেন, দেখিয়া সুমিত্রা দুঃখভরে নিজপুত্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে গুণাকর হৃদয়নন্দন! তুমি রামচন্দ্রকে দশরথ এবং জনকাত্মজা সীতাকে সুমিত্রাজননী বলিয়া জানিবে এবং অযোধ্যাপুরী অটবী বলিয়া অবগত হও। হে পুত্রক! তুমি ইহাদের সহিত বনগমন কর। স্তন্যাক্তদেহা সুমিত্রা এইরূপ কহিলে, ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ মাতৃ-

চরণে প্রণাম করিয়া মনোরম স্যন্দন-বন্দনপুরঃসর তাহাতে আরোহণ করিলেন।

রামলক্ষ্মণ ও পতিব্রতা সীতা, অভিষেক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বনপ্রস্থান করিলেন। রাজীবলোচন রাম অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে মন্ত্রিগণ, পৌরমুখ্যগণ ও পুরোহিতগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রামের অনুগমন করিলেন এবং রামসন্নিধানে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহু রামচন্দ্র! আপনি বনগমনের যোগ্য নহেন, হে রাজপুত্র! নিবৃত্ত হও; আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন! রঘুকুলধুরন্ধর সত্যব্রত রামচন্দ্র তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে অমাত্যবর্গ! পৌরগণ ও পুরোহিতগণ! আপনারা গতব্যথ হইয়া প্রতিগমন করুন। আমি দ্বাদশবৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া পিতার সত্যব্রত প্রতিপালন পূর্ব্বক পিতৃগণের ও মাতৃগণের চরণযুগল অবলোকন করিবার নিমিত্ত সত্বর আগমন করিতেছি। সত্যপরায়ণ রামচন্দ্র তাহাদিগকে ইহা কহিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পৌরজনগণ পুনর্ব্বার তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলে কৌশল্যানন্দন পুনশ্চ তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে মহাভাগগণ! আপনারা অযোধ্যানগরী প্রতিগমনপূর্ব্বক তথায় অবস্থিত হইয়া পিতা, মাতা, ভরত শত্রুঘ্ন ও তত্রস্থ সমস্ত প্রজা প্রতিপালন করুন, আমি তপস্যার্থ বনবগমন করিব।

পৌরগণ মন্ত্রিগণ ও জানপদগণ রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন ভ্রাতঃ! সীতাকে মিথিলাপতি জনকরাজের নিকট রাখিয়া আইস,

জানকী জনকজননীর বশবর্ত্তিনী হইয়া অবস্থিতি করুন। তুমিও পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া অযোধ্যায় অবস্থিতি কর। আমি বন গমন করিব। তাহা শুনিয়া, ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আমার প্রতি করুণা করিয়া এরূপ আজ্ঞা করিবেন না। আপনি যেখানে গমন করিবেন, আমিও তথায় গমন করিয়া সুখী হইব। লক্ষ্মণ এই বাক্য বলিলে, রামচন্দ্র সীতাকে কহিলেন, হে শোভনাননে জানকি! আমার আদেশে তুমি জনকের নিকট গমন কর; অথবা সুমিত্রাগৃহে বা কৌশল্যাভবনে গমন করিয়া আমার পুনরাগমনপর্য্যন্ত দুহিতার ন্যায় অবস্থিতি কর। তাহা শুনিয়া সীতা পদ্মকুট্মলনিভকরযুগলে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মহাব্রত অরিন্দম! রঘুনন্দন! আপনি বনগমন করিয়া যেখানে বাস করিবেন, আমিও আপনার সহিত সেই স্থানে অবস্থিতি করিব। হে সত্যসন্ধ! আমি আপনার বিয়োগযাতনা সহ্য করিতে পারিব না। অতএব প্রার্থনা করি, আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া অনুমতি করুন, আমি আপনার অনুগামিনী হইব। বিনয়নম্রবচনে জানকী এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার বদন-সুধাকর ম্লান হইয়া উঠিল, তদ্দর্শনে ধর্ম্মবিৎ রামচন্দ্র সীতাকে আর নিবারণ করিলেন না।

অনন্তর রামচন্দ্র পৃষ্ঠভাগে অবলোকন করিয়া দেখিলেন, নানাবিধ যানবাহন সঙ্গে লইয়া বহুতর পুরবাসিগণ ও জানপদগণ ও অবলাবর্গ তাঁহাদিগকে বনগমনে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছে, তিনি সত্বর হইয়া কহিলেন, হে জানপদবর্গ

আপনারা অযোধ্যাপুরী প্রতিগমন করুন। আমি তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া সত্য কহিতেছি, লক্ষ্মণ ও নিজ ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে দ্বাদশবৎসর বাস করিয়া, সত্বর এখানে আগমন করিব। সীতা কহিলেন, হে পতিব্রতা পুরকামিনীগণ! আপনারা গৃহে প্রতিগমন করুন, আমি ভর্ত্তার সহিত বনগমন করিয়া দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে আপনাদিগকে দর্শন করিয়া সুখিনী হইব। তাহা শুনিয়া পৌরজনপদগণ ও পুরনারীগণ কি করিবেন, অগত্যা অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

পৌরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে রামচন্দ্র গুহকের আশ্রমে গমন করিলেন, গুহক স্বভাবতই রামভক্ত ও বৈষ্ণব, সে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক কহিল, রাম! আমি তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল।

রামচন্দ্র গুহকের সহিত পুণ্যস্থানে গমন করিলেন। ঐ পবিত্র ভূমি, আপন পূর্ব্বপুরুষ ভগীরথকর্ত্তৃক মহতী তপস্যা দ্বারা আনীতা শুভদায়িনী সর্ব্বপাপহারিণী গঙ্গার মৎস্য-মকরসঙ্কুলস্ফাটিকনিভঊর্ম্মিমালায় আকুলা ও বহুতর তপোধনগণে অধ্যুষিতা (১)। গুহক নৌকা আনয়ন করিলে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত গঙ্গাপার হইয়া ভরদ্বাজ মুনির পুণ্যাশ্রমে গমন করিলেন। তাঁহারা তত্রত্য প্রয়াগ তীর্থে যথাবিধি স্নান সমাপনানন্তর ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক পূজিত

(১) কৃতাধিবাসা।

হইয়া নির্ম্মল প্রভাতকালে মুনির অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক তদ্দর্শিত পথে নানামুনিজনসেবিত, বিবিধপাদপপুষ্পলতাসমাকীর্ণ, নির্ম্মল নির্ঝরনিনাদিত অনুত্তম (১) পুণ্যতীর্থ চিত্রকূট পর্ব্বতে উপনীত হইলেন।

ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রঘুকুলোজ্জ্বল রামচন্দ্র তপস্বিবেশ ধারণপূর্ব্বক জহ্নুকন্যা অতিক্রম করিয়া গমন করিলে সারথি সুমন্ত্র সুদুঃখিত হইয়া নষ্টশোভা নীরবা শূন্যময়ী অযোধ্যাপুরী প্রতিগমন করিল। রাজা দশরথ পুত্রশোকে অভিসন্তপ্ত হইয়া দেহপরিহারপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন। কৌশল্যা,সুমিত্রা ও কষ্টকারিণী কেকয়ী মহারাজকে বেষ্টন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে পৌরগণ সস্ত্রীক হইয়া শোকভরে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল,পতিঘাতিনী কৈকেয়ীর মনোরথ পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর সর্ব্বধর্ম্মবিৎ পুরোহিত বশিষ্ঠদেব মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজার মৃত কলেবর তৈলদ্রোণীতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভরতসন্নিধানে দূত প্রেরণ করিলেন। ভরত শত্রুঘ্নসহিত যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, দূতপ্রবর তথায় গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন না করিয়া কার্য্যগৌরব বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক তাহাদিগকে সত্বর অযোধ্যায় আনয়ন করিল। ভরত ভ্রাতার সহিত পথিমধ্যে বহুবিধ অমঙ্গলসূচক দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি-

(১) নাই উত্তম যাহা হইতে, সে অনুত্তম। নাস্তি উত্তমো যস্মাৎ।

লেন, অযোধ্যা নগরী নিশ্চিতই বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছে।

অনন্তর ভরত বিগতশোভা, নির্গতলক্ষ্মী, কেকয়ীবহ্নিনির্দগ্ধা, শূন্যময়ী দুঃখ শোকসমন্বিতা অযোধ্যাপুরী প্রবেশ করিলেন। সমস্ত মানবগণই তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া উচ্ছলিত দুঃখভরে "হা তাত! হা রাম! হা জানকি! হা লক্ষ্মণ!" পুনঃ পুনঃ এই বলিয়া অধিকতর রোদন করিতে লাগিল। ভরত শত্রুঘ্ন সহিত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত এই সমস্ত অকার্য্য কৈকেয়ীকর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে অবগত হইয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তিরস্কার করিয়া মাতাকে কহিলেন, তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জনকজার সহিত রামচন্দ্রকে গহনবনে নির্ব্বাসিত করিয়া অতিশয় দুষ্টবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছ। তুমি নিজকৃতকর্ম্মদ্বারাই এক্ষণে স্বল্পভাগ্য হইয়াছ, কে তোমাকে এরূপ বিগর্হিত কার্য্যের উপদেশ প্রদান করিল। তুমি মনে করিয়াছ, পতিব্রতা সীতা ও উদারাত্মা লক্ষ্মণের সহিত লোকাভিরাম রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া, আপনপুত্ত্র রামকে রাজা করিবে। তুমি নিতান্তই দুষ্ট ও নষ্টভাগ্য, আমি কদাচই এ রাজত্ব করিব না; নরপ্রবর পদ্মপত্রায়তেক্ষণ ধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, বন্ধুবৎসল রামচন্দ্র এবং নিয়মব্রতচারিণী, সৌভাগ্যশালিনী পিতৃগণের হিতকারিণী, পতিব্রতা জনকদুহিতা এবং মহাবীর্য্য, গুণবান্, ভ্রাতৃবৎসল, উদারহৃদয় লক্ষ্মণ ইহাঁরা যে স্থানে গমন করিয়াছেন। কৈকেয়ি!

আমি সেই স্থানেই গমন করিব। জননি! তুমি মহৎপাপ করিয়াছ। মতিমান্‌গণের অগ্রগণ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র সর্ব্বথা রাজা হইবার যোগ্য আমাকে নিশ্চিতই তাঁহার কিঙ্কর বলিয়া জানিবেন।

ভরত নিজজননী কৈকেয়ীকে এইরূপ কহিয়া হা রাজন্! হা পৃথিবীপাল! হা তাত! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন; আজ্ঞা করুন, এক্ষণে আমি কি করিব? এই বলিয়া দুঃখভরে রোদন করিতে লাগিলেন। হায়! পিতৃসমান করুণানিধান রামভদ্র, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সীতা দেবী আমার মাতৃতুল্য, উদারহৃদয় প্রাণ সমান লক্ষ্মণ, কোথায় গেল এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ভরত শোক-ভরে ভূমিতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, মন্ত্রিগণের সহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ কালকর্ম্ম বিভা-গানুসারে কহিলেন, বৎস! ভরত গাত্রোত্থান কর, আর শোক করিওনা। কালবশে কর্ম্মবশে তোমার পিতা স্বর্গা-রোহণ করিয়াছেন তাঁহার সংস্কারাদি কর্ম্মসকল সম্পাদন কর। জগতীপতি ভগবান্ নারায়ণ, রামচন্দ্র দুষ্টেরনিধন ও শিষ্টের পালন নিমিত্ত নিজঅংশে মানবরূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া যেস্থানে লক্ষ্মণও সীতার সহিত গমন করিয়াছেন তথায় তাঁহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম রহিয়াছে। সেই কার্য্যসম্পন্ন করিয়া, কমল-লোচন রাম পুনর্ব্বারএখানে আগমন করিবেন মহাত্মা বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরত, বিধিপূর্ব্বক পিতার সংস্কার করিয়া অগ্নিহোত্রাদি সমাপনপূর্ব্বক পিতার দেহ,

দগ্ধ করিলেন। শত্রুঘ্নসহিত সরয়ূতোয়ে স্নান করিয়া উদকাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃবন্ধু মন্ত্রিসামন্তনায়কগণের সহিত পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সমাপন করিলেন।

পরে, ভ্রাতৃবৎসল মহামতিভরত, হস্তী, অশ্ব, রথ পত্তি সমভিব্যাহারে, রামাবলম্বিত মার্গে, রামের অন্বেষনার্থ নির্গত হইলেন। রামের বিরোধি মহতীসেনা আগমন করিতেছে শুনিয়া রামভক্ত গুহক, মহাবল পরিবারগণের সহিত পথমধ্যে ভরতকে অবরোধকরিয়া কহিল, রে দুষ্টচেষ্টিত দুরাত্মন্! ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত মমস্বামী রামভদ্রকে বনে প্রেরণ করিয়া ইদানীং তাঁহাকে বিনাশকরিবার নিমিত্ত সেনার সহিত করিতেছিস্। নৃপনন্দন ভরত, গুহকের সেই বচন শ্রবণ করিয়া বিনীতবচনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন; হে মহামতে তুমি যেরূপ রামভক্ত, আমিও তাঁহার প্রতি সেইরূপ ভক্তিমান্। আমি স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছিলাম সেই সময়ে কৈকেয়ী এরূপ বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছে। হে নরোত্তম! এক্ষণে আমি রামকে আনয়নের নিমিত্ত গমন করিতেছি। সত্য কহিতেছি, আমাকে পথ প্রদান কর। এইরূপে গুহের বিশ্বাস উৎপাদন পুরঃসর ভরত তদ্দত্ত নৌকা দ্বারা গঙ্গাপার হইয়া তজ্জলে অবগাহন পূর্ব্বক ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া প্রণিপাত পুরঃসর মুনিবরকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, কালবশে এরূপ ঘটিয়াছে, রামের নিমিত্ত তোমার আর দুঃখ করা কর্ত্তব্য নয়। সত্যপরায়ণ রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন, তুমি তথায়

গমন করিলে বোধ করি তিনি পুনরাগমন করিবেন না। তথাপি তুমি তথায় গমন কর, তিনি যেরূপ বলিবেন,তাহাই তোমার কর্ত্তব্য।

ধীমান্ ভরদ্বাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত যমুনা উত্তরণপূর্ব্বক মহামহীধর চিত্রকূটে গমন করিলেন। রাম সীতার সহিত সুশোভন বিঘ্নবিরহিত বনখণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। মহাবীর্য্য লক্ষ্মণ নিয়তই দুষ্টজনের আলোকনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দূর হইতে, উত্তরদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে কহিলেন, এইদিকে বিশেষ কলরব শ্রুত হইতেছে। সৌমিত্রি, রামের আজ্ঞায় বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, হস্তিঅশ্বরথসংযুক্ত এক মহতী চমূ আসিতেছে। তদ্দর্শনে রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! আপনি স্থির হইয়া সীতার পার্শ্বে উপবেশন করুন; কোনও বলবান্ রাজা হস্তিঅশ্ব রথপঙ্ক্তির সহিত এই দিকেই আগমন করিতেছে।

ধীর ও বীরপ্রবর রামচন্দ্র মহাত্মা লক্ষ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! ভরত আমাদিগের দর্শনার্থ আগমন করিতেছে। ইহারই অধিকতর সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই বলিয়া দূরপরিণামদর্শী বিদিতাত্মা রামচন্দ্র উপবিষ্ট রহিলেন। অনতিবিলম্বে সেই মহতী সেনা দূরে সংস্থাপিত করিয়া বিনয়ান্বিত ভরত ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রিগণের সহিত রোদন করিতে করিতে আগমন করিয়া লক্ষ্মণসন্নিধানে রাম ও জানকীর পদতলে নিপতিত হইলেন। শোককাতর মন্ত্রিগণ মাতৃবর্গ ও স্নিগ্ধবন্ধুগণ রামচন্দ্রকে বেষ্টন

করিয়া দুঃখভরে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা স্বর্গগত হইয়াছেন,শ্রবণ করিয়া রাম,সীতা ও লক্ষ্মণ সাতিশয় দুঃখিত ও শোকান্বিত হইলেন। অনন্তর কলুষবিনাশী বিমল তীর্থ জলে অবগাহন করিয়া সলিলাঞ্জলি প্রদান করিলেন। পরে মাতৃগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে উপবেশন করিলে, ভরত রামচন্দ্রকে কহিলেন,হে রঘুনন্দন! মহারাজ ব্যতিরেকে অযোধ্যাপুরী অনাথা হইয়া রহিয়াছে, আপনি সত্বর তথায় গমন করিয়া প্রতিপালন করুন। ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, পিতার নিয়োগবশে আমি দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিব; তুমি তথায় গমন করিয়া পুরী প্রতিপালন কর।

তাহা শুনিয়া ভরত, রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে পুরুষপ্রবর! নিশ্চিতই জানিবেন, তোমা ব্যতিরেকে আমি কদাচই নগর গমন করিব না। আপনি মৈথিলী ও লক্ষ্মণ যেস্থানে গমন করিবেন, আমিও তথায় গমন করিব। তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র সম্মুখস্থিত ভরতকে পুনর্ব্বার কহিলেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতা মানবগণের পিতার সমান; তুমি নিজধর্ম্মের অনুবর্ত্তন কর। যেমন আমি পিতৃমুখবিগলিত আদেশবচন লঙ্ঘন করি নাই; হে মনুজসত্তম! তুমিও সেইরূপ আমার বাক্য লঙ্ঘন করিও না। তুমি আমার আদেশে এস্থান হইতে সত্বর অযোধ্যা প্রতিগমন করিয়া, প্রজাবর্গের প্রতিপালন কর। আমি পিতার নিদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক দ্বাদশবৎসর অরণ্যে বাস করিয়া তোমার নিকট গমন করিব এবং অন্যান্য সকলেই এইকথা কহিবে। আমি

আদেশ করিতেছি, তুমি গমন কর? আমার নিমিত্ত তুমি কিছুমাত্র দুঃখ করিও না। তাহা শুনিয়া ভরত বাষ্পাকুল-লোচনে কহিলেন, পিতা যেরূপ, আপনি আমার সেইরূপ সন্দেহ নাই। আপনার আদেশ প্রতিপালন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি স্বকীয় পাদুকাযুগল আমাকে প্রদান করুন, আমি নন্দিগ্রামে বাস করিয়া,এই পাদুকাযুগলের অর্চনা করিতে করিতে দ্বাদশবৎসর ব্রতধারণপূর্ব্বক প্রজাপালন করিব। আপনার আজ্ঞাপালন আমার মহাব্রত হইবে। দ্বাদশবৎসর অতীত হইলে যদি আপনি পুরী প্রতিগমন করেন, তবেই নিশ্চিতই এই কলেবর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব। ভরত এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সুদুঃখিতচিত্তে রামচন্দ্রকে বারম্বার প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া শিরোদেশে পাদুকাযুগল সংস্থাপনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে নন্দীগ্রামে গমন করিলেন। তথায় অবস্থান করিয়া ভ্রাতার আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

জিতেন্দ্রিয় অনিন্দিতাত্মা রাজপুত্র ভরত, তপস্বী নিয়তাহার ও শাকমূলফলভোজী হইয়া, মস্তকে জটাকলাপ ও কটিদেশে তরুত্বচ্ ধারণপূর্ব্বক রামের অদেশ প্রতিপালন করিয়া রামশোকে নিয়তই নিশ্বাস ত্যাগপুরঃসর পৃথিবী-পালন করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভরত গমন করিলে, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র শাকমূলফলাহারী হইয়া, মহারণ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এক দিবস, চিত্রকূটের বনস্থানে প্রতাপবান্ রামচন্দ্র, সীতার সহিত শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন, এমত সময়ে এক দুষ্টচেষ্টিত কাক, সীতার স্তনযুগলের মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রহিল। কমললোচন রামচন্দ্র, জাগরিত হইয়া জানকীর পয়োধরান্তরে রুধির দর্শন করিয়া, সুদুঃখিতা সীতাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্তনান্তরে শোণিতসম্পাতের কারণ কি, বল। সীতা বিনীতবচনে প্রিয়তমকে কহিলেন, রাজেন্দ্র! দেখুন, যে দুষ্টচেষ্টিত বায়স, বৃক্ষাগ্রে অবস্থিত রহিয়াছে, আপনি নিদ্রিত হইলে, ঐ কাকই এই কার্য্য করিয়াছে।

রাম সেই দুষ্টচেষ্টিত বায়সকে দর্শন করিয়া, ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ঐষীকাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া, কাকের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। কাকও ভয়বিহ্বল হইয়া প্রধাবিত হইল। হে রাজন্! সেই কাক ইন্দ্রের পুত্র, সুতরাং সে ইন্দ্রলোকে প্রবেশ করিল। প্রদীপ্ত রামশায়ক জ্বলিতে জ্বলিতে বাসবপুরে প্রবিষ্ট হইল। দেবরাজ জানিতে পারিয়া, সমস্ত দেবগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক রামের অপকারক সেই দুষ্ট কাককে বাহির করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রাদি দেবগণকর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হইলে, সেই বায়স রামচন্দ্রের শরণাগত হইল। (হে মহাবাহো! রামচন্দ্র, আমাকে পরিত্রাণ করুন, আমি অজ্ঞানে আপনার অপকার করিয়াছি। তাহা শুনিয়া,কমললোচন রামচন্দ্র তাহাকে কহিলেন,আমার অস্ত্র অমোঘ, তুমি আমার অস্ত্রকে একটি চক্ষু প্রদান কর। রে মহাপকারিন্! দুষ্টাশয়! তাহা হইলে তুমি প্রাণদান প্রাপ্ত হইতে পার। তাহা শুনিয়া ঐ কাক অস্ত্রকে আপনার একটী নেত্র প্রদান করিল। অস্ত্রবর ঐ নেত্রকে ভস্মীভূত করিয়া শান্ত হইল। তদবধি সমস্ত বায়সগণের এক এক নেত্র হইল;) সেই হেতু বায়সগণ, একনেত্রে দর্শন করিয়া থাকে।

তপস্বিবেশধারী রামচন্দ্র সুচিরকাল চিত্রকূটে অবস্থিতি করিয়া, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত নানামুনিজননিষেবিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। অনন্তর মহাশরাসনপাণি মহাবল মেধাবী, রঘুনন্দন রামচন্দ্র, তত্রস্থিত সমীরভক্ষী সলিলভক্ষী, পর্ণাশী, পঞ্চাগ্নিমধ্যগত, উগ্রতপশ্চারী, চতুর্থী যষ্ঠী-অষ্টমী তিথিতে অনশনাদিব্রতাবলম্বী, এবম্বিধ বহুতর তপস্বিবর্গকে দর্শন করিয়া ভূমিতলে জানুপাতনপুরঃসর প্রণাম করিলেন। মুনিগণও রামভদ্রের যথোচিত পূজা করিলেন। অনন্তর অখিলকানন-দর্শনমানসে, সাক্ষাৎ জনার্দ্দন রামচন্দ্র, সুধী ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং কুসুমিত সুশোভন নানাবিধআশ্চর্য্যসমন্বিত কানন সকল, সীতারে প্রদর্শন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন।

তদনন্তর পথিমধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ লোহিতনেত্র, শ্যেনস্বন (১) শঙ্কুকর্ণ, শুভ্রদংষ্ট্র, মহাবাহু, মহাবীর্য্য, সন্ধ্যাকালীন জলধর-তুল্য শিরোরুহশালী, মেঘগম্ভীরস্বর বিরাধনামক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। অন্যের অবধ্য সেই মহাতনু নিশাচরকে তীক্ষ্ণশরে নিহত করিয়া, গিরিগর্ত্তে প্রক্ষেপপূর্ব্বক শিলাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া শরভঙ্গমুনির আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে বিরাধকথায় সন্তুষ্ট থাকিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর তাঁহার আশ্রমে গমনপূর্ব্বক মহামুনি শরভঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তৎপ্রদর্শিতপথে অগস্ত্যমুনির আশ্রমপদে উপনীত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া রামচন্দ্র পরম প্রীতিলাভ করিলেন। মুনিবর তাঁহাকে অক্ষয়তূণ ও অক্ষয় বৈষ্ণবাস্ত্র প্রদান করিলেন।

অনন্তর অগস্ত্যাশ্রম হইতে নির্গত হইয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরীর সন্নিধানে পঞ্চবটীবনে বাস করিলেন। তথায় জটায়ুনামে এক গৃধ্রবর বাস করিত; সে রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া, প্রণিপাতপুরঃসর কুশল জিজ্ঞাসা করিল। রামও তথায় তাহাকে দেখিয়া, সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহামতে! তুমি সীতাকে রক্ষা কর। তাহা শুনিয়া জটায়ু আদরপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, হে রঘুনন্দন! আপনারা যখন

(১) শ্যেনপক্ষির তুল্য স্বরধারী

কার্য্যবশে বনান্তরে গমন করিবেন, তখন আমি সীতাকে রক্ষা করিব। সীতাদেবী এই স্থানে অবস্থিতি করুন। এই বলিয়া জটায়ু নিজালয় প্রস্থান করিল। রামচন্দ্র নানাপক্ষিনিষেবিত দক্ষিণাপথের সমীপস্থ বনখণ্ডে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এক রাক্ষসী সেই স্থানে আগমন করিয়া সীতার সহিত সমাসীন, মন্মথাকৃতি রামচন্দ্রকে অবলোকন করিল। ঘোরাকৃতি সূর্পনখা, রামকে দর্শনকরিয়া মায়ারূপধারণ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে রামচন্দ্রকে কহিতে লাগিল; হে কান্ত! আমি তোমাতে অনুরক্তা হইলাম, আমাকে ভজনা কর। যে পুরুষ, ভজমানা কল্যাণী কামিনীকে ভজনা না করে সে তাহার প্রত্যাখ্যান জনিত মহাদোষে লিপ্ত হয়। কামার্ত্তা সূর্পনখার সেই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেখ, আমার ভার্য্যা সন্নিধানে বিদ্যমানা আছেন, তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই। তাহা শুনিয়া কামরূপিনী রাক্ষসী পুনর্ব্বার কহিল, হে কমনীয়! আমি রতিকর্ম্মে অত্যন্ত নিপুণা; এই অনভিজ্ঞা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা কর। তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, আমি ধর্ম্মতঃ পরস্ত্রী-গমন করি না, তুমি এখান হইতে লক্ষ্মণের নিকট গমন কর। বনস্থলে, তাহার ভার্য্যা নাই, সে তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিবে। তাহা শুনিয়া পুনর্ব্বার কহিল, হে রাজীবলোচন! লক্ষ্মণ যাহাতে আমাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করে, এরূপ এক পত্র আমাকে প্রদান করুন। সূর্পনখার সেই বচন শ্রবণ করিয়া কমললোচন রামচন্দ্র, পত্র লিখিয়া দিলেন, যে এই দুষ্টার

নাসিকা ছেদন কর। সূর্পনখা পত্র লইয়া হৃষ্টচিত্তে মহাত্মা লক্ষণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পত্র প্রদান করিল। তাহাকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, রামের বচন আমার অলঙ্ঘ্য; তুমি কার্যের নিমিত্ত আমার সহিত অবস্থান কর। তদনন্তর তীক্ষ্ণঅসি গ্রহণ পূর্ব্বক সূর্পনখার নাসা কর্ণ তিল-কাণ্ডবৎ ছেদন করিলেন।

কর্ণনাসা ছিন্ন হইলে সূর্পনখা, সাতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতঃ! সর্ব্বদেববিমর্দ্দকদশানন! হা! কুম্ভকর্ণ! এক্ষণে তোমরা কোথায় রহিয়াছ! আমি অত্যন্ত শঙ্কটে পড়িয়াছি। হা গুণনিধে! মহামতে! বিভীষণ! তোমরা কোথায় রহিয়াছ! সামান্য মানব আমার নাসিকাচ্ছেদন করিল! এইরূপে রোদন করিতে করিতে সূর্পনখা; খর, দূষণ ও ত্রিশিরার নিকট আপনার পরাভব বৃত্তান্ত নিবেদন করিল এবং কহিয়া দিল যে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত জনস্থানে পঞ্চবটীবনখণ্ডে বাস করিয়া আছে।

সেই দুষ্টারাক্ষসী, দুঃখার্ত্তা হইয়া এইরূপ বিলাপ ও পরি-তাপ করিলে, তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া চতুর্দ্দশ সহস্র বল-বান্ রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধের নিমিত্ত সুসজ্জিত করিয়া তিন জন রাক্ষসনায়ক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। উহারা পূর্ব্বে রাবণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মহাবলশালি পরিবারগণের সহিত জনস্থানে আগমনকরিয়া বসতি করিতেছিল। এক্ষণে রাবণ ভগিনীকে ছিন্ননাসা, দুঃখার্ত্তা ও রোরুদ্যমানা অবলোকন করিয়া প্রভূত ক্রোধভরে প্রচণ্ডহইয়া উঠিল, এবং রামের

সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক রণস্থলে উপনীত হইতে লাগিল।

বীরবর রামচন্দ্রও রাক্ষসগণের সেই বলবতী মহতীসেনা সন্দর্শন করিয়া সীতার রক্ষণার্থ লক্ষ্মণের নিয়োজনপূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করিলেন। অতুলবলবীর্য্যশালী মহাবীর, রাঘব, অগ্নিশিখাসম সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা, রাক্ষসগণের চতুর্দ্দশসহস্র বলদর্পিত মহতীচমূ, ক্ষণকালমধ্যে বিনাশ করিলেন এবং প্রখরবীর্য্যশালী খর, দূষণও মহাবল ত্রিশিরাকে রণে নিহত করিয়া স্বকীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

তদনন্তর সূর্পনখা রোদন করিতে করিতে, লঙ্কায় গমন করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে খরদূষণ প্রভৃতি রাক্ষসগণের সংহার বার্ত্তা, নিবেদন করিল। দশানন, ভগিনীকে ছিন্ননাসা দর্শন এবং রাক্ষসগণের সংক্ষয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং দুর্ব্বুদ্ধিতার বশবর্ত্তী হইয়া মারীচকে আহ্বানপূর্ব্বক, তাহার সহিত সীতাহরণের মন্ত্রণা করিয়া কহিল, হে মাতুল! তুমি আমি,দুই জনেই পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্ব্বক জনস্থান সন্নিধানে গমন করিয়া, অবস্থান করিব। তুমি, স্বর্ণমৃগ রূপ ধারণ পূর্ব্বক সীতা যে স্থানে অবস্থিতা আছেন, সেই স্থান দিয়া মন্দ মন্দ গমন করিবে। সীতা সুবর্ণমৃগশাবকের স্পৃহনীয় মনোহররূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া, তোমাকে গ্রহণ করিতে লোলুপ হইবে এবং মৃগধারণের নিমিত্ত প্রেরণ করিবে। রাম সীতার বাক্যে তোমার অনুগমন করিবে,হে মহাবুদ্ধে! তাহাকে দূরে লইবার নিমিত্ত তখন তুমি মহাবেগে গহনবনে ধাবিত হইবে। সেই কালে

আমিও পুষ্পকবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক মায়ারূপ পরিগ্রহ ক রিয়া তদাগক্তচিত্তে সীতাকে হরণ করিয়া আনিব। তুমি, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পশ্চাৎ আগমন করিবে। রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মারীচ কহিল রে পাপিষ্ঠ! তুমিই তথায় গমন কর, আমি সে স্থানে যাইব না। পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র ঋষির যজ্ঞস্থলে, রাম আমাকে বড়ই ব্যথা দিয়াছিলেন।

রাবণ,মারীচের বাক্য শুনিয়া ক্রোধভরে মূর্চ্ছিত হইল; এবং মারীচকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তর্দ্দশনে মারীচ কহিল,ভগিনীসুত! তোমার হস্তে মরণ অপেক্ষা,রামের হস্তে মৃত্যু বরং শ্রেয়স্কর; অতএব তুমি যথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমিও তথায় গমন করিব।

অনন্তর উভয়ে পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক জনস্থানে গমন করিল। মারীচ সৌবর্ণী মৃগমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে স্থানে জনকাত্মজা সীতা অবস্থান করিতেছিল, সেই স্থান দিয়া গমন করিতে লাগিল। সীতা, সুবর্ণময়ী মৃগাকৃতি সন্দর্শনে রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে আর্য্য! দয়িত! আমাকে এই মৃগ ধরিয়া প্রদান করুন, আমি এই মৃগশাবক অযোধ্যায় লইয়া গিয়া চিত্তবিনোদন নিমিত্ত নিজগৃহে রক্ষা করিব। রামচন্দ্র সীতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সীতার রক্ষণার্থ লক্ষ্মণকে তথায় রাখিয়া মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। রাম মৃগের অনুগমন করিলে, মায়ামৃগ মহা-বেগে কাননাভিমুখে অভিধাবন করিল। রাম শর দ্বারা সেই মৃগ বিদ্ধ করিলেন। আহত হইবামাত্র মৃগ পর্ব্বতা-কার রাক্ষসরূপ পরিগ্রহ করিয়া হা লক্ষ্মণ! হা লক্ষ্মণ!

এই বলিয়া মহীতলে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া সীতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেবর! যে স্থান হইতে এই শব্দ উত্থিত হইল, তথায় তুমি সত্বর গমন কর; বৎস! এই স্বর তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কণ্ঠ-ধ্বনির ন্যায় বোধ হইতেছে। হে মহামতে! প্রায়ই আমি রামের প্রতি সংশয় লক্ষ্য করি। লক্ষ্মণ, অনিন্দিতা জানকীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রামের প্রতি সন্দেহ বা ভয় কুত্রাপি দেখিতে পাই না। সৌমিত্রির বচন শ্রবণে সীতা অবশ্যম্ভাবিকার্য্যের বশবর্ত্তিনী হইয়া বিরুদ্ধ বচনে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, রামচন্দ্র প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, তুমি আমাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিতেছ, সেই হেতুই দ্রুতগমনে অনিচ্ছুক হইতেছ। বিনীতাত্মা নৃপালনন্দন জানকীর সেই অসহ্য অপ্রিয় বচন শ্রবণ করিয়া রামের অন্বেষণে নির্গত হইলেন। দুরাত্মা রাবণও সন্ন্যাসি বেশ ধারণপূর্ব্বক জনকজার পার্শ্বদেশে আগমন করিয়া কহিল, হে বৈদেহি! শ্রীমান্ মহামতি ভরত অযোধ্যা হইতে আগমন করিয়া রামের সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক কাননে অব-স্থান করিতেছেন, রামচন্দ্র আমাকে এই বিমানের সহিত প্রেরণ করিলেন। আপনি এই বিমানে আরোহণ করিয়া রামের সহিত অযোধ্যা প্রতিগমন কর। ভরত রাম-চন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়াছেন, তিনিও অযোধ্যা গমনে সমুৎসুক হইয়াছেন। আপনার ক্রীড়ার্থ সেই মৃগপোতক ধরিয়া রাখিয়াছেন। আপনি নৃপনন্দিনী হইয়া বহুকাল এই ঘোর অরণ্যে ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার ভর্ত্তা রাম-

চন্দ্র অযোধ্যার রাজ্য গ্রহণ করিলেন, ইহাতে আপনার ক্লেশের অবসান হইল। বিনীতাত্মা লক্ষ্মণও এই বিমানে আরোহণ করিয়া গমন করুন।

সরলহৃদয়া সীতা, দশাননের সেই কপট বচন শ্রবণ করিয়া বিমানে আরোহণ করিলেন। পুষ্পক বিমান মহাবেগে দক্ষিণদিকে ধাবমান হইল, দেখিয়া সীতা সুদুঃখিতা ও ভয়বিহ্বলা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহাতনু রাবণ তখন নিজরূপ ধারণ করিয়া সাতিশয় রোদনশীলা রথস্থিতা সীতার কেশাগ্রে ধারণ পূর্ব্বক লইয়া চলিল। জানকী মহাকায় দশগ্রীব রাবণকে নিরীক্ষণ করিয়া হা রঘুনন্দন! হা আর্ত্তজনপরিত্রাণ! হা অরিন্দম! হা রামচন্দ্র! আমি ভীত হইয়াছি, সত্বর আসিয়া পরিত্রাণ কর। ছদ্মরূপী ঘোরতর ভয়ঙ্কর রাক্ষস আমাকে বঞ্চনা করিয়া হরিয়া লইয়া যাইতেছে, সত্বর আসিয়া রক্ষা কর। হে মহাবাহু লক্ষ্মণ! দুষ্ট রাক্ষস আমায় হরণ করিতেছে, আমি অতিশয় আকুল ও ম্রিয়মানা হইয়াছি শীঘ্র আসিয়া পরিত্রাণ কর।

সীতা এইরূপে উচ্চৈস্বরে বিলাপ করিতেছেন, শ্রবণ করিয়া, গৃধ্ররাজ জটায়ু তথায় আগমনপূর্ব্বক দশাননকে তর্জ্জন করিয়া কহিল, রে দুরাত্মন্ রাবণ! তুই সীতাকে শীঘ্রই পরিত্যাগ কর্; নচেৎ রে দুষ্ট! তুই থাক্ থাক্, আমি তোকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। এই বলিয়া বীর্য্যবান্ জটায়ুঃ ক্রোধভরে দুষ্ট রাক্ষসকে পক্ষ দ্বারা তাড়না করিতে লাগিল। জটায়ু প্রখর নখর ও তীক্ষ্ণ তুণ্ডের প্রহার দ্বারা রাবণকে সাতিশয় পীড়িত করিতে লাগিল। দুষ্টাত্মা

রাবণ মহাবেগে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক চন্দ্রহাস খড়্গ দ্বারা ধর্ম্ম-চারী জটায়ুকে আঘাত করিল; জটায়ু ক্ষীণচেতন হইয়া মহীপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়া কহিল, রে দুষ্টাত্মন্! রাক্ষসা-ধম! দশানন! আমি তোমার বীর্য্যে হত হই নাই, এই চন্দ্রহাসের বীর্য্য দ্বারা হত হইয়াছি। অধম ব্যতিরেকে নিরায়ুধ ব্যক্তিকে আয়ুধ দ্বারা কোন্ ব্যক্তি নিহত করিয়া থাকে। যাহাই হউক, রে রাক্ষসাধম! এই সীতা হরণই তোর্ মৃত্যুস্বরূপ জানিস্। রে দুষ্ট রাবণ! রাম তোকে নিশ্চয়ই বধ করিবেন, সংশয় নাই।

অনন্তর দুঃখ শোকার্ত্তা রুদতী জানকী পক্ষিরাজ জটা-য়ুকে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমার নিমিত্তই তোমার মৃত্যু সংঘটিত হইল, এই নিমিত্ত রামচন্দ্রের প্রসাদে তুমি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে। আর যে পর্য্যন্ত রামের সহিত তোমার মিলন না হয়, তাবৎ তোমার প্রাণ বহির্গত হইবে না। এই বলিয়া আপনার অঙ্গ হইতে আভরণ সকল উন্মোচন করিয়া বস্ত্রে বন্ধনপূর্ব্বক "রামের হস্তে প্রদান করিবে" এই বলিয়া দুঃখিত চিত্তে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন।

নিশাচর রাবণ এইরূপে জটায়ুকে ভূতলে পাতিত করিয়া পুষ্পকবিমানে আরোহণপূর্ব্বক সীতাকে লইয়া সত্বর লঙ্কা-পুরী প্রস্থান করিয়া অশোকবনিকা মধ্যে সীতাকে রাখিয়া দিল এবং বিকৃতাননা রাক্ষসীগণকে তাঁহার রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিজভবনে গমন করিল। লঙ্কানিবাসী জন-গণ পরস্পর কহিতে লাগিল, এই দুরাত্মা রাক্ষসেশ্বর রাবণ-

পুরী বিনাশের নিমিত্তই ইহাঁকে এখানে আনিয়া রাখিয়াছে।

বিরূপা বিকৃতাননা বিকটদশনা রাক্ষসাঙ্গনাগণ সীতাকে চারিদিকে বেষ্টনপূর্ব্বক রক্ষা করিতে লাগিল, জানকী দুঃখ শোকে সাতিশয় কাতরা হইয়া তন্মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি নিয়ত রামের ধ্যানে নিরত থাকিয়া কখনও রোদন, কখনও বিলাপ, কখনও নয়ননিমীলন, কখনও শূন্যনয়নে অবলোকন করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সুগ্রীবভৃত্য বানরগণ যে স্থানে রাবণের সহিত জটায়ুর মহাযুদ্ধ হয়, সেই স্থানে সীতানিক্ষিপ্ত বস্ত্রবদ্ধ আভরণপুট্টলি দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লইল এবং লইয়া গিয়া মহাত্মা সুগ্রীবের হস্তে অর্পণ করিল।

এ দিকে রামচন্দ্র মায়ামৃগরূপ মারীচকে নিহত করিয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং পথিমধ্যে লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। রামচন্দ্র সীতাকে আশ্রমে দেখিতে না পাইয়া দুঃখভরে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহাতেজা লক্ষ্মণও সাতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। ধীমান্ লক্ষ্মণ তাঁহাকে আশ্বাসিয়া কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভবৎসদৃশ মহাত্মাগণ, এতাদৃশ অতিবেল শোকের বশীভূত হন না। আপনি ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া অরণ্যে সীতার অন্বেষণ করুন। রামচন্দ্র সমস্তবন, গিরিগুহা, সানুস্থান, কুঞ্জবন, মুনিগণের অশ্রমস্থান, তৃণ, লতা, ভূরি ভূরি গহন, নদীতট

বিবর প্রভৃতি বহুতর স্থান, তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন কিন্তু কোন স্থানেই সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রিয়তমার অদর্শনে রামচন্দ্র, নিতান্ত দুঃখিত ও একান্ত কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে বিগতচেতন জটায়ুকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, অহো! কে আপনাকে হনন করিয়াছে, আপনি এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াও প্রাণত্যাগ না করিয়া জীবিত আছেন। হে বিহগবর! একে আমি প্রিয়া বিরহে একান্ত কাতর হইয়াছি, তাহাতে আবার আপনার ঈদৃশী দশা দর্শন করিয়া একান্ত ব্যাকুল হইলাম। আপনি ইহার বিবরণ সমস্তই আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

রামচন্দ্র ইহা কহিবামাত্র বিহগপ্রবর অতি কষ্টে তখন মৃদুমধুরবচন উদ্গীরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রঘুনন্দন! যাহা যাহা দেখিয়াছ ও করিয়াছ, তৎসমস্তই শ্রবণ করুন। মায়ারূপধারী দুষ্টাত্মা দশানন, প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক সীতাকে উত্তমবিমানে আরোপিত করিয়া, দক্ষিণাভিমুখে গমন করিল। সীতা, ভীতাও দুঃখিতা হইয়া বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। আমি সীতার কণ্ঠস্বর অবগত হইয়া, তাঁহার বিমোচনের নিমিত্ত সত্বর এখানে আগমন করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিলে, রাক্ষসাধম আমাকে বলপূর্ব্বক খড়্গদ্বারা আহত করিয়াছে। সীতার অমোঘবাক্যে, এখনও আমার দেহে প্রাণবায়ু সঞ্চরিত হইতেছে; আপনার দর্শনলাভানন্তর প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। হে ভূমিপ! আপনি দুষ্ট নৈর্ঋত-

গণকে (১) সগণে নিপাতিত করিয়া অপাংশুলা মৈথিলীর শোকশল্য অপনয়ন করুন।

রামচন্দ্র জটায়ুর বাক্য শুনিয়া, শোকসন্তপ্তহৃদয়ে কহিলেন, হে দ্বিজবর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি উত্তম গতি লাভ কর। অনন্তর জটায়ু নিজদেহ পরিহার করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক, স্বর্গলোকে গমন করিয়া অপ্সরাগণে সেব্যমান হইয়া যথাসুখে বাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও জটায়ুর দেহ অগ্নিসাৎ করিয়া স্নানান্তর তাঁহাকে জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সীতার অন্বেষণ নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ভয়ঙ্করী বিবৃতাননা, মহোল্কাভা, উগ্রচণ্ডা, গোমুখীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ চণ্ডরূপিণী দর্শনমাত্রই প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করে, রামচন্দ্র তাঁহাকে নিপাতিত করিয়া বনান্তরে গমনপূর্ব্বক দীর্ঘবাহু, ভয়ঙ্কর, ভীষণানন, দীর্ঘদন্ত, তালজঙ্ঘ, পাষাণবক্ষা শালস্কন্ধ কবন্ধ রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন, সে সত্বর আসিয়াই পথরোধ করিল দেখিয়া রামচন্দ্র তাহাকে নিহত করিয়া অনলে দগ্ধ করিলেন। সে দগ্ধ হইতে হইতে দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে কহিল, হে মহাবাহু রামচন্দ্র! আপনি আমার বিরূপ তনু বিনাশ করিয়া বহূপকার সাধন করিলেন। আমি এক্ষণে আপনার প্রসাদে ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়া স্বর্গ গমন করিব, সংশয় নাই। আপনি সীতাপ্রাপ্তির

(১) নৈঋতগণকে—রাক্ষসগণকে।

নিমিত্ত বানরেন্দ্র সূর্য্যসুত সুগ্রীবের সাহিত সখ্যসংস্থাপন করুন, তিনি আপনার হৃদয়ঙ্গম সখা হইবেন। হে নৃপবর! আপনি তাঁহার সহিত সখিতা সংস্থাপননিমিত্ত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করুন।

এই বলিয়া সে স্বর্গ গমন করিলে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত মুনিগণের সঙ্গে পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে একতাপসী বাস করিতেন, তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন। সেই তপস্বিনী, রামচন্দ্রকে কহিলেন, আপনি সীতা পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর তিনি রামচন্দ্রের পূজা করিয়া স্বকীয় অবস্থা নিবেদনপূর্ব্বক অনলে প্রবেশিয়া স্বর্গগতা হইলেন।

অনন্তর বিনীত পুণ্যান্বিত জগদেকনাথ রামচন্দ্র, প্রিয়া বিয়োগে সুদুঃখিত হইয়া ভ্রাতার সহিত পম্পাসরোবরে গমন করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সেই ইন্দীবর সুশোভিত পম্পাসরোবরে প্রিয়ার অন্বেষণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন, বানররাজ সুগ্রীব দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। সুগ্রীব বালিকর্ত্তৃক হৃতদার ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, বালির অগম্য ঋশ্যমূক গিরিদুর্গে সমস্ত বানরগণের সহিত বাস করিতেছিলেন। তিনি পবনতনয় হনূমানকে কহিলেন, এই জটাবল্কলধারী ধনুষ্পাণি মানবযুগল

কাহার দূত, মায়ারূপ ধারণ করিয়া তাপসগণের আশ্রমস্থানে অবস্থিত হইয়া,প্রফুল্লিত-পদ্মোৎপলদল-শোভিত-দিব্য পম্পা-সরোবরের শোভা সন্দর্শন করিতেছে। আমার বোধ হয়, ইহারা বালিরই প্রেরিত হইবে,এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বানর-গণের সহিত নির্গমন পূর্ব্বক আশ্রমস্থানের দূরে অবস্থিতি করিয়া হনুমানকে বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। সুগ্রীব কহিলেন, বীর হনূমন্! তুমি তপস্বিবেশ ধারণপূর্ব্বক ইহারা কি হেতু এখানে অবস্থিতি করিতেছে, জানিয়া সত্বর আগমনপূর্ব্বক আমার নিকট নিবেদন কর।

সুগ্রীবের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর মনোরম পম্পাতটে গমন করিয়া, ভিক্ষুকরূপী হনুমান্, সলক্ষ্মণরামচন্দ্রকে কহিলেন, হে মহামতে! আপনি কে? এই ঘোরতর নির্জ্জনবনে আগমনের প্রয়োজন কি? ইহার তথ্য প্রকটিত করুন। হনূমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞায় কহিতে লাগিলেন; রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত আমার নিকট অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। অযোধ্যা নগরীতে দশরথ নামে ভুবনবিদিত এক রাজা ছিলেন, ইনি তাঁহারই পুত্র এবং আমার অগ্রজ। ইহাঁর রাজ্যাভিষেক আরব্ধ হইলে, কৈকেয়ী তাহাতে বিঘ্ন-কারিণী হইয়া তাহা আর সম্পন্ন হইতে দিলেন না। আমার জ্যেষ্ঠ এই মহাত্মা রামচন্দ্র, পিতৃসত্যপালনার্থ নিজভার্য্যা জনকজা ও আমার সহিত নানা মুনিজনসমন্বিত দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় জনস্থানে বাস করিতেছিলেন, কোনও দুরাত্মা ইহাঁর দয়িতা সীতাকে অপহরণ করিয়াছে; এই কমললোচন রামচন্দ্র তাঁহারই অন্বেষণপূর্ব্বক সহায়,

তুমি কি সেই তপস্বিনী জনকনন্দিনীকে কোথাও দেখিয়াছ ?” এই বলিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন।

মারুতনন্দন হনূমান্, মহাত্মা লক্ষ্মণের সেই সত্যবাণী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইালন এবং কহিতে লাগিলেন, হে রঘুপতে রামচন্দ্র! আপনি আমার স্বামী, আমি আপনার চরণ বন্দনা করিতেছি, এই বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত-পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর সুগ্রীবের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া, উভয়ের সখ্য সংস্থাপন করিয়া দিলেন। বানরেন্দ্র সুগ্রীব, বিদিতাত্ম রামচন্দ্রের চরণকমল আপন উত্তমাঙ্গে ধারণ করিয়া মধুরবচনে কহিলেন, হে প্রভো! অদ্য হইতে আপনি আমার স্বামী এবং সমস্ত বানরগণের সহিত আমি আপনার ভৃত্য, তাহাতে সংশয় নাই। আজি হইতে আপনার শত্রু, আমারও শত্রু, আপনার মিত্র আমার মিত্র হইবে। আপনার সুখদুঃখ আমারও সুখদুঃখ জানিবেন।

পুনশ্চ কহিলেন, আমার এক মনোদুঃখ শ্রবণ করুন। বালীনামে মহাবল পরাক্রান্ত আমার এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা আছেন। সেই দুষ্টাত্মা মন্মথাসক্তচিত্তে আমার ধর্ম্মপত্নী হরণ করিয়াছে, হে পুরুষব্যাঘ্র! তোমা ব্যতিরেকে তাহার বিনাশকারী কাহাকেও দেছিতে পাই না। হে রঘূত্তম মহাবাহো! রামদেব, আপনি তাহাকে বিনাশ করুন। রাম শুনিয়াই কহিলেন, আমি তোমার দারাপহারী দুরাশয় কপীশ্বর বালিকে বধ করিয়া তাহার পত্নী ও রাজ্য তোমাকে প্রদান করিব। সুগ্রীব কহিলেন, পুরাণ ঋষিগণ কহিয়াছেন

যে, যে বীরবর সপ্ততালতরু একবারে বিদ্ধ করিতে পারিবে, সেই মহাবীর বালিরাজকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রত্যয়ার্থ সীমান্যস্ত সুবৃহৎ সপ্ততালতরু অর্দ্ধাকৃষ্টশরদ্বারা একবারে বিদ্ধ করিয়া কহিলেন, তুমি অবিলম্বে গমন করিয়া বালির সহিত যুদ্ধ কর।

সূর্য্যপুত্র বানররাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের সেই শ্রবণমধুর মনোহরবাক্য শ্রবণানন্তর তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া, বালির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বীর্য্যবান্ রামচন্দ্রও তথায় গমন করিয়া এক শায়কে বালিকে বিদ্ধ করিলেন। বালী ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা কমললোচন রামচন্দ্র, বালির রাজ্য ও বনিতা তারাকে সুগ্রীবহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক বিনয়ান্বিত বিপুলবিক্রম সমরশৌণ্ড বালিপুত্র অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সূর্য্যতনয় সুগ্রীবকে পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি সত্বর রাজ্যদর্শনপূর্ব্বক কপিসৈন্যদ্বারা সীতার অন্বেষণে যত্ন কর। সুগ্রীব কহিলেন, হে রঘুনন্দন! এক্ষণে সাতিশয় বর্ষাকাল পড়িয়াছে, প্রতিনিয়তই বারিবর্ষণ হইতেছে, বানরগণ এখন দেশবিদেশ ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। হে রাজেন্দ্র! বর্ষাকাল গত হইলেই নির্ম্মল শরৎকাল উপস্থিত হইবে, তখন বানরগণকে সীতার অন্বেষণার্থ চারিদিকে প্রেরণ করিব। ইহা কহিয়া কপীশ্বর সুগ্রীব রামলক্ষ্মণের চরণবন্দনপুরঃসর পম্পাপুরে প্রবেশ করিয়া, তারার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, শৈলসানুস্থিত পুষ্পরাজিবিরাজিত, কদম্ব-

কুসুমাঢ্য, মহাবনে শৈলোপকণ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন। কষ্টসৃষ্টে বর্ষাকাল বিগত হইল। শরৎকাল সমাগত হইলে সীতাবিয়োগব্যথিতভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র সুগ্রীবের বিলম্বন দর্শনপূর্ব্বক রোষভরে কহিলেন, দেখ লক্ষ্মণ,ঐ দুষ্ট কপি-নায়ক সুগ্রীব, এখনও আসিল না। সে এক্ষণে তারার সহিত রতিসম্ভোগে প্রমত্ত হইয়া রহিয়াছে। তুমি, সেই দুষ্টকে, সমস্ত কপিসেনার সহিত,অগ্রে করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। সুগ্রীব রাজ্যলাভ করিয়া এক্ষণে যদি আমার নিকট আগমন না করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে বলিও রে! অনৃত-ভাষিন্ দুষ্টবানর! রামচন্দ্র যে বাণে বালিরাজাকে বধ করিয়াছেন তাহা অদ্যাপি রামের হস্তেই বিদ্যমান আছে। ইহা জানিয়া রামের হিতবাক্যের অনুসরণ কর। লক্ষ্মণ যেআজ্ঞা বলিয়া প্রণামপুরঃসর, সত্বর সুগ্রীবের অধিষ্ঠানভূমি পম্পা-পুরে গমন করিলেন।

লক্ষ্মণ, তথায়, কপীশ্বরসুগ্রীবকে দর্শন করিয়া কহিলেন, তুমি তারাসম্ভোগে সমাসক্ত থাকিয়া রামের কার্য্যে একান্তই পরাঙ্মুখ হইয়া রহিয়াছ; তুমি রামের অগ্রে' যে কোনও স্থানে থাকুন' সীতার অন্বেষণ করিয়া দিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ, রে দুর্ম্মতে! বালিকে নিহত করিয়া যিনি তোমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্যে কি তোমাকে তাহা দান করিতে পারিত; ভার্য্যাহীন রামচন্দ্রের সাহায্য করিব বলিয়া তুমি,দেবতা,অগ্নি ও সলিল সন্নিধানে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছিলে যে, হে রাজন্, যে যে ব্যক্তি আপনার শত্রু বা মিত্র, সেই সেই ব্যক্তি

নিয়তই আমারও শত্রু বা মিত্র হইবে সন্দেহ নাই। হে রাজন্! আমি বহুতর হরিসৈন্য (১) সমভি্যাহারে সীতার অন্বেষণ করিব রামসন্নিধানে এইরূপ সত্য করিয়া রে দুষ্ট পাপমতি! তোমা ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি তাহার অন্যথা করিতে পারে? রে দুষ্ট বানর! রামচন্দ্র তোমার নিজরাজ্যের উদ্ধার করিয়া দিয়া লোকচিত্তজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, মহাত্ম-ঋষিগণের বাক্য সত্য করিলেন। ঋষিগণ কহিয়া থাকেন—

না দেখি তাহারে লোকে পেয়ে উপকার।
শোধে তার উপকার করি পুনর্ব্বার॥
কার্য্য সিদ্ধ হৈলে মতি অন্যরূপ হয়।
ত্যজে বৎস মায়ে তাঁর হৈলে ক্ষীরক্ষয়॥
শাস্ত্রেও নিরখি মহাপাপির নিস্তার।
কিন্তু কৃতঘ্নের কভু নাহি দেখি পার॥

তুমি রামসন্নিধানে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথাচরণ করিলে তোমারমহতী কৃতঘ্নতা হইবে। অতএব আইস! সেই শরণাগতপালক হিতকর রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ কর। যদি তুমি, রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন না কর, তবে বালির ন্যায় তোমারেও মৃত্যুসন্নিধানে গমন করিতে হইবে, নিশ্চিত জানিও। যদ্দ্বারা বালিরাজা নিহত হইয়াছে, সেইশর অদ্যাপি আমাদের নিকট বিদ্যমান আছে।

কপিনায়ক সুগ্রীব সৌমিত্রির সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক

---

(১) বানর সৈন্য।

মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সত্বর নির্গত হইলেন এবং উদারাত্মারামানুজের চরণযুগলে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি, অজ্ঞানতঃ এই পাপাচরণ করিয়াছি, অতএব আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি, অতিতেজস্বী রামচন্দ্রের সহিত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা লঙ্ঘন করিতেছি না। হে নৃপনন্দন! আমি অদ্যই নিখিলবানরগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনার সহিত রামসন্নিধানে গমন করিব,সন্দেহ নাই। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিবেন, তৎসমুদায় মস্তকে ধারণপূর্ব্বক তৎসম্পাদনে সত্বর যত্নবান্ হইব। তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, আইস এক্ষণে শীঘ্রই রামের নিকট গমন করিব। হে বীর! তুমি শীঘ্রই বানরসৈন্যও ভল্লুকসৈন্য সংগ্রহকর। যেহেতু, তদ্দর্শনে রামচন্দ্র তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইবেন।

বীর্যবান্ সূর্য্যতনয় সুগ্রীব, লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণকরিয়া পার্শ্বস্থিত যুবরাজ অঙ্গদকে সঙ্কেতে আদেশ করিলেন, সেও নীলাদি সেনাপতির সহিত নির্গত হইয়া,শিবিরস্থিত,গুহাস্থিত, তরুস্থিত কোটি কোটি বানরগণ ও ঋক্ষগণকে (১) সংগ্রহ করিল। অনন্তর সুগ্রীব,সেই সমস্ত বারণাকার (২) ভীমবিক্রম ভল্লুকবানরগণের সহিত রামচন্দ্রের নিকট সত্বর আগমন

(১) ঋক্ষ—ভল্লুক।

(২) বারণ—হস্তী।

করিয়া চরণবন্দনা করিলেন। লক্ষ্মণও নমস্কারপূর্ব্বক রাম-চন্দ্রকে কহিলেন, হে নৃপ এক্ষণে প্রসন্নহউন, সুগ্রীব, বিনীত হইয়া কোটি কোটি বানরসৈনের সহিত আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন।

রামচন্দ্র, অনুজের সেই প্রশান্ত বচন শ্রবণ করিয়া সুগ্রী-বকে কহিলেন, হে মহাবীর্য্যসুগ্রীব আগমন করিয়াছ, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত ? রামের সেই মধুর বচন শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব নিঃশঙ্ক হইয়া কহিলেন, হে প্রভো! তবদয়িতা জনকাত্মজা সীতাদেবীর অন্বেষণ, সফলহইলেই আমার কুশল জানিবেন। সুগ্রীবের বাক্যসমাপিত হইলে, মরুতনন্দন হনুমান্ রামের চরণপ্রণাম করিয়া কপীশ্বর সুগ্রীবকে রামের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, হে বানরেন্দ্র! এই রাজা, অত্যন্ত দুঃখান্বিত হইয়াছেন, সীতার বিয়োগে ইনি ফলমূলাহার পরিহার করিয়াছেন, ইহারই দুঃখে,লক্ষ্মণ নিয়তই সাতিশয়-দুঃখিত রহিয়াছেন। ইহাদিগের দুঃখের অবস্থা অবলোকন করিয়া আপনারও আমাদিগেরও মনে অত্যন্তদুঃখ হইতেছে। এক্ষণে বিলম্ব না করিয়া সত্বর সীতার অন্বেষণ কর্ত্তব্য।

মারুতির মহার্থবচন শ্রবণ করিয়া,অতিতেজস্বী নীতিমান্ জাম্বুবান্, রামচন্দ্রের সম্মুখস্থ হইয়া নীতিসম্পৃক্তবাক্য কহিতে লাগিলেন। হে কপিনায়ক! মহামতি, মারুতি যাহা কহিলেন, তাহাতে বিশেষরূপে অবহিত হইয়া তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। হেরামচন্দ্র! সৌভাগ্যবতী পতিব্রতা,যশস্বিনী, আপনার ধর্ম্মপত্নী জনকনন্দিনী, অদ্যাপি সচ্চারিত্র্যসম্পন্না আছেন, ইহা আমি নিশ্চিত বোধ করিতেছি। সেই শোভন-

চরিতা সীতার পরাভব, ভুবনতলে অবলোকন করি না। হে সুগ্রীব! আপনি সত্বরই বানরগণকে প্রেরণকরুন। সুগ্রীব জাম্ববতের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন,এবং রাম-ভার্য্যা জানকীর অন্বেষণে, মহাবল পরাক্রান্ত বানরগণকে পশ্চিমদিকে প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব সীতার অন্বেষণকর্ম্মে, নিপুণতর বানরগণকে উত্তরদিকে ও পূর্ব্বদিকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বুদ্ধিমান্ সুগ্রীব, বালিপুত্র অঙ্গদকে কহিলেন, হে বৎস! তুমি সীতার অন্বেষণ নিমিত্ত দক্ষিণদেশে গমন কর। জাম্ববান্, হনুমান্, মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র, নলনীলাদি মহাবল পরাক্রান্ত বানরগণ, আমার আদেশে তোমার অনুগমন করুক। তোমরা, স্থান, রূপ, বিশেষতঃ শীলতাদ্বারা যশস্বিনী সীতাকে দর্শন করিয়া, কে লইয়া গেল, কোথায় বা আছেন, এই সকল অবগত হইয়া শীঘ্রই প্রত্যাগমন কর।

মহাত্মা পিতৃব্যকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, যুবরাজ অঙ্গদ সত্বর উত্থান করিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন।

অনন্তর নীতিমান্ জাম্বুবান্ সত্বর উত্থিত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমানকে কহিতে লাগিলেন, অন্যান্য বানরগণকে অন্যান্য দূরদেশে সীতার অন্বেষণার্থ প্রেরণ করুন এবং হনুমান্‌কে কেবল দক্ষিণদিকে প্রেরণ করুন। এই বাক্যে যদি আপনাদের অভিরুচি হয়,তবে এইরূপ অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। কারণ, রাবণ যখন জনস্থান হইতে সীতাকে হরণ করিয়া গমন করে, তখন পক্ষিরাজ জটায়ু তাঁহাকে

দেখিয়া দশাননের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল এবং জানকীদেবীকে অঙ্গ হইতে আভরণ সকল উন্মোচন করিয়া নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছিল। হে রাজেন্দ্র! জটায়ুর বাক্য সত্য বলিয়া অবধারণ করুন। এই কারণে নিশ্চিতই বোধ হইতেছে, যে জনকাত্মজা রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা ও নীতা হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। হে মহাবাহো! তিনি এক্ষণে, লঙ্কায় অবস্থিত থাকিয়া দুঃখদুঃখে কৃশাঙ্গী হইয়া মনে মনে আপনাকেই ধ্যান করিতেছেন। হে রঘুনন্দন! সেই সদাশয়া, জনকতনয়া, যত্নপূর্ব্বক আপনার সচ্চারিত্র্য রক্ষা করিতেছেন, সেই শুভাননা আপনার প্রাপ্তির আশয়েই প্রাণধারণ করিয়া আছেন। অতএব হে রাজন্! রামচন্দ্র! জলধিলংঘনক্ষম-বায়ুনন্দন হনূমানকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করুন। হে সুগ্রীব! আপনিও এই কার্য্যে পবনপুত্রকে নিযুক্ত করুন। যেহেতু বানরগণের মধ্যে হনূমান্ ব্যতিরেকে সমুদ্রলঙ্ঘনের সামার্থ্য, অন্য কাহারও নাই। যদি অভিরুচি হয় তবে,আমার এই পথ্য ও হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করুন।

জাম্ববতের এই নীতিগর্ভ সত্যাক্ষরসংযুক্ত মহার্থবাক্য শ্রবণ করিয়া, বানররাজ সুগ্রীব সত্বর আসন হইতে উত্থিত হইয়া মারুতি সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বীর! হনূমন্! এই ইক্ষ্বাকুকুলতিলক সর্ব্বলোকে সর্ব্বাত্মস্বরূপ, প্রতাপবান্ রাজা সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী মানব-মূর্ত্তিমান্ মধুসূদন রামচন্দ্র, পিতার আদেশ প্রতিপালন পুরঃসর, ভ্রাতা ও ভার্য্যাসমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কোন দুষ্টাত্মা, ইহার ভার্য্যা হরণ করিয়াছে,

তাঁহার বিয়োগদুঃখে কাতর হইয়া বনে বনে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। হে প্রতাপবান্ বীর! প্রথমে তোমারই সহিত বনপ্রদেশে এই নৃপতির সহসা সাক্ষাৎ হয়। অনন্তর আমি, ইহার সহিত সখ্যভাবে সম্বদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। এই রামচন্দ্রই, আমার প্রবলশত্রু মহাবল বালিরাজকে নিহত করিয়াছেন, ইহাঁরই প্রসাদে আমি এক্ষণে রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি রামের সাহায্য কার্য্যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, হে মারুতাত্মজ! তোমার সামর্থ্যপ্রভাবেই তাহা সম্পন্ন করিবার অভিলাষ করিতেছি। হে বীর! দুস্তর পারাবার উত্তীর্ণ হইয়া, অনিন্দিতা সীতাসন্দর্শনপুরঃসর পুনর্ব্বার এখানে আগমন করিবে। বানরগণের মধ্যে তোমার তুল্য বলশালী ও ভক্তিমান্ আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। হে মহামতে! তুমিই স্বামিকার্য্যসাধন করিতে জান; তুমিই বলবান্, মতিমান্ ও ভৃত্যকার্য্যে একান্ত দক্ষ।

মহাত্মা সুগ্রীবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হনূমান্ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি স্বামির নিমিত্ত কোন্ কার্য্য সাধন করিতে না পারি! তাহা আর বারম্বার কহিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া বায়ুপুত্র বিরত হইলে, রামচন্দ্র বাষ্পপূর্ণ লোচনে অগ্রস্থিত পবনপুত্রকে কহিলেন, হে অমিত্রজিৎ! সীতাকে স্মরণ করিয়া আমি শোকদুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। সমুদ্রতরণাদির ভার তোমাতেই আরোপিত করিয়া সুগ্রীব আমার সহিত এইস্থানেই অবস্থিত রহিলেন। হনূমন্! তুমি আমার ও বিশেষতঃ সুগ্রীবের প্রীতির

নিমিত্ত সীতান্বেষণে গমন কর। আমার বোধ হইতেছে যে সেই দুষ্টমতি রাক্ষসাধিপতি রাবণই সীতাকে হরণ করিয়াছে। হে বীর! এক্ষণে যেস্থানে জানকী অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর। বোধ হয়, তিনি আমার আকারপ্রকারাদির কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তন্নিমিত্ত তুমি এক্ষণে আমার ও অনুজ লক্ষ্মণের আকৃতি প্রকৃতি উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লও। এইরূপে সমস্তই অবগত হইয়া গমন কর, নচেৎ বোধ হয়, তিনি তোমাকে বিশ্বাস করিবেন না।

প্রভঞ্জনপুত্র মহাবল হনূমান্ রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি আপনাদের উভয়েরই লক্ষণ সকল বিশেষরূপে অবগত আছি। আমি কপিগণের সহিত গমন করিতেছি; হে প্রভো! আপনি শোক করিবেন না। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি অন্য কিছু অভিজ্ঞান প্রদান করুন, যদ্দারা আমার প্রতি বৈদেহীর বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে পারে। তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র, আপনার নামচিহ্নিত অঙ্গুরীয়ক অঙ্গুলি হইতে উন্মোচন করিয়া মারুতির করে অর্পণ করিলেন। হনূমান্ তাহা গ্রহণ করিয়া বানরগণের সহিত প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব গমনোদ্যত বলদর্পিত বানরগণকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা সকলেই আমার শাসনবাক্য শ্রবণ কর। পর্ব্বতাদি কোনও স্থানে তোমরা বিলম্ব করিবে না; শীঘ্র অন্বেষণ করিয়া শীঘ্রই আগমন করিবে।

"মহারাজ! যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন" এই বলিয়া যাহারা পশ্চিমাদিদিগ্ভাগে গমন করিল, তাহারা সমস্ত গিরি-নিতম্ব, নিখিল নদীতীর, মুনিগণের আশ্রম, সমস্ত কন্দর, বন, উপবন, বৃক্ষমূল, গুল্ম, গুহা, শিলাতল, সহ্য ও বিন্ধ্যাচলের পার্শ্বদেশ প্রভৃতি স্থান সকলে, হিমাচলে কিম্পুরুষ, সপ্তমানবক, মধ্যদেশ, অখিলকাশ্মীরদেশ, পূর্ব্বদেশ, সম-প্রদেশ, কোশলপ্রভৃতি দেশসমূহে, সমস্ত তীর্থস্থানে ও সপ্ত-কোঙ্কনকদেশে যত্নপূর্ব্বক সীতার অন্বেষণ করিয়া সত্বর আগ-মন পূর্ব্বক রামলক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের পদতলে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, আমরা অন্বেষণ করিয়া কমললোচনা, সীতাদেবীর দর্শন পাইলাম না। এই বলিয়া তাহারা সেই স্থানে অব-স্থিত রহিল।

তদনন্তর কপীশ্বর সুগ্রীব সুদুঃখিতচিত্তে রামচন্দ্রকে কহিলেন, আপনার জনকজা দক্ষিণ দিগ্ভাগেই আছেন, বানরসিংহ (১) বায়ুপুত্র ধীমান্ হনুমান্ সীতাকে দর্শন করিয়া আসিবে, সন্দেহ নাই। হে মহাবাহো! আপনি স্থির হইয়া অবস্থান করুন, আমার এই বাক্য নিঃসংশয়ে সত্য হইবে। লক্ষ্মণ কহিলেন, এই বাক্য সত্য বোধ হই-তেছে, হনুমান্ সীতাকে দর্শন করিয়া আগমন করিবে। এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব তথায় অব-স্থিতি করিতে লাগিলেন।

---

(১) বানরসিংহ—বানরশ্রেষ্ঠ। সিংহ, ব্যাঘ্র, কুঞ্জরাদি শব্দ শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক।

হে রাজন্! যে যে বানরোত্তমগণ যুবরাজ অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া গমন করিয়াছিল, তাহারা যত্নপূর্ব্বক যশস্বিনী সীতার অন্বেষণ করিয়া তাঁহার দর্শনপ্রাপ্ত হইল না। অনন্তর তাহারা আহারবর্জ্জিত সুতরাং ক্ষুৎপিপাসায় প্রপীড়িত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে নিবিড়অরণ্যমধ্যে এক আশ্রমস্থানপ্রাপ্ত হইয়া, গুহানিবাসিনী, অনিন্দিতা, সিদ্ধা, স্বয়ংপ্রভা এক ঋষিপত্নীকে দেখিতে পাইল। তিনি বানরগণকে আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, তোমারা কে? কি নিমিত্তই বা এই নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছ? তাহা শুনিয়া মহামতি জাম্বুবান্ সেই সিদ্ধাকে প্রত্যুত্তর করিল, হে শোভনচরিতে! আমরা বানররাজ সুগ্রীবের ভৃত্য, সীতার অন্বেষণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্রের কার্য্য সাধনার্থ এখানে আগমন করিয়াছি। আমরা জনকাত্মজার দর্শন পাই নাই এবং নিরাহার থাকিয়া ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়াছি। জাম্বুবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই শোভনচারিত্র্যবতী সিদ্ধা পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন, আমি রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে জানি; হে বানরেশ্বরগণ! তোমরা রামচন্দ্রের কার্য্যে প্রবৃত্ত, অতএব আমার পক্ষে তোমরা রামেরই সমান। এই বলিয়া সেই তপস্বিনী যোগবলে অন্ন সৃজন করিয়া বানরগণকে যথেষ্ট আহার প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, পক্ষিরাজ সম্পাতি সীতার অবস্থান স্থান অবগত আছেন। তিনি এই মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করেন। এই পথ দিয়া তোমরা গমন কর। সেই দূরদর্শী খগবর তোমাদিগকে সীতার কথা কহিয়া দিবেন। তৎপরে পবনপুত্র

প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া অবশ্যই জনকতনয়া সীতাকে দেখিতে পাইবে।

কপিগণ তপস্বিনীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমা প্রীতি প্রাপ্ত হইল এবং সন্তুষ্ট হইয়া প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। বানরগণ সম্পাতির দর্শনবাসনায় মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করিয়া দেখিল, খগবর সম্পাতি পর্ব্বতোপরি আসীন হইয়া কালহরণ করিতেছেন।

বিহগবর সম্পাতি বানরগণকে দর্শন করিয়া কহিলেন, তোমরা কে? কাহার চর, কি নিমিত্তই বা এখানে আগমন করিয়াছ? বানরগণ যথাক্রমে বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল, আমরা রঘুনন্দন রামচন্দ্রের দূত, বানররাজ স্থগ্রীব-কর্ত্তৃক সীতার অন্বেষণকার্যে প্রেরিত হইয়াছি। তপস্বিনীর বচনানুসারে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। হে মহামতে! মহাভাগ! আপনি আমাদিগকে সীতার অবস্থান স্থান কহিয়া দিলে, এই ভ্রমণজনিত মহৎ কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইব এবং কার্য্যসিদ্ধির পন্থাও উদ্‌ঘাটিত হইবে।

বানরগণের বাক্য শুনিয়া সম্পাতি সুবিশাল পক্ষযুগল প্রসারিত করিয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হইলেন এবং দক্ষিণ দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, লঙ্কানগরীতে অশোককাননে সীতা অবস্থিতা আছেন। বানরগণকে সেই সংবাদ প্রদান করিলে তাহারা প্রফুল্লিত হইল এবং তদীয় ভ্রাতা পক্ষিরাজ জটায়ুর মৃত্যুসংবাদ সম্পাতিকে প্রদান করিল। তাহা শুনিয়া সম্পাতি ভ্রাতার উদকক্রিয়া করণানন্তর যোগ অব-অবলম্বনপূর্ব্বক নিজদেহ বিসর্জ্জন করিলেন। বানরগণ

তাঁহার দেহ দগ্ধ করিয়া উদকাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বানরগণ সমুদ্র দর্শন করিয়া, পরস্পর বলিতে লাগিল, দুষ্ট দশাননই রামচন্দ্রের জানকী হরণ করিয়াছে সন্দেহ নাই। সম্পাতির বচন দ্বারা আমরা তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইলাম। বানরগণের মধ্যে, কোন্ ব্যক্তির এমত-শক্তি আছে, যে, লবণজলধি উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কা প্রবেশপুরঃসর, যশস্বিনী রমপত্নী জনকনন্দিনীকে দর্শন করিয়া, পুনর্ব্বার উদধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক আগমন করিতে পারে। জাম্বুবান্ কহিলেন, সকল বানরগণই, সামর্থ্যশালী বটে, কিন্তু উদধির উল্লঙ্ঘনকার্য্য অন্যজনে সম্ভাবিত হয়। সে বিষয়ে হনূমানই দক্ষ, আমার মনের বিশ্বাস এইরূপ জানিবে। আর কালক্ষয় কর্ত্তব্য নয়, সার্দ্ধৈকমাস গত হইল তথাপি কপীশ্বরগণ, বৈদে-হীর দর্শন লাভ না করিয়া গমন করিলে, বানররাজ সুগ্রীব আমাদের নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিবেন। অতএব হনূ-মানের নিকট প্রার্থনা কর। তাহা শুনিয়া সমস্ত বৃদ্ধ বানর-গণ বলিল, তাহাই একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে।

অনন্তর তাহারা সমধিক বেগসম্পন্ন, মহাপ্রাজ্ঞ, কার্য্যদক্ষ, পবনাত্মজ হনূমান্‌কে কহিল, হে মহাবল! রামের দৌত্য-কার্য্যের নিমিত্ত এবং রাবণের ভয়জননার্থ তুমিই গমন কর। হে অঞ্জনানন্দন! তুমি এই কার্য্য সাধন করিয়া অখিল বানর-কুলের রক্ষা কর। তাহা শুনিয়া হনূমান্, তাহাই হউক বলিয়া স্বীকার করিলেন।

রামচন্দ্র ও নিজপ্রভু সুগ্রীবকর্ত্তৃক নিযুক্ত এবং মহেন্দ্র

পর্ব্বতে কপিগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অঞ্জনানন্দন হনূমান্ নীরনিধির লঙ্ঘনপূর্ব্বক নিশাচরনিকেতনে গমন করিবার মানস করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হনূমান্ দশানননীতা সীতার অন্বেষণার্থ রাবণাবলম্বিত পথে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি অঞ্জলিবন্ধনপূরঃসর প্রাঙ্মুখ হইয়া, অব্জযোনি, সমীরণকে মনে মনে বন্দনা করিয়া, মহারথ রামলক্ষ্মণ, সুগ্রীব, সাগর ও সরিদ্গণকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জ্ঞাতিগণকে আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ করিলেন। "তুমি পুনরাগমনের নিমিত্ত গমন কর, মুনিসেবিত পবিত্রপথ তোমার কল্যাণকর হউক" এই বলিয়া জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও পূজা করিলেন।

অনন্তর বীর্য্যবান্ হনূমান্, তেজঃ, সত্ব ও বীর্য্যদ্বারা আত্মাকে উত্তেজিত করিয়া, দূর হইতে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক গমনমার্গ অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং আপনাকে পক্ষিস্বরূপ ভাবনা করিয়া, মহেন্দ্রগিরির শিখরদেশ নিপীড়নপূর্ব্বক লম্ফদিয়া অম্বরদেশে উৎপতিত হইলেন। ধীমান্ পবননন্দন, রামচন্দ্রের কার্য্য সাধনার্থ গমন করিতেছেন দেখিয়া, সাগর, মারুতির বিশ্রামার্থ মৈনাকপর্ব্বতকে প্রেরণ করিলেন। মৈনাক লবণসমুদ্রে মস্তকোত্তলনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। কপীশ্বর সেই অদ্রিরাজকে দর্শন করিয়া, সম্ভাষণ ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং করদ্বারা তাঁহাকে

স্পর্শ করিয়া আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। পথি-মধ্যে নাগমাতা সিংহিকার স'হত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; সিংহিকা স্বকীয় ভীষণ বদন ব্যাদন করিয়া, বায়ুপুত্রকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। হনূমান্ নিজদেহ সম্বৰ্দ্ধিত করিতে লাগিলেন; সিংহিকাও অধিকতররূপ বদন বিস্তারিত করিতে লাগিল। অনন্তর হনূমান্ অতিশয় ক্ষুদ্রাকার ধারণপূর্ব্বক তাহার উদরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কর্ণপথে বহির্গমনপূর্ব্বক আকাশপথে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পবনপুত্র সাগর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, মনোহর লঙ্কাপুরে পর্ব্বতজাত বৃক্ষাদির উপর নিপতিত হইলেন। সেই পর্ব্বতের উপরিভাগ দিবসের শেষভাগে যাপিত করিয়া সন্ধ্যাবসানে রজনীযোগে ক্রমে ক্রমে লঙ্কা নগরে গমন করিলেন নীতিমান্ পবনাত্মজ অনেকরত্নশালিনী, বহুতর আশ্চর্য্যসমন্বিতা, লঙ্কা নগরী প্রবেশ পূর্ব্বক, রাক্ষসগণ প্রসুপ্ত হইলে, রাবণের সমৃদ্ধিমান্ ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, মহারত্নখচিত সমুজ্জ্বল শয়নতলে লঙ্কেশ্বর শয়ান রহিয়াছে; নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকালে নাসাবিবর হইতে ঘোরতর ঘোৎকারশব্দ উত্থিত হইতেছে, তথায় দশানন সুদীর্ঘ দংষ্ট্রাগণে ভীষণতর হইয়া রহিয়াছে নানাবিধ আভরণ-ভূষিতা সহস্র সহস্র কামিনীগণ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। হনূমান্ রাবণগৃহে সীতা দেবীকে দেখিতে পাইলেন না। তাহার পার্শ্বদেশে রাক্ষসায়কগণের শত শত গৃহ সুসজ্জিত রহিয়াছে। অঞ্জনানন্দন, জানকীর দর্শন না পাইয়া দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সম্পাতির বচন তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইলে, তিনি সত্বর অশোকবনের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, বহুবিধ পুষ্পসমন্বিত মলয়ের মনোহরসুগন্ধমন্দবাতে শাখাগ্রভাগে ঈষন্নমিত, অশোকবন সুশোভিত হইতেছে। তিনি তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন এবং শিংশপাবৃক্ষে আরোহণ করিয়া, রাক্ষসীগণে সুরক্ষিতা জনকদুহিতা, রামদয়িতা সীতাকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর প্রভূতপুষ্পপল্লবশালী এক অশোক বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নির্দ্দশন স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইনিই সেই জনকাত্মজা সীতা হইবেন।

অনিল তনয় হনূমান্ যখন সীতা দেবীকে দর্শন করিতেছিলন, সেই সময়ে রাক্ষসরাজ রাবণ রমণীগণে পরিবৃত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সীতাকে কহিতে লাগিল, হে প্রিয়ে জানকি! আমি তোমার প্রতি একান্তই আসক্ত হইয়াছি এবং তোমার দর্শনজনিতকামশরে নিতান্তই ব্যাকুল হইয়াছি, অতএব হে দেবি! তুমি আমাকে ভজনা কর। হে বিদেহরাজনন্দিনি! বিবিধরত্নাভরণে বিভূষিত হইয়া রামাসক্ত মন পরিত্যাগ কর। রাবণের সেই কঠোরতর বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী, আপন অন্তরে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিয়া ক্রোধভরে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষীণস্বরে কহিতে লাগিলেন, রে! পরদারাপহারিন্ দুরাত্মন্! রাক্ষসাধম রাবণ! তুমি দূরে গমন কর, নিশিতরামশায়কগণ অচিরেই তোর শোণিত পান করিবে।

সীতার সেই শ্রুতিকঠোর বজ্রবাণী শ্রবণ করিয়া রাক্ষস-

রাজ রাবণ রাক্ষসীগণকে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, আর অধিককাল বিলম্ব না করিয়া দুই মাসের মধ্যেই সীতাকে বশীভূতা কর। তাহা না হইলে, ইহারে খড়্গদ্বারা ছেদন করিব, তোমরা এই মানুষীকে ভক্ষণ করিও। দুষ্টাত্মা রাবণ এই বলিয়া নিজনিকেতনে গমন করিল।

অনন্তর রাক্ষসীগণ সীতাকে কহিল, কল্যাণি! তুমি অতিশয় ঐশ্বর্য্যবান্ রাবণকে ভজনা করিয়া চিরসুখিনী হও। সীতা কহিলেন, প্রভূতবিক্রম রামচন্দ্র সত্বর আগমনপূর্ব্বক রাবণকে স্বগণসহিত নিহত করিয়া, আমাকে লইয়া যাই-বেন। রে নিশাচরি! রঘূত্তম রাম আমার স্বামী, আমি তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও ভার্য্যা নহি। তিনিই এখানে আগমন করিয়া দশাননের নিধনসাধনপূর্ব্বক আমাকে প্রতিপালন করিবেন। সীতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসীরা ভয় দেখাইয়া কহিল, ইহাকে সত্বর বিনাশ কর এবং সত্বরই গ্রাস করিয়া ফেল।

তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনিন্দিতা ত্রিজটা কহিল, রে দুষ্টরাক্ষসীগণ! রাবণের বিনাশবাণী শ্রবণ কর্। আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, সমস্ত রাক্ষসগণের সহিত রাবণ নিহত হইয়াছে এবং রামলক্ষ্মণের জয় হইয়াছে এবং সীতাদেবী নিজপতি রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ত্রিজটার বাক্য শ্রবণানন্তর রাক্ষসীগণ ভয়ত্রস্ত হইয়া সীতার পার্শ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিল। সেই অবসরে অঞ্জনানন্দন সীতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করি-লেন এবং রামচন্দ্রের নামচিহ্নিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া

তাঁহার বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। হনূমান্ রামলক্ষ্মণের যথাযথ বিবরণ, পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করত সীতাদেবীর শীর্ণদেহ কিয়ৎকালের নিমিত্ত প্রফুল্লিত করিয়া তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, হে শোভনচরিতে! দেবি! রামচন্দ্রের পরমমিত্র বানররাজ সুগ্রীব, মহতীসেনাসমভি-ব্যাহারে রামের সহিত মিলিত হইয়া, অবিলম্বেই এই স্থানে আগমন করিবেন এবং স্বগণসহিত রাবণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া, তোমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবেন।

হনূমানের শ্রুতিমধুর বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া জানকী দৃঢ়তর বিশ্বস্তা হইলেন এবং বীণাবিনিন্দিতক্ষামস্বরে বায়ু-পুত্রকে কহিলেন, হে বীর! তুমি এই মহাসমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কিরূপে এখানে আগমন করিলে? তাহা শুনিয়া কপিপ্রবর পুনর্ব্বার কহিলেন, রোষভরেই আমি এই মহাসমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়াছি। হে বৈদেহি! আপনি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া-ছেন, কিন্তু সততই সুস্থির থাকিবেন; আমি সত্য কহিতেছি, আপনি সত্বরই রামচন্দ্রের দর্শন পাইবেন। এইরূপে সুদুঃ-খিতা সীতাকে আশ্বসিত করিয়া কাকপরাভব শ্রবণানন্তর, জানকীর চূড়ামণি গ্রহণপূর্ব্বক সীতার চরণকমলে নমস্কার করিয়া প্রতিগমন করিতে মানস করিলেন। অনন্তর মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমার আগমন সংবাদ রাবণকে প্রদান না করিয়া গমন করা হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া, বীর্য্যবান্ পবনাত্মজ সেই মনোরম অশোকবন ভগ্ন করিতে লাগিলেন। "রামচন্দ্রের জয়, রামচন্দ্রের জয়" বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ শব্দ করিতে লাগিলেন; বহু-

তর রাক্ষস ও পঞ্চজন সেনাপতির প্রাণ বিনাশপূর্ব্বক অক্ষয়-কুমারের নিধন সাধন করিয়া, হস্তি-অশ্ব-রথির সহিত বহুতর সৈনিকগণকে নিহত করিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ভীষণ সমরে আগমন করিলে, রাবণের সম্মুখগমনে মানস করিয়া তদীয় পাশবন্ধন গ্রহণপূর্ব্বক রাবণের পুরোভাগে উপনীত হইলেন এবং মহাবীর্য্য রামলক্ষ্মণ সুগ্রীবের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক লঙ্কাপুরী নিঃশেষে দহন করিলেন এবং দুরাচার রাবণকে ভর্ৎসনা করিয়া, পুনর্ব্বার সীতার সহিত সম্ভাষণ পুরঃসর সমুদ্র পার হইলেন এবং জ্ঞাতিগণের সহিত সন্দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া সীতার বার্ত্তা অবেদনানন্তর সেই বানরগণের সহিত পুনর্ব্বার লঙ্কাগমনপুরঃসর মহৎ মধুবন বিধ্বস্ত করিয়া তত্রত্য সমস্ত মধুপানপূর্ব্বক, বানরগণের সহিত, দধিমুখ নামক রাক্ষসকে সংহার করিলেন এবং লম্ফপ্রদানপূর্ব্ব আকাশে উত্থিত হইয়া, সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক রামলক্ষ্মণের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। অনন্তর রামলক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের পদতলে প্রণামানন্তর আদি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক কহিলেন, পতিব্রতা, সুদুঃখিতা, রামদয়িতা, সেখানেও সদাচারসম্পন্না ও সদ্বৃত্তশালিনী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। আমি সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে অশোকবনিকামধ্যে জনকন্যার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া সম্ভাষণানন্তর নিদর্শন প্রদানপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। সীতা বিশ্বস্তা হইয়া নিদর্শন প্রদর্শনার্থ আপনার মুকুটমণি অর্পণ করিয়াছেন, এই বলিয়া অঞ্জনানন্দন সীতাদত্ত সেই মুকুটমণি প্রদান করিলেন। আর

তিনি আপনাকে ইহাও কহিয়া দিয়াছেন যে, হে প্রভো! চিত্রকূটপর্ব্বতে আমি সুষুপ্ত হইলে, দুষ্টমতি বায়স অপরাধ করিলে, তাহাকে সেই স্বল্প অপরাধেও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া কিরূপ দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে স্মরণ করুন। দুষ্টমতি দশানন এখনও জীবিত রহিয়াছে? এই-রূপে বহুতর বিলাপ করিয়া, আমার নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। হে রঘুপতে! সুদুঃখিতা সীতার উদ্ধারার্থ দৃঢ়-তর যত্ন করুন।

রামচন্দ্র হনূমানের নিকট সেই সীতাবচন শ্রবণ এবং সীতাদত্ত মুকুটমণি সন্দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগি-লেন। অনন্তর হনূমানকে দৃঢ়তর আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক আপন আশ্রমে গমন করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মারুতিকীর্ত্তিতপ্রিয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র বানরগণের সহিত সমুদ্রতট গমনপূর্ব্বক তালতরুগণে সুশোভিত, সাগরতটে সংখ্যাতীত, সংহৃষ্ট সুগ্রীবাদি বানরগণে পরিবৃত হইয়া, নক্ষত্রপরিবেষ্টিত চন্দ্র-মার ন্যায় সুশোভিত হইলেন এবং সরিৎপতির সন্দর্শনপুরঃ-সর তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে লঙ্কাপুরে রাবণসহোদর মহাবুদ্ধি বিভীষণ, রাগ-

চন্দ্রকে সীতাসমর্পণার্থ সদ্‌যুক্তিপ্রদান ও সাধুপথ প্রদর্শন করিলে, দুর্বুদ্ধি নিকষাপুত্র পাদপ্রহার ও ভৎর্সনাপূর্ব্বক নিরাকৃত করিল। বিভীষণ শাস্ত্রজ্ঞমন্ত্রিগণসহ লঙ্কা হইতে নির্গত হইয়া, ভক্তবৎসল শ্রীধর, মহাদেব নারসিংহ রামচন্দ্রে অচলা ভক্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহার চরণতলে আগমন করিয়া, অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহু কমললোচন! দেবদেব জনার্দ্দন! মধুসূদন রামচন্দ্র! আমি রাবণসোদর বিভীষণ, অদ্য আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, এই বলিয়া রামের চরণকমলে নিপতিত হইলেন। রামচন্দ্র সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, মহামতি বিভীষণকে উত্থাপিত করিলেন এবং "এই সমস্ত লঙ্কারাজ্য তোমার হইল" এই বলিয়া সমুদ্রসলিলদ্বারা বিভীষণের অভিষেক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। বিভীষণ কহিলেন, আপনি ভুবনেশ্বর বিষ্ণু, ভগবান্ সাগর আপনাকে পথ প্রদান করিবেন, আপনি তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করুন।

জনার্দ্দন রামচন্দ্র বিভীষণের সেই মহার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেতু বন্ধননিমিত্ত বানরসহিত অনশন থাকিয়া সিন্ধুকূলে শয়ন করিলেন। তিনরাত্রি গত হইল, তথাপি সাগর দর্শন দিলেন না। তদ্দর্শনে অমিতদ্যুতি জগৎপতি রাম ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া, সমস্ত সমুদ্রজল শুষ্ক করিবার নিমিত্ত আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণ সত্বর হইয়া ক্রোধান্বিত রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে মহামতে! এই প্রলয়কাল তুল্য ক্রোধ সংহরণ করুন। সুরগণের রক্ষার নিমিত্ত

আপনি অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে দেবদেবেশ! ক্ষমা করুন, এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

তিন রাত্রি গত হইলে, রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র ধারণ করিলেন, দেখিয়া, সাগর সন্ত্রস্ত হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণপুরঃসর রামের অগ্রে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহাদেব! আমি পরাধীন, আমাকে রক্ষা করুন, আমি পথ প্রদান করিলাম, এক্ষণে কর্ত্তব্য শ্রবণ করুন। সেতুকর্ম্মে কুশল নল নামে আপনার এক মহাবল সেনানায়ক আছেন, তিনিই মদীয় বক্ষে যথেচ্ছ বিস্তীর্ণ সেতু নির্ম্মাণ করিবেন, এই বলিয়া সাগর অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর নির্ম্মাণকুশল নল রামচন্দ্রের আজ্ঞা পাইয়া অমিতবীর্য্য বানরগণের দ্বারা সমুদ্রবক্ষে লঙ্কা পর্য্যন্ত আয়ত এক সুবিস্তৃত সেতু নির্ম্মাণ করিলেন। রামচন্দ্র তদ্দ্বারা বানরগণের সহিত লঙ্কাপার হইয়া সুবেলাখ্য পর্ব্বতে তাঁহার দর্শনার্থ প্রাসাদোপরি উত্থিত রাবণকে দর্শন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামকর্তৃক প্রেরিত পুণ্যব্রত অর্কসুত সুগ্রীব রাবণের নিকট গমনপূর্ব্বক রোষভরে রাবণমস্তকে পাদ-প্রহার প্রদান করিয়া, অম্বরপ্রদেশে অমরগণ কর্ত্তৃক বীক্ষ্যমাণ হইয়া প্রতিজ্ঞা সাধনপুরঃসর পুনর্ব্বার সুবেল পর্ব্বতে আগমন করিলেন।

তদনন্তর প্রতাপবান্ রামচন্দ্র সংখ্যাতীত কপিগণকর্ত্তৃক সংবৃত হইয়া রাবণের লঙ্কাপুরী অবরোধ করিলেন। রাবণ রামচন্দ্রের তদনুজ লক্ষ্মণের ও বানরগণের বল অবগত

হইয়া ভীত হইয়াও নির্ভীকের ন্যায় কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে লঙ্কানগরীর রক্ষার্থ রাক্ষসগণকে আদেশ করিলেন। তিনি আপন পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে, হে ধূম্রাক্ষাদি অমিত্রান্তক বীর্য্যবান্ রাক্ষসগণ! তোমরা সত্বর গমন কর এবং পাশ দ্বারা সেই নরদ্বয়কে বন্ধন করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। আমার প্রিয় ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ তূর্য্যশব্দে (১) প্রবোধিত (২) হইয়া সমস্ত নরবানরগণকে ভক্ষণ করুক।

মহাবল রাক্ষসগণ রাবণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বানরগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বানরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে সেই কোটিসংখ্যক রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া ফেলিল। রাবণ অন্যান্য রাক্ষসগণকে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন।

দশানন পূর্ব্বদ্বারে যে সকল অমিতবীর্য্য রাক্ষসগণকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, নীলাদি বানরগণ সেই সকলেরই বধসাধন করিল। দক্ষিণ দ্বারে রাবণনিয়োজিত রাক্ষস-সেনাগণ বানরনখে ছিন্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। পশ্চিমদ্বারগত পর্ব্বতাকার নিশাচরগণ, বলদর্পিত বানর-প্রধান অঙ্গদাদি কর্ত্তৃক নিহত হইয়া যমসদনে গমন করিল। রাক্ষসেশ্বর যে সকল ক্রূরতর স্থূলবক্ষঃ রক্ষোগণকে উত্তর দ্বারে নিয়োজিত করেন, তাহারা মৈন্দাদি বানরগণকর্ত্তৃক

(১) তূর্য্য—বাদ্য।
(২) প্রবোধিত—জাগরিত।

নিহত হইল। সেই সকল মহাবল বানরগণ লঙ্কার প্রাকার(১) উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক দলে দলে পুরীগমনপুরঃসর বলদর্পিত রাক্ষসগণকে বিতাড়িত করিয়া সংহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত রাক্ষসগণ হত হইতে লাগিল দেখিয়া এবং রোরুদ্যমানা রাক্ষসাঙ্গনাগণের রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রতাপবান্ দশানন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া সংগ্রামস্থলে নির্গত হইল এবং রথে আরোহণপূর্ব্বক পশ্চিম দ্বারে উপনীত হইয়া ধনুর্ধারণপূর্ব্বক "কোথায় রামচন্দ্র কোথায়" এই বাক্য বলিতে বলিতে ঘোরতর শরবর্ষণ আরম্ভ করিল। অনন্তর শরানভিজ্ঞ বানরগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র বানরগণকে পলায়মান দেখিয়া কহিলেন, একি মহৎ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল? বিভীষণ কহিলেন, হে রঘুবীর! অধুনা মহাবাহু রাবণ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদীয় বাণে নির্ভিন্ন হইয়া বানরগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছেন। ইহা শুনিয়াই রামচন্দ্র ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং জ্যাঘোষ দ্বারা দিগাকাশ পরিপূরিত করিলেন। অনন্তর কমললোচন রামচন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেম। মহাবল সুগ্রীব, জাম্ববান্, হনূমান, অঙ্গদ, বিভীষণ, বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ ইহাঁরা সর্ব্বশরবর্ষিণী হস্তিঅশ্বরথশালিনী, রাবণসেনা নিহত করিয়া হর্ষান্বিত হইলেন।

---

(১) প্রাকার—প্রাচীর।

অনন্তর রাম ও রাবণের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। মহাবল রামচন্দ্র রাবণনিক্ষিপ্ত বিবিধ শরসমূহ আকাশপথে ছিন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দশ বাণ দ্বারা রাবণের সারথি ও অত্যুত্তম তুরঙ্গমগণকে নিহত করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহার শরাসন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, আর দশ বাণ দ্বারা মুকুট ভগ্ন ও সুবর্ণপুঙ্খ আর দশ বাণ দ্বারা তাহার মস্তক বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর দেবকণ্টক দশানন রামশরে ব্যথিত হইয়া, মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক নীত হইয়া নিজপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাবণসোদর গজযূথবিক্রম কুম্ভকর্ণ তূর্য্যনাদে প্রবোধিত হইয়া লঙ্কার প্রাকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বিনির্গত হইল। কুম্ভকর্ণের দেহ অত্যুচ্চ ও অতিশয় স্থূল, লোচনদ্বয় ভয়ঙ্কর এবং বল অপরিমিত। দুরাচার ক্ষুধাতুর কুম্ভকর্ণ সংগ্রামে আগমন করিয়া বানরগণকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিয়া বানরেন্দ্র সুগ্রীব বলপূর্ব্বক তদীয় বক্ষঃস্থলে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিল এবং কর দ্বারা কর্ণদ্বয় ও দশন দ্বারা সুদীর্ঘ নাসা ছিন্ন করিয়া সত্বর লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক দূরে গমন করিল। কুম্ভকর্ণ কীপশ্বর সুগ্রীবকর্ত্তৃক তাড়িত ছিন্ননাস ও ছিন্নকর্ণ হইয়া বিকৃতাকার হইল। তাহার মুখমণ্ডল হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া কহিল, আমি যুদ্ধের নিমিত্ত তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমি কবন্ধ (১) হইয়াছি। তাহা শুনিয়া, বানরগণ হৃষ্ট হইয়া

(১) কবন্ধ—মস্তকাদিবিহীন দেহ।

হাস্য করিতে লাগিল। রামচন্দ্র ঘোরতর সমরে ধূম্রাক্ষ, কম্পনাদি সমন্তাৎশরবর্ষণশীল (১) রাক্ষসাধিপগণকে সংহার করিয়া, কুম্ভকর্ণের হস্তপদাদি ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে নিহত করিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ সমরে আসিয়া, নাগপাশদ্বারা, রামলক্ষ্মণকে বন্ধন করিলেন, গরুড়দ্বারা সেই পাশবন্ধন অপনয়নপূর্ব্বক বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, শোভমান হইতে লাগিলেন।

ইন্দ্রজিতের পাশবন্ধন ব্যর্থ হইলে এবং কুম্ভকর্ণ রণাঙ্গনে নিহত হইলে, লঙ্কাধিপতি রাবণ, অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া, মহাকায় অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তকনামক রাক্ষসগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা অদ্য সমরে গমন করিয়া, নরদ্বয়কে বিনাশিত কর। তাহারা শত্রুসমরে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, পুনর্ব্বার মহোদর ও মহাপার্শ্ব নামক পুত্রদ্বয়কে কহিলেন, তোমরা ভীষণরণে গমনপূর্ব্বক রামলক্ষ্মণকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া সত্বর আগমন কর। তাহারা সমরে অবতীর্ণ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ রোষাবিষ্টচিত্তে ছয় বাণদ্বারা তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। বানরগণও বহুতর রাক্ষসপ্রধান বীরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। বানররাজ সুগ্রীব বলদর্পিত রাক্ষসপতি কুম্ভকে বিনাশ করিলেন। পবননন্দন হনূমান্ দেবতাদিগেরও ভয়প্রদ নিকুম্ভকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

(১) সমন্তাৎ—চারিদিকে—শরবর্ষণশীল—শরবর্ষকারী।

বানরেন্দ্র অঙ্গদ, গদাহস্তে যুধ্যমান ভীষণ বিরূপনামক রাক্ষসের প্রাণসংহার করিলেন। ঋক্ষরাজ জাম্বুবান্, ভীমাকৃতি একাশ্বপতিকে বিনষ্ট করিলেন। অন্যান্য কপিগণ, বহুতর রাক্ষসগণকে বিনাশিত করিলেন। অনন্তর মহাবল মকরাক্ষ আসিয়া বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলে, রামচন্দ্র তীক্ষ্ণশরে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ পুনর্ব্বার মন্ত্রলব্ধরথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশে অবস্থান করিয়া রজনীযোগে রামলক্ষ্মণও বানরগণের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই সম্মোহন বাণে বানরগণ ও রামলক্ষ্মণ নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে জাম্ববান্ ঔষধ আনয়নার্থ হনূমান্‌কে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর মারুতি মহাবেগে আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক ঔষধ আনয়ন করিয়া, ভূমিশয়ান রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে উত্থাপিত করিলেন। বানরসেনা ক্রোধভরে করে প্রজ্জ্বলিত উল্কা গ্রহণপূর্ব্বক রজনীযোগে লঙ্কার উপর পতিত হইয়া, হস্তি, অশ্ব, রথ, রাক্ষস সহিত পুনর্ব্বার লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া আসিল।

অনন্তর রামচন্দ্র, ইন্দ্রজিতের বিনাশ নিমিত্ত বিভীষণের সহিত লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মণ যাগ, হোম, জপাদি কর্ম্মের বিঘ্ন ঘটাইয়া মেঘনাদ ইন্দ্রজিতকে বিনাশ করিলেন।

প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ ও পুত্র মিত্র বন্ধু বান্ধববর্গ নিহত হইলে, রাক্ষসাধিপতি রাবণ, মহাক্রোধে সুশিক্ষিতবেগশালি-অশ্বযুক্ত বিচিত্ররথে আরোহণ করিয়া, লঙ্কার দ্বারে বহির্গমন-

পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, কোথায় রামনামে বিখ্যাত, কপিসৈন্যের ঈশ্বর, তাপসাকৃতি মনুষ্য কোথায়? দাশরথি দশাননকে সংগ্রামে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, রে দুষ্টাত্মন্! আমি রাম, এখানে রহিয়াছি, আয়, আমার সহিত যুদ্ধ কর্। তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে কহিলেন, আপনি উপবিষ্ট থাকুন, আমি এই রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিব। এই বলিয়া লক্ষ্মণ, সত্বর গমন করিয়া শরবর্ষণদ্বারা রাবণকে রোধ করিলেন। রাবণও বিংশতিবাহু নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা লক্ষ্মণকে আচ্ছাদিত করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরবীরবিনাশন বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ, রাবণের সুতীক্ষ্ণ শায়ক সকল আকাশপথে ছিন্ন করিয়া, ভল্লাস্ত্রদ্বারা তাঁহার সারথির প্রাণ বিনাশ করিলেন এবং তীক্ষ্ণশরে ধ্বজ ও শরাসন ছিন্ন করিয়া, তাঁহার বক্ষঃস্থলে শাণিত শস্ত্র সকল বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর রাক্ষসনায়ক রাবণ ক্রোধান্বিত হইয়া, ঘণ্টানাদ নিনাদিনী, অনলজ্বালাতুলা জাজ্বল্যমানা, মহোল্কাসদৃশ দীপ্তিশালিনী, শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক রথোপরি দণ্ডায়মান হইয়া, সুদৃঢ় মুষ্টিদ্বারা ধারণপূর্ব্বক লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শক্তি তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে অমরগণ আকাশে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মণ রণস্থলে পতিত হইল দেখিয়া, বানরগণ রোদন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র সুদুঃখিতচিত্তে লক্ষ্মণের পার্শ্বে গমন করিয়া, বাহুযুগলদ্বারা শক্তি উৎপাটিত করিলেন এবং দিব্য-ঔষধ রসে অনুজকে সত্বর অনাময় করিয়া

তুলিলেন। তদনন্তর কমললোচন জগৎপতি রামচন্দ্র, ক্রোধান্বিত হইয়া রাবণের হস্তী, অশ্ব, রথী ও রাক্ষসসেনা-গণকে সংহারপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরদ্বারা তদীয় শরীর জর্জ্জরীকৃত করিলেন। বিষম আঘাতে রাবণ অচেতন হইয়া রথোপরি নিপতিত হইল। রামচন্দ্র বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর দশানন সচেতন হইয়া উত্থিত হইলেন এবং কুপিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মহাভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া অমরগণ অম্বরতলে বিত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়েই আদিত্যদ্যুতি মহামুনি অগস্ত্য, রাবণপ্রতি বদ্ধবৈর হইয়া, আগমনপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে বিজয়প্রদ আদিত্য হৃদয়নামক মন্ত্র প্রদান করিলেন। রামচন্দ্র মহর্ষির পূজা করিয়া, সেই ঋষিদত্ত অতুল্য অমোঘ নানা সদ্গুণশালী সেই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর প্রতাপবান্ রঘূত্তম বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র সুবর্ণপুঙ্খ মর্ম্ম-বিদারণসুতীক্ষ্ণশরদ্বারা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, রাম ও রাবণের জ্যাঘোষ, শরীরসংঘর্ষ সংঘোষ ও পদনির্ঘোষ দ্বারা অখিলত্রৈলোক্যমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যুদ্ধ করিতে করিতে আকাশতলে উভয়ের লোচন সংঘৃষ্ট ও মস্তক বিমর্দ্দিত হইয়া চতুর্দ্দিকে মহতী উল্কাপাত তুল্য অনলশিখা দৃষ্ট হইতে লাগিল। দাশরথি রাম, এইরূপে রাবণের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে অধরোষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক দশবাণ দ্বারা রাবণের শুভ্রদন্ত বিকৃতাকার মস্তক সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। রাবণের বিকৃতাকার দর্শন করিয়া

কপিগণ কোলাহল করিতে লাগিল। রামচন্দ্র, সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা দশাননের দশমস্তক, পুনঃ পুনঃ ছিন্ন করিয়া পাতিত করিতে লাগিলেন, মস্তকসকল ও ব্রহ্মারবরে পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইয়া স্কন্ধ দেশে সংযুক্ত হইতে লাগিল।

তদনন্তর, দেবরাজ ইন্দ্র, পঞ্চবাজিবিরাজিত, লোক-বিখ্যাত মাতলিসনাথ মহারথ প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র, সেই বৈরীবিনাশী দিব্যরথে আরোহণ করিয়া দেবকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতে লাগিলেন। অনন্তর সনাতন রামরূপী জনার্দ্দন, মাতলিকথিত উপদেশ শ্রবণান্তর, ব্রহ্মদত্তবর স্মরণ করিয়া, ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা, ক্রূরবৈরি দশাননকে নিহত করিলেন।

রামদেব, রাক্ষসাধিপতি দেবকণ্টক বিষমবৈরি রাবণকে সগণে বিনাশিত করিলে, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, পরস্পর কহিতে লাগিলেন, দাশরথি রামচন্দ্র, সাক্ষাৎ সনাতন হরির অবতার ইনি, আমাদের পরমবৈরি, অন্যের অবধ্য রাবণকে সংগ্রামে সংহার করিলেন, অতএব আমরা উর্ব্বীতলে (১) অবতীর্ণ অনন্ত, অজ, অব্যয়, রামচন্দ্রের নিয়তই পূজা করিব। এই বলিয়া অমরগণ, মনোরম বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অবনীতলে অবরোহণ করিয়া, রুদ্র, ইন্দ্র, বসু, চন্দ্র, আদি দেবতাগণ; সেই বিজতারি, বিষ্ণু, জিষ্ণু জগৎপতি, সনাতন, রামচন্দ্রকে অনুজের সহিত যথাবিধি পূজা করিয়া, বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন, কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! ইনি, রামচন্দ্র, ইনিইলক্ষ্মণ, ইনি,সূর্য্যতনয় সুগ্রীব,

---

(১ উর্ব্বীতলে—পৃথিবীতলে।

ইনিই পবননন্দন হনূমান্ এবং ইনিই যুবরাজ অঙ্গদ। অনন্তর, দেবগণের করপরম্পরা হইতে রাম লক্ষ্মণের মস্তকোপরি অনুগতভ্রমরালি দিব্যগন্ধামোদশালিনী, পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা, হংসযানারোহণে, রামচন্দ্রের সন্নিধানে উপনীত হইয়া মোক্ষাখ্য স্তোত্রদ্বারা রামের স্তব করিয়া কহিলেন, হে রামচন্দ্র! আপনিই বিষ্ণু ও ভূতগণের আদি, আপনিই অনন্ত ও জ্ঞানস্বরূপ, আপনিই বেদান্ত বিদিত, অব্যয় পরমব্রহ্ম, আপনি এক্ষণে, লোকবিদ্রাবণ-ভুবনরাবণ রাবণকে (১) সমরে নিহত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ত্রৈলোক্যের ও দেবগণের সাধুকার্য্য সাধিত হইয়াছে। এই বলিয়া ব্রহ্মা বিরত হইলে, শূলপাণি ভগবান্ শঙ্কর রামচন্দ্রের প্রশংসা করিলেন। রামচন্দ্র, সর্ব্বজন সমক্ষে সীতার অগ্নিপরিশুদ্ধি সম্পাদন করিলেন, দেখিয়া, দেবগণ, স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর বাহুবলপ্রাপ্ত সুশোভন! পুষ্পকবিমান, পবিত্রচারিনী জনকনন্দনী নির্দ্ধৌতশোকা সীতাকে আরোপিত করিয়া ভ্রাতার সহিত বানরেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া প্রতিজ্ঞা সাগর উত্তরণ পূর্ব্বক ভরতের প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়া দিব্যপুর অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলেন। বশিষ্ঠাদি

(১) বিদ্রাবণ—বিতাড়ক। দ্রাবি ধাতু পলায়ন করা। রাবণকে দেখিয়া ও তৎকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া লোকসকল পলায়ন করে। রু ধাতু রব করা, চীৎকার করা। রাবণ লোকগণকে বিধ্বস্ত করিয়া চীৎকার করায় এই হে ত্রিভুবনরাবণ।

দ্বিজসত্তমগণ, ভরত কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া রামচন্দ্রকে কোশলরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রতাপবান্ রামচন্দ্র, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অযোধ্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রঘূত্তম রামচন্দ্র বানরনায়ক সুগ্রীব ও নিশাচরনায়ক বিভীষণকে পূজাপূর্ব্বক বিদায় করিয়া নিজজনগণাদ্বরা যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমাপনানন্তর স্বর্গারোহণ করিলেন।

হে রাজন্! আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে মহাত্মা রামচন্দ্রের চরিত কীর্ত্তন করিলাম। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই পুণ্যকথা পাঠ বা শ্রবণ করিবে, জগৎপতি রামচন্দ্র তাহাকে নিজপদ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, হে ভৃগূদ্বহ! (১) আমি যাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন এবং এইরূপ প্রশ্ন করিয়া আপনার নিকট যে অপরাধ করিতেছি, তৎসমুদায় মার্জ্জনা করিবেন। আপনি পুণ্যময় রামচরিত আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন, আমিও তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া নিষ্কল্মষ হইলাম। আপনি কহিলেন, পুণ্যতোয়া সরযূতটে জনপূর্ণা সুশোভনা অযোধ্যাপুরী সন্নিবেশিত আছে। হে মুনিসত্তম! শুনিয়াছি, সেই পবিত্রপুরীতে অনেক পুণ্যময় তীর্থস্থান

(১) ভৃগূদ্বহ—ভৃগুবংশের শ্রেষ্ঠ।

বিদ্যমান আছে, হে বিপ্রেন্দ্র! এক্ষণে সেই সমস্ত তীর্থবিবরণ কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! অযোধ্যায় বহুতর পুণ্যতীর্থ বিদ্যমান আছে, উহাতে গমন করিয়া স্নানাদি করিলে, মানবগণ সদ্যই পাপপুঞ্জ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। সমস্ত বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতে আমার সামর্থ্য নাই, প্রধান প্রধান তীর্থগণের কথা সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

মনুজকুঞ্জর পদ্মপত্রায়তলোচন জনার্দ্দন রামচন্দ্র যে স্থানে ক্রিমিকীটগণ, মানবগণ, অপ্সরোগণ, কিন্নরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, রুদ্রগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া মানবদেহ বিসর্জ্জন পুরঃসর দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন, সেই তীর্থের নাম গোপ্তার এই তীর্থই সর্ব্বতীর্থের মধ্যে উত্তম ও পুণ্যপ্রদ। হে রাজন্! সেই তীর্থের পুণ্যফল শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গোদান করিলে যে ফল হয়, মহাপুণ্য স্থান কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ সময়ে যে পুণ্য হয়, এই গোপ্তারতীর্থে স্নান করিলে সেইরূপ ফল হয় জানিবেন। তদনন্তর তিলোদক নামে তীর্থ, উহাতে ব্রহ্মর্ষিগণ নিয়তই বাস করিতেছেন, তাহাতে স্নান অর্চ্চনা করিলে, মানবগণ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। চক্রতীর্থে স্নান ও তাহার অনুত্তম পুণ্যবারি পান করিলে, সর্ব্ববিধ পাপ হইতে প্রমুক্ত ও সর্ব্বদেবের সুপূজিত হইয়া দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক, পুরন্দরপুরে গমন করিয়া থাকে। যে নর, অগ্নিতীর্থে স্নান করিয়া নারসিংহের পূজা করেন, সে অগ্নি-

মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া,পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদনন্তর তীর্থগণের মধ্যে উত্তম বৃহস্পতি কুণ্ড, তাহার পুণ্যফল সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ কর। যে মানব, প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সেই তীর্থে বিধিপূর্ব্বক স্নান কার্য্য সমাপনানন্তর, গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা নারসিংহের আরাধনা করে, সে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও বাগীশ্বর ও স্বর্গপ্রাপ্ত হয়, তদনন্তর দিব্যরত্নগণে প্রদ্যোতিত দিব্যাভরণসমূহে বিভূষিত হইয়া, অর্কবর্ণ দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক নারসিংহপুরে গমন করিয়া থাকে। হে অনঘ! (১) দিব্যসংখ্যানুসারে শত সহস্রবৎসর বিষ্ণুপুরে দিব্যভোগ সকল উপভোগ করিয়া তৎপরে সাযুজ্য মুক্তিলাভ করে। হে রাজন্! তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর অনুত্তম ব্রহ্মদণ্ড নামে বিখ্যাত তীর্থ অযোধ্যায় বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মতীর্থের ফল বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতে আমার সামর্থ্য নাই, হে রাজন্! আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিব, তুমি আদরপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ কর। যে মানব ব্রহ্মতীর্থে গমনপূর্ব্বক নারসিংহের আরাধনা করিয়া অবস্থান করে, সে জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত এবং পাপ হইতে প্রমুক্ত হইয়া পরমাসিদ্ধি লাভ করে। যে নর, তথায় একবার কুণ্ডস্নানপূর্ব্বক নারসিংহের পূজা করে, সে অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত, সিদ্ধ-দেব-মহর্ষিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া দিব্যমানে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। তথায় বহুকাল ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া,

---

(১) অনঘ—নিষ্পাপ।

তৎপরে বিষ্ণুলোকে গমনপূর্ব্বক সাযুজ্যমুক্তি লাভ করে। মানবগণ কোটিতীর্থে স্নান করিয়া, সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সহস্র অগ্নিষ্টোম ও শতবাজপেয় যজ্ঞের এবং স্বর্ণ দান, গোদান, ধান্য দানের ফল লাভ করে। তৎপরে ঋষি-সেবিত সপ্তর্ষিকুণ্ড, নরগণ সেই তীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। অনন্তর আমি তোমাকে সর্ব্বদুঃখক্ষয়কারক, সর্ব্বশান্তি কর, পরমোৎকৃষ্ট, মহাস্থান, স্বর্গদ্বার নামক তীর্থের ফল সংক্ষেপে কহিব। পুরন্দর প্রভৃতি দেবতাগণ, মহর্ষি-গণ, অপ্সরোগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, যক্ষগণ, বিদ্যাধরগণ, নিয়তই এই তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রোত্রিয় ও অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণকে কপিলার লক্ষণান্বিতা, সবৎসা পয়-স্বিনী গাভী দান করিলে যে ফল হয়, স্বর্গদ্বারে স্নান করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারে। স্বর্গদ্বারে ভগবান্ নারসিংহ বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রতিদিন উষাকালে স্নানান্তর জিতে-ন্দ্রিয় হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে, দেহ পরিহারানন্তর বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়। যে নর, প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া স্বর্গদ্বার তীর্থের স্মরণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। এই স্বর্গদ্বার মহাতীর্থেই ঘর্ঘরা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। যেখানে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম হইয়াছে, সেই স্থান এক মহাতীর্থ। সর্ব্বপাতকবিনাশন বালখিল্যাশ্রম নামক তীর্থে স্নান করিয়া মানবগণ সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। বিন্ধ্যনামক মহাতীর্থে ভগবান্ ভবানীপতির আয়তন তাহাতে স্নান করিয়া, শঙ্ক-রের আরাধনা করিলে, নরগণ বিমানারোহণে বিষ্ণুলোকে

গমন করিয়া থাকে। ভূতলপ্রথিত গালব নামক তীর্থে স্নান করিলে, স্বর্গলাভানন্তর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। গোমতীস্থিত রামতীর্থে স্নান করিয়া গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা বিষ্ণুপূজা সমাধান করিলে নরগণ সিদ্ধিলাভ করে, সন্দেহ নাই। জটাদত্ত নামক তীর্থ ভূতলে বিখ্যাত ও শুভকর, তাহাতে স্নান ও তজ্জল পান করিলে, মানবগণ সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পূজিত হয়।

হে নরাধিপ! এই আমি তোমার নিকট ভূতলবিখ্যাত পুণ্যকর পবিত্র তীর্থ সকলের বিবরণ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যে নরগণ ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, সে উদারতর বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অতঃপর আমি তোমার নিকট তৃতীয়রাম (১) ও কৃষ্ণের কল্যাণকর অবতারদ্বয় একবারেই বর্ণন করিব।

পুরাকালে নরভারপীড়িতা পৃথিবী ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া দেবতাগণের মধ্যে আসীন পদ্মাসন ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিলেন, হে কমলোদ্ভব! যে সকল দৈত্যদানবগণ সুরাসুর নরগণকে পরাজিত করিয়াছিল, ভগবান্ বিষ্ণু তাহাদের

(১) বলদেব বা বলরাম।

সংহারসাধন করেন, তাহারই এক্ষণে কংসাদি ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, হে চতুরানন! আমি তাহাদের ভারে একান্তই প্রপীড়িতা ও সন্তপ্তা হইয়াছি। হে দেব! যাহাতে আমার সেই ভার হানি হয়, আপনি তাহার বিধান করুন।

পৃথিবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মা অমরগণের সহিত ভক্তিসমন্বিত হইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরতীরে জগৎপতি জনার্দ্দনের নিকট গমনপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি ও বাক্যপুষ্প দ্বারা চতুর্ব্বাহু জগন্নাথের আরাধনা করিয়া পূজা করিলে জগৎপতি পরিতুষ্ট হইলেন।

রাজা কহিলেন, প্রজাপতি বাক্‌পুষ্প দ্বারা কিরূপে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেই শাস্ত্রোক্ত অনুত্তম স্তোত্র আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া চরিতার্থ করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, কমলযোনির মুখোচ্চারিত, সর্ব্বপাপহর, পুণ্যকর, পরমোৎকৃষ্ট বিষ্ণুর তৃপ্তিকর, স্তোত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পিতামহ কহিলেন, আমি পরমদেব, গোবিন্দের পূজাপূর্ব্বক একাগ্রমনা হইয়া এই স্তোত্র উদীরণ করিতেছি।

দেবদেব, নরনাথ, অচ্যুত, নারায়ণ, লোকগুরু, সনাতন, অনাদি, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অব্যয়, বেদ্য, পুরুষোত্তম, হরি, আনন্দমূর্ত্তি, অমৃত, পরাৎপর, চিদাত্মক, জ্ঞানবান্‌গণের পরমগতিস্বরূপ, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বগত, একরূপ, ধ্যেয়স্বরূপ, মাধবকে প্রণাম করি; যিনি ভক্তের প্রিয়, অতীব নির্ম্মল, শান্ত, সুরাধিপ, সুধীজনস্তুত, চতুর্ভুজ, নীরদবর্ণ, ঈশ্বর,

রথাঙ্গপাণি, (১) কেশব, গদাসিশঙ্খধারী, শ্রীপতি, খগাসন, শার্ঙ্গধর, সুপ্রভ, পীতাম্বর, হারবিরাজিতবক্ষঃস্থল, বিষ্ণু, সততকিরিটী, গন্ধস্থলাসক্তসুবর্ণকুণ্ডলী, তনুকান্তি দ্বারা অশেষজগদুদ্দীপনকারী, গন্ধর্ব্বসিদ্ধাদি কর্ত্তৃক উপগীত, ভূতপতি, জনার্দ্দনকে নমস্কার করি। যিনি যুগে যুগে অসুরগণকে নিহত করিতেছেন, যিনি অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে মানবগণের প্রতিপালন করিতেছেন, যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও সংলয়সাধন করিতেছেন, সেই বাসুদেব-সনাতন হরি নারায়ণকে নমস্কার করি। যিনি মীনরূপ ধারণ করিয়া রসাতলস্থিত মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন এবং মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয়কে সংহার করিয়াছেন, সেই বেদবেদ্য নারায়ণ মধুসূদনকে নমস্কার করি। যিনি ক্ষীরসমুদ্র মন্থনকালে কৌর্ম্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সুরগণের হিতসাধন করিয়াছেন, সেই আদিদেব প্রভাকর বিষ্ণুকে প্রণাম করি। যিনি বরাহ আকার স্বীকার করিয়া অতীব বলদর্পিত হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যপতিকে বিনাশ করিয়া অখিল মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, সেই যজ্ঞমূর্ত্তি যজ্ঞেশ্বরকে নমস্কার করি। যিনি পুরাকালে জগতের হিতের নিমিত্ত নৃসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রখর নখরাগ্র দ্বারা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর সংহারসাধন করেন, সেই সনাতন নারায়ণকে নমস্কার করি। যিনি ব্রহ্মচারী বামনরূপ ধারণপূর্ব্বক বলিরাজকে বদ্ধ করিয়া

(১) রথাঙ্গ—চক্র রথাঙ্গপাণি—চক্রপাণি।

ত্রিপদ দ্বারা জগৎত্রয় আক্রমণ করিয়া পুরন্দরকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই আদিদেব, অব্যয়, পুরুষোত্তম হরিকে নমস্কার করি। যিনি যামদগ্ন্য রূপে ভুজবনচ্ছেদন করিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং ত্রিসপ্তবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ভূমিভার হরণ করিয়াছিলেন, সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যিনি সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কায় গমন করিয়া ভৃত্য ও স্বজনের সহিত দশাননকে হনন করিয়াছিলেন, সেই অব্যয় রঘূত্তম রামদেবকে নিরন্তর নমস্কার করি। হে ভগবন্! আপনি যেরূপ বারাহ নৃসিংহাদিরূপে দেবগণের হিতসাধন করিয়াছেন, সেইরূপে যাহাতে ভূমির ভারহানি হয়, আপনি এক্ষণে তাহার বিধান করুন। হে বিষ্ণো! প্রসন্ন হও, আপনাকে নমস্কার করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তভোগশায়ী, ভগবান্ বাসুদেব, ব্রহ্মার সেই স্তুতিবাণী শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি ভূভারহরণার্থ দ্বিবিধরূপে অবতীর্ণ হইব, দেবগণও স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইবেন, তাহা হইলেই সর্ব্বকার্য্য সমাধান হইবে।

হরির বাক্য শ্রবণানন্তর, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মাদি দেবতাগণ প্রস্থান করিলেন। অনন্তর, দেবদেব জনার্দ্দন, দুষ্টগণের শাসনও শিষ্টগণের পরিপালন নিমিত্ত আপনার শ্বেতকৃষ্ণরূপিণী দুই শক্তি প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে শুভ্রাশক্তি রোহিণীগর্ভে ও কৃষ্ণাশক্তি দেবকীগর্ভে নিহিত করিলেন। বসুদেব দ্বারা উভয়ের গর্ভসঞ্চার হইলে, রোহিণীগর্ভে শ্বেতকান্তি বলরাম ও দেবকী গর্ভে কৃষ্ণকান্তি

কেশব জন্মগ্রহণ করিলেন। হে নৃপ! তাঁহাদের কর্ম্ম শ্রবণ কর। গোকুলে বালক গণকে আনায়ন করিতে আসিয়া স্যন্দিনী রাক্ষসী নিশাকালে বলরাম কর্ত্তৃক নিহত হয়; শ্রীকৃষ্ণ পূতনার প্রাণ বিনাশ করেন। বলরাম, স্বগণ সহিত ধেনুককে নিহত করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ, শকটাসুর ও অর্জ্জুন বৃক্ষের বিনাশ করিলেন। বলরাম, ভাণ্ডীরবনে, কর দ্বারা প্রলম্বাসুরের প্রাণ সংহার করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ও দুষ্টবাজী কেশীনামক অসুরকে নিপাতিত ও কালিন্দীসলিলে দুষ্ট বিষধর, কালীয় নাগের দমন এবং দেবরাজ নিয়ত বর্ষণ করিলে, গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গোকুলের রক্ষণপূর্ব্বক অরিষ্ট বিনাশ করিলেন।

অনন্তর উভয় ভ্রাতা, মহাত্মা অক্রূর কর্ত্তৃক মথুরায় নীত হইয়া পথিমধ্যে যমুনাজলে নিমগ্ন হইলেন। অক্রূর, তাঁহাদিগকে দেখিতে নাপাইয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর রামকৃষ্ণ যমুনাজলে, আপন, আপন, সুশোভিত ও বিভূতিমৎ দিব্যতনু প্রদর্শন করিলে, নৃপনন্দন অক্রূর তাঁহাদিগের সেই অতুল প্রভাব অবগতি করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর, মথুরায় নীত হইলে, কংসরাজের রজক, তাঁহাদিগকে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলে রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া বস্ত্র সকল ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ, রামকৃষ্ণকে, সগুড় পায়স সঘৃত অপূপ ভক্তি পূর্ব্বক প্রদান করিলেন, তাঁহারা তাহা ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলে; মালাকার ভক্তি পূর্ব্বক মনোহর মাল্যদ্বারা তাঁহাদের পূজা

করিল। রামকৃষ্ণ, তাহাকে বর প্রদান করিয়া, রাজমার্গে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে কুব্জারসহিত সাক্ষাৎ হইল। কুব্জা মাল্যচন্দনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে কেশব তাহার কুব্জত্ব বিনাশ করিয়া, বিরূপদেহ সুরূপ করিয়া দিলেন। অনন্তর দেবকীনন্দন, কংসের মহৎকার্ম্মুক আকর্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগ্ন করিলেন। বলরাম, বল পূর্ব্বক, রক্ষক ও দ্বারপালগণকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর জনার্দ্দন, কুবলয়াখ্যগজরাজকে সংহার করিয়া তাহার দন্তদ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক করে ধারণ করিয়া কংসের সভা-স্থলে প্রবেশ করিলেন! অনন্তর, মদমত্ত অব্যয়াত্মা মহাপ্রাণ মুষলী, ঘোর সমরে, শৈলোপম মন্দমুষ্ঠিক নামক অসুর দ্বয়কে বিনাশিত করিলেন। জনার্দ্দনও জনমধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া প্রসিদ্ধ বলবীর্য্য কংসবন্ধু আনূরনামক মহাসুরকে বিনাশ করিয়া মল্লনামক মহাদৈত্যের প্রাণসংহার করিলেন। অনন্তর, হলধর, মন্দ ও মুষ্ঠিকের মিত্র পুষ্করাসুরকে মুষ্টি দ্বারা নিহত করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র, সনকাসুরকে বিনাশ করিয়া,কংসাসুরকে ধরিয়া তাহার নিগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রোধভরে কংসকে পৃথবীতলে নিপাতিত করিয়া ভূমির উপরদিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে সভামধ্যেই তাঁহাকে বিনাশ করিলেন।

কেশব কংসকে সংহার করিলে, বলবীর্যবান্ কংসভ্রাতা ক্রোধভরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বলরাম তাহাকে ক্ষণমধ্যেই বিনাশ করিলেন।

অনন্তর, বাসুদেব রামকৃষ্ণ, সমস্ত যাদবগণে পরিবেষ্টিত

হইয়া, কারারুদ্ধ পিতা মাতার উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক উগ্র-সেনকে যাদবগণের নৃপতি করিয়া সুধর্ম্মনাম্নী সভা প্রদান করিলেন।

রামকৃষ্ণ, সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, সান্দিপনি মুনির নিকট গমন করিয়া অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া গুরুপুত্রবিনাশক পঞ্চজননামক শঙ্খাসুরের প্রাণ সংহার করিলেন। অনন্তর যমকে জয় করিয়া গুরুকে পুত্র দান রূপ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলেন। অনন্তর সনাতন বলরাম ও অব্যয়াত্মহরি দিব্যাস্ত্র সমূহদ্বারা মগধ রাজের সমস্ত বল, বহুবার বিনাশ করিলেন। তদনন্তর, উভয়ে অর্ণবান্তে দ্বারকানাম্নী মনোহরা পুরী নির্ম্মাণ করিয়া শৃগালের বধসাধন করিলেন। অনন্তর, মহাকায় কালযবনের নিধনপূর্ব্বক প্রশান্তবিগ্রহ হইয়া নন্দরাজের গোকুলে পুনর্গমন করিলেন। তদনন্তর, বৃন্দাবন-বিপিনে, গোপীজনগণে বিভূষিতাঙ্গ হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। হলধর ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গুলাগ্র দ্বারা যমুনা নদীকে আকর্ষণ করিলেন। তদনন্তর সমৃদ্ধিসম্পন্না মনোরমা দ্বার-বতী গমন করিয়া রেবতীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। পুরাণপুরুষ কৃষ্ণও সেইকালে রুক্মিনীকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, হলধর দ্যূতক্রীড়ায় কলিঙ্গ রাজের দন্ত উৎ-পাটন পূর্ব্বক অষ্টাপদ (১) দ্বারা কপটী মিথ্যাভাষী রুক্মীকে বিনাশ করিলেন। কৃষ্ণও প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশে (২) হয়-

---

(১) অষ্টাপদ—পাষ্টি, পাশার ছক্। (২) গান্ধার দেশে।

গ্রীবাদি বহুতর দৈত্যগণকে বিনাশিত করিলেন এবং নরকাসুরের নিধন পূর্ব্বক তদীয় অশ্ব ধন ও মহতীসেনা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, অদিতিকে কুণ্ডল যুগল প্রদান পুরঃসর দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া পারিজাত আহরণ পূর্ব্বক দ্বারকাপুরী প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বলরাম, কুরুগণের সহিত সখ্যবদ্ধ হইয়া তাহাদিগের ভয়োৎপাটন করিলেন। ধীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র, যুধ্যমান বাণাসুরের বাহু চ্ছেদন করিলেন। বীর্য্যবান্ বলদেব কর্ত্তৃক বাণের শতকোটি সংখ্যক সৈন্য বিনাশিত হইল।

অনন্তর কংসবিনাশন কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সহায়ও সখ্যবদ্ধ হইয়া সমস্ত ভূপাল গণের সংহার পূর্ব্বক, পৃথিবীর ভার, ব্যপরোপিত (১) করিলে বলদেব, তীর্থযাত্রা করিলেন। বলরাম, যে সমস্ত অসুরাদি সংহার করিয়া ছিলেন, তাহার সংখ্যাকরা যায়না।

হে নরাধিপ! সেই রামকৃষ্ণ এইরূপে দুষ্টগণের নিধন করিয়া ভূভার হরণ পূর্ব্বক, স্বেচ্ছা ক্রমে স্বর্গগমন করিলেন।

হে রাজন্! এই আমি আপনার নিকট, রামকৃষ্ণের দিব্য অবতার কথা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে কল্কিনামক অবতারের বিবরণ শ্রবণ কর।

অনন্ত, অব্যয়, সর্ব্বশক্তিময় হরির এই শ্বেতকৃষ্ণ শক্তিদ্বয়, ভূমিভার হরণ করিয়া পুনর্ব্বার কৃষ্ণেই বিলীন হইল।

---

(১) সংহৃত, সংহার করিলে। তুলিয়াদিলে।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! অতঃপর আমি, পাপ-বিনাশন নারায়ণের কল্কি নামক অবতার কথা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

হে রাজেন্দ্র! কলির বলে ধরণীতলে ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে ও মহাপাপের প্রসার সম্বর্দ্ধিত হইলে এবং জন সমূহ, ব্যাধি দ্বারা সম্পীড়িত হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণ কর্ত্তৃক ক্ষীর-সাগরে সংস্তুত হইয়া নানাজনপদসমন্বিত সম্বলনামক মহাগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে কল্কীদেব অবতীর্ণ হইবেন। তিনি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক করাল করবাল দ্বারা প্রবল ম্লেচ্ছগণের নিধনসাধন করিবেন। পৃথিবীর বিনাশহেতু সমস্ত ম্লেচ্ছগণকে হনন করিয়া সেই পুরুষোত্তম কল্কী ভূমিভারহরণ-পূর্ব্বক, বহুকাঞ্চনাখ্য ধর্ম্মের সংস্থাপনান্তর স্বর্গারোহণ করিবেন।

হে পার্থিব প্রবর! এই আমি আপনার নিকট, হরির পাপহারী দশ অবতারের কথা পরিকীর্ত্তন করিলাম। যে মানব, সততই ভক্তি সমন্বিত হইয়া এই নৃসিংহ দেবের অবতার কথা শ্রবণ করেন, তিনি বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে নিয়তই বিরাজ করিতে থাকেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! আমি আপনার প্রসাদে, দেবদেব নারায়ণের কলুষহারিণী পুণ্যকথা শ্রবণ করিলাম। হে মুনীশ্বর মার্কণ্ডেয়! পুরাকালে, বলি-যজ্ঞে, বামন কর্ত্তৃক বিকৃতাক্ষ হইয়া, শুক্রাচার্য্য কিরূপে নারায়ণের স্তব করিয়া অক্ষিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হয়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভার্গব বামনকর্ত্তৃক বিকৃতাক্ষ হইয়া বহ্নিতীর্থে জাহ্নবীসলিলে অবগাহন পূর্ব্বক বামনদেবের অর্চ্চনা করিতেন। তিনি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, শঙ্খচক্র গদাধর, দেবেশ্বর সনাতন নারসিংহকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া স্তব করিতেন।

শুক্র কহিলেন, অব্যয়, অনন্ত, বিষ্ণু, বলিদর্পবিনাশন, বামন, শান্ত, শাশ্বত, পুরুষোত্তম, সুর, মহাদেব, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর, বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ, অচ্যুত হরিকে ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করি। আমি সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বগ, সর্ব্বভাবন, আনন্দ স্বরূপ, অজর, নিত্য দেব, গরুড়ধ্বজ জনার্দ্দনকে নমস্কার করি। যিনি সুরাসুরনরগণকর্ত্তৃক নিয়ত স্তুত ও পূজিত হন, সেই হৃষীকেশ জগদ্গুরু নারায়ণকে নমস্কার করি। যতিগণ যাঁহার রূপ, সংকল্প করিয়া নিয়তই ধ্যান করিয়া থাকেন সেই জ্যোতিঃস্বরূপ, অনুপম নারসিংহকে নমস্কার করি। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, যাঁহার পরমরূপ, জানিতে না পারিয়া

অবতার রূপের অর্চ্চনা করেন, আমি সেই অনাদি অনন্তরূপ নারায়ণকে নমস্কার করি। যিনি, এই অখিল জগতের সৃষ্টি করিয়া দুষ্ট গণের বধসাধন পূর্ব্বক জগতের পরিত্রাণ করেন, এবং যাঁহ তে নিখিল জগৎ বিলীনহয়, আমি সেই জনার্দ্দন নারায়ণ বামন দেবকে নমস্কার করি। যিনি, ভক্তগণ কর্ত্তৃক নিয়তই অভ্যর্চ্চিত হন, যিনি, নিয়তই ভক্তপ্রিয়, সেই নির্ম্মল, নিত্যদেব, জগৎ পতিকে নমস্কার করি। যিনি পরিতোষিত হইয়া, সাতিশয় দুর্লভ বস্তুও ভক্তগণকে প্রদান করেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী সনাতন বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম-করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পুরাকালে দেবদেব জগন্নাথ, শুক্র কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণ তাঁহার অগ্রে আবির্ভূত হইয়া একচক্ষু শুক্রাচার্য্যকে কহিলেন, হে ভার্গব! তুমি কিনিমিত্ত জাহ্নবীজলে আমার স্তব করিতেছ। শুক্র কহিলেন, হে দেবদেব! আমি পূর্ব্বে, আপনার নিকট মহান্ অপরাধ করিয়াছিলাম, সেই দোষের অপনয়ন নিমিত্ত এক্ষণে আপনার স্তব করিতেছি। ভগবান্ কহিলেন, আমার নিকট অপরাধ হেতু তোমার একনয়ন বিনষ্ট হইয়াছে, হে শুক্র! এক্ষণে আমি, তোমার এই স্তোত্রদ্বারা সন্তুষ্ট হইলাম, ঈষৎ হাস্য সহকারে এই বাক্য কহিতে কহিতে জগৎপতি জনার্দ্দন স্বীয় পাঞ্চজন্যশঙ্খদ্বারা শুক্রের কাণ চক্ষু স্পর্শ করিলেন শার্ঙ্গধরের পাঞ্চজন্য স্পর্শ মাত্রেই শুক্রের নয়ন পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল হইয়া দৃষ্টিশক্তি সমন্বিত হইল। এইরূপে ঋষিবর শুক্রাচার্য্যকে নয়ন প্রদান পূর্ব্বক

হৃষীকেশ, অন্তর্দ্ধান করিলেন, শুক্র ও আপন আশ্রমে প্রতি গমন করিলেন।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, এক্ষণে আমি শার্ঙ্গধর নারায়ণ নারসিংহের প্রতিষ্ঠার পরম বিধি শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভূপাল! অমিততেজা দেব দেব বিষ্ণুর বিভূতিপ্রদ (১) প্রতিষ্ঠা বিধি, যথা শাস্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যে মানবপ্রবর বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করিতে বাসনা করিবেন, সে প্রথমেই শাস্ত্রোক্ত স্থির নক্ষত্রে ভূমিশোধন করিবেন। পুরুষমাত্র বিশেষত বাহুমাত্র খাত করিয়া, কর্করান্বিত জলসিক্ত শুদ্ধ মৃত্তিকাদ্বারা ঐ খাত উত্তম রূপে পরিপূর্ণ করিবে। তদনন্তর পাষাণ বা শুষ্কমৃত্তিকা দ্বারা অধিষ্ঠান (২) বন্ধন পূর্ব্বক তাহার উপরিভাগে বাস্তুবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রাসাদ প্রস্তুত করাইবে। বাস্তুভাগের উত্তরদিকে চতুরস্রাকৃতি (৩) ও চতুষ্কোণ সুশোভন প্রাসাদের ভিত্তি (৪) বা কুড্য শিলা দ্বারা, তদভাবে ইষ্টক দ্বারা তদভাবে মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত করিবে। ঐ গৃহের দ্বার পূর্ব্বদিকে থাকিবে।

---

(১) সম্পদ্ দায়ী।
(২) বনিয়াদ।
(৩) বর্গ—ক্ষেত্রাকার।
(৪) দেওয়াল।

ক্রকচদারিত (১) অতিশয় নিশ্ছিদ্র, চিত্রশিল্প বিশিষ্ট জাতি কাষ্ঠময় ফলকান্বিত স্তম্ভে, আয়ত ও সতীক্ষ্ণ কীলক দ্বারা পরিলম্বক কাষ্ঠ সকল সুঘটিত করিয়া, সম্বদ্ধ করিবে। অনন্তর সুবিস্তৃত মৃন্ময় ফলকাদি দ্বারা বর্ষাম্বুবারক ছাদ প্রস্তুত করিবে। এইরূপে হরির সুশোভন পূর্ব্বদ্বারি গৃহ প্রস্তুত করিয়া, সুচিত্রিত কবাট সম্বদ্ধ করিবে।

অতিবৃদ্ধ, বালক, কুষ্ঠাদিরোগবিশিষ্ট ও দীর্ঘরোগী দ্বারা হরির প্রতিমা প্রস্তুত করাইবে না। কারুকার্যে কুশল ধীমান্ বিশ্বকর্ম্মোক্তশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা, প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইবে। প্রতিমা শোভনশিরস্কা, সুশ্রবণা, সুনাসা, সুলোচনা হইবে। মস্তকে মনোহর কিরীট ও পশ্চাতে সুশোভন ধম্মিল্ল বন্ধন (২) বিরাজিত থাকিবে। প্রতিমার পদ্মাপত্রায়াত সুশোভন দৃষ্টি, অধোভাগে ঊর্দ্ধভাগে বা বক্রভাবে না হইয়া সমভাবে হইবে। ভ্রূ, ললাট, কপোল-সম ও সুশোভন ভাবে সুগঠিত হইবে। ওষ্ঠ, চিবুক, গ্রীবা-দেশ, সুচারু করিয়া, নির্ম্মাণ করাইবে। মধ্যভাগে ভঙ্গি-বিশিষ্ট বাহু সন্নিহিত দক্ষিণ করাগ্রে, নাভিসংলগ্ন দিব্য অর বিশিষ্ট এবং প্রান্তভাগে নেমিসংযুক্ত অর্কতুল্য চক্র প্রদান করিবে। বামভুজে দৈত্যদর্পবিনাশনধ্বনিসমন্বিত, পাঞ্চ-জন্য নামে বিখ্যাত, সুধাংশুসদৃশ শঙ্খ প্রদান করিবে। গলদেশে সমর্পিত দিব্য হারাবলী উদর পর্য্যন্ত বিলম্বিত

(১) করাত পাটিত।

(২) ধম্মিল্ল—ঝুঁটি।

হইয়া, শোভা বিস্তার করিবে। কণ্ঠস্থলে, ত্রিবলি বিরাজিতা, সুস্তনা, চারুহৃদয়া, সুজঙ্ঘা, মনোহারিণী প্রতিমা, কটিতটে মকর ধারণপূর্ব্বক সুষমাধারিণী হইবে। বাহুদেশে দিব্য কেয়ূর, সুঘটিত কটিতটে মনোরমা মেখলা, সুশোভিত সুগঠিত নাভিদেশে ত্রিবলিভঙ্গিমা বিরাজিত হইবে। কটি বিলম্বিত প্রদীপ্ত শোভান্বিত দিব্যমালা জানুলগ্ন হইয়া, পাদ পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকিয়া, শোভা বিস্তার করিবে। বাম চরণ দিব্য পদ্মোপরি বিন্যস্ত ও উদগ্র গুল্ফ দক্ষিণ পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পদ্মলগ্ন হইবে এবং ঐ পদ ভঙ্গিভাবে আসিয়া, বামপদের বামভাগে অবস্থিত থাকিবে।

এই রূপে সুষমাধারিণী প্রতিমা প্রস্তুত হইলে, মন্দির সম্মুখস্থ বহিঃপ্রদেশে চতুর্দ্দার, চতুস্তোরণবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা-মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া, তন্মধ্যে সর্পিঃ (১) ধন্যাঙ্কুরাদিদ্বারা ঘট-স্থাপনপূর্ব্বক তজ্জলে প্রতিমার অভ্যুক্ষণ (২) করিবে। তৎ-কালে শঙ্খ, ভেরী আদি বিবিধ বাদ্য বাদনা করিবে। অনন্তর বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ, মণ্ডপমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তন্মধ্যে অব-স্থিত হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইবে। তদনন্তর উষ্ণ বারি দ্বারা স্নান করাইয়া, পরে শীতলাম্বু দ্বারা স্নান করাইবে। তৎপরে হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দনাদি দ্বারা উপলিম্পন (৩) করিবে। তদনন্তর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, অলং-

(১) ঘৃত।

(২) অভ্যুক্ষণ—কুশাদি বারিদ্বারা সিক্ত।

(৩) কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লেপন।

করণপূর্ব্বক পুণ্যাহে ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা প্রতিমা প্রোক্ষণ (১) করিবে।

অনন্তর শঙ্খ ভেরি বাদিত্রাদি বাদনপূর্ব্বক ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিমা নদীজলে লইয়া গিয়া সপ্তরাত্র বা ত্রিরাত্র অধিবাস করাইবে। নির্ম্মল হ্রদজলে বা সুরক্ষিত পরিশুদ্ধ তড়াগ জলেও অধিবাস সম্পন্ন করিতে পারিবে। হে পার্থিবপুঙ্গব (২) এইরূপে বারি দ্বারা অধিবাসসম্পন্ন হইলে বিপ্রগণের দ্বারা উত্থাপন করাইয়া পূর্ব্ববৎ স্নান ও অলংকরণ সমাপনপূর্ব্বক ভেরিনিনাদ ও বেদঘোষসহকারে বিশুদ্ধ মণ্ডপমধ্যে মাধবকে আনয়ন করিয়া, পদ্মাকারে বিলিখিত মনোরম স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক বিষ্ণুসূক্ত মন্ত্র দ্বারা স্নান সমাপন পুরঃসর অলঙ্কৃত করিবে। অনন্তর সন্তোষিত ষোড়শ দ্বিজ বিধিবৎ কার্য্য সমাধান করিবেন। চারিজন বেদ অধ্যয়ন, চারিজন পাবন (৩) এবং অন্য চারিজন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ চারিদিকে হোমকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। একজন "ইন্দ্রাদ্যাঃ শ্রীয়তাং" এই মন্ত্র দ্বারা পুষ্প অক্ষত অন্নমিশ্র বলি প্রদান করিবেন। একজন সায়ং সন্ধ্যাকালে, মধ্যরাত্রে, উষাকালে ও সূর্য্যদেব সমুদিত হইলে, মাতৃগণের ও বিঘ্নগণের প্রত্যেককে বলি প্রদান করিবেন। একজন বিচক্ষণ বিপ্র অহোরাত্র উপোষিত থাকিয়া মনঃসংযমনপূর্ব্বক যজমানের সহিত বিষ্ণুমন্দিরের মধ্যগত

---

(১) সিক্ত করণ।
(২) রাজশ্রেষ্ঠ।
(৩) পাবমানী সূক্ত অনুসারে ক্রিয়া।

হইয়া পুনঃ পুনঃ পুরুষসূক্ত জপ করিতে করিতে শুভলগ্নে সুশোভন পালিপট্টে কেশবকে উত্থাপিত করিবেন। অনন্তর অধ্বর্য্যু, ধ্রুবসূক্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে প্রতিমাচ্ছাদন করিয়া রাখিবেন। তদনন্তর আচার্য্য বিষ্ণুসূক্ত বা পাবমানসূক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কুশবারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া তাঁহার অগ্রভাগে অগ্নিসংস্থাপনপুরঃসর যত্নসহকারে পরিস্তরণ (১) করিবেন। অনন্তর স্বয়ং আচার্য্য যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা গায়ত্রী ও বৈষ্ণব মন্ত্র দ্বারা এক এক ক্রিয়ার প্রতি চারি আদ্যাহুতি প্রদান করিবেন। অন্য দ্বারা অন্যান্য কার্য্য করাইবেন। অনন্তর আজ্য ও চরু দ্বারা পূর্ব্বদিকে ত্রাণ-কর্ত্তা ইন্দ্রের, দক্ষিণদিকে প্রেতরাজ যমের, পশ্চিমদিকে জলাধিপতি বরুণের, উত্তরদিকে যক্ষাধিপ কুবেরের আহুতি প্রদান পুরঃসর পাবমানসূক্ত মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বত্র আহুতি প্রদান করিবেন। অনন্তর বিধিপূর্ব্বক জপকার্য্য সমাপিত হইলে অবশিষ্ট কার্য্য সকল সম্পাদন পূর্ব্বক ঋত্বিগ্‌গণকে যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদান করিবেন। যজমান গুরুকে বস্ত্রযুগল, কুণ্ডলযুগ্ম ও অঙ্গুরীয়ক ও বিভবানুসারে স্বর্ণদান ও গোদান করিবেন। অনন্তর সহস্রকলস অথবা শত কলস কিম্বা একবিংশতি কলস জল দ্বারা শঙ্খ দুন্দুভিনির্ঘোষ ও বেদঘোষ সহকারে বিষ্ণুকে স্নান করাইয়া, দীপ, উদ্গতাঙ্কুর যবব্রীহি পূর্ণপাত্র ও ছত্র, চামর, তোরণ, পতাকাদি দ্বারা আরতি করিবেন। স্নাপনানন্তর ও বৈভবানুসারে বিপ্রগণকে যথা-

---

(১) কুশাদি বিস্তারণপূর্ব্বক পাতন।

শক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণাদানসহকারে বিদায় করিবেন।

হে রাজন্! যে মানব এইরূপে চক্রধারী নারায়ণ বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত ও সর্ব্ববিধ ভূষণে বিভূষিত হইয়া বিমানারোহণে ইন্দ্রলোকাদিক্রমে বিবিধ লোকে মহতী পূজা প্রাপ্ত হইয়া ত্রিসপ্তকুল উদ্ধার করেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণকে ইন্দ্রাদিলোকে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া পূজা প্রাপ্ত হন। তথায় জ্ঞানলাভানন্তর নির্ব্বাণ মুক্তিরূপ বিষ্ণুপদ লাভ করেন।

হে ভূপতিপ্রবর! এই আমি তোমার নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠাবিধি পরিকীর্ত্তন করিলাম। যে নর বিষ্ণুর এই প্রতিষ্ঠাবিধি শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়।

যে মানবপ্রবর, নারসিংহকে পৃথিবীতলে প্রতিষ্ঠিত করেন, ভগবান্ নারসিংহ তাঁহাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন, অনন্তর কলেবর পরিহারপূর্ব্বক বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, হে তপোধন! এক্ষণে ভগবান্ নারসিংহের ভক্তগণের লক্ষণ বর্ণন করুন এবং বিশেষতঃ কোন্

কোন্ পুষ্প ও ফল তাঁহার প্রিয় তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিষ্ণুভক্তগণ মহোৎসাহশালী এবং নিয়তই বিষ্ণুর অর্চ্চনাপরায়ণ হইয়া থাকেন। তাঁহারা সংযত মানস, ধর্ম্মসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বার্থের সাধন করিয়া থাকেন। বিষ্ণুভক্ত মানবগণ সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ববিবর্জ্জিত, মহাধীর ও নিয়তই উদ্যুক্তচিত্ত, পরোপকারনিরত, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ, বর্ণাশ্রমের আচারনিরত, মৃদু, প্রিয়ম্বদ, বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞ, ত্যক্তভোগ, গতস্পৃহ, শান্ত, সৌম্যবদন, নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণ, হিতপরিমিতভাষী, যথাশক্তি অতিথিপ্রিয়, অশৌচাচার সংযুক্ত, দয়াদাক্ষিণ্যবান্, দম্ভমায়াবিনির্ম্মুক্ত, কামক্রোধবিবর্জ্জিত, ক্ষমাবান্ ধীর, বহুবেদসম্পন্ন, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও বহুজ্ঞ হইয়া থাকেন এবংবিধ মানবগণই নারসিংহের ভক্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন।

অরণ্যসম্ভূত, বা গিরিসম্ভূত, অপর্য্যুষিত, নিশ্ছিদ্র, কীটাদিবর্জ্জিত, প্রক্ষালিত পুষ্প ও পত্র দ্বারা অথবা আত্মারামোদ্ভব পুষ্প (১) দ্বারা বিষ্ণু পূজা করিবে। পুষ্পের জাতিবিশেষ দ্বারা পুণ্যফলেরও তারতম্য হয়। তাপসগুণবিশিষ্ট বেদপারগ প্রশস্ত পাত্রে দশসুবর্ণ দান করিয়া যে ফল লাভ হয়, পুষ্পবিশেষ প্রদান করিয়া মানবগণ ততোধিক ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। পুষ্প হইতে পুষ্পান্তর প্রদানে যেরূপ পুণ্যফলের তারতম্য হয়, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন।

---

(১) আত্মারূপ উদ্যানের পুষ্প—প্রীতি আদি।

সহস্র দ্রোণ পুষ্প হইতে এক খদির পুষ্প, সহস্র খদির-পুষ্প হইতে শমীপুষ্প বিশিষ্ট হয়। সহস্র বিল্বপত্র হইতে বকপুষ্প, সহস্র বকপুষ্প হইতে নন্দাবর্ত্ত, সহস্র নন্দাবর্ত্ত হইতে করবীর, সহস্র করবীর হইতে শ্বেতপুষ্প, সহস্র শ্বেত-পুষ্প হইতে পলাশ, সহস্র পলাশ হইতে কুশপুষ্প, সহস্র সহস্র কুশপুষ্প হইতে বনমালা, সহস্র বনমালা হইতে চম্পক, শত চম্পক হইতে এক অশোক, সহস্র অশোক হইতে সমন্তীপুষ্প, সহস্র সমন্তী হইতে কুব্জক, সহস্র কুব্জক হইতে মালতীপুষ্প, সহস্র মালতী হইতে সন্ধ্যারক্ত, সহস্র সন্ধ্যারক্ত হইতে ত্রিসন্ধ্যাপুষ্প, সহস্র ত্রিসন্ধ্যাপুষ্প হইতে কুন্দ, সহস্র কুন্দ পুষ্প হইতে এক (পদ্ম) শতপত্র, সহস্র শতপত্র হইতে মল্লিকা, সহস্র মল্লিকা হইতে এক জাতিপুষ্প অধিকতর পুণ্যপ্রদ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হয়। জাতিপুষ্প, পুষ্পগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে মানব সহস্র জাতি পুষ্প দ্বারা মালা গ্রথিত করিয়া নিত্য নিত্য বিধিপূর্ব্বক নারসিংহকে অর্পণ করেন, তাহার পুণ্যফল কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মানব বিষ্ণুতুল্য শ্রীমান্ ও বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী হইয়া কল্পকোটি সহস্র ও কল্পকোটি শত কাল, বিষ্ণুলোকে বাস করেন এবং জাতি-পুষ্প প্রদানের ফলে তথায় পূজা প্রাপ্ত হন।

উত্তম উত্তম পত্রসকলও বিষ্ণুর প্রীতিকর হয়। হে নরাধিপ! আমি তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। অপামার্গ পত্রই প্রথম, তাহা হইতে ভৃঙ্গারক উৎকৃষ্ট, তাহা হইতে খদির, তাহা হইতে কুশপত্র ফলপ্রদ হয়। বিল্বপত্র হইতে বিষ্ণুর তুলসীপত্র পুণ্যদায়িনী হইয়া থাকে। এই সকল যথালব্ধ

পত্র দ্বারা যে মানব হরির অর্চ্চনা করে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়।

হে রাজন্! এই আমি আপনার নিকট নারসিংহের প্রীতিকর পত্র সকল কীর্ত্তন করিলাম। নরগণ এই সকল পত্র দ্বারা হরির অর্চ্চনানন্তর হরিকে প্রাপ্ত হয়।

ইতি পুষ্পপত্রাধ্যায়।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, হে ভৃগুকুলধুরন্ধর! আপনি কহিয়াছিলেন, যে যে ধর্ম্মাশ্রমে নিরত থাকিয়া মানবগণ কেশবের দর্শন লাভ করিতে পারেন, সেই সেই বর্ণাশ্রমস্থিত মনুজগণের বিবরণ বর্ণন করিব, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এবিষয়ে আমি আপনাকে উদারচরিত হারীতঋষি, তপোধনগণের সহিত যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, সেই অনুত্তম পুরাবৃত্ত কহিতেছি। সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, নিষ্কল্মষ হারীতঋষি সন্ধ্যোপাসনা সমাপন পূর্ব্বক কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে ধর্ম্মশ্রবণাকাঙ্ক্ষি মুনিগণ আগমন করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিষ্ণুভক্ত মুনিগণের অগ্রগণ্য, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক; আমাদিগের নিকট নিত্যবর্ণাশ্রম এবং মোক্ষদায়ক যোগশাস্ত্র কীর্ত্তন করুন, আপনি আমাদিগের পরমগুরু।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই মুনিগণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া

মহানুভাব হারীতঋষি কহিতে লাগিলেন, হে তপোধনগণ! আমি আপনাদিগের নিকট সনাতন বর্ণাশ্রম বর্ণন করিব এবং যে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া যতিগণের জন্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়, সেই সর্ব্বোত্তম যোগশাস্ত্রও কীর্ত্তন করিব।

পুরুষোত্তম পরম দেব, জগৎস্রষ্টা নারায়ণ, প্রলয়পয়োধি-জলে নাগভোগপর্য্যঙ্কোপরি, কমলার সহিত শয়ান হইয়া যোগনিদ্রা অনুভব করিতেছিলেন। তিনি সুপ্ত হইলে তাঁহার নাভিদেশ হইতে মহৎ পদ্ম সমুদ্ভূত হইল! তন্মধ্য হইতে বেদবেদাঙ্গ পারগ, ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলে, মধুসূদন তাঁহাকে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, 'তুমি প্রজাসৃজন কর' পদ্মযোনি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবাসুরনরসহিত জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি, যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণের, উরঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয় রাজগণের, উরুদেশ হইতে বৈশ্যগণের ও পাদদেশ হইতে শূদ্রগণের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ভগবান্ কমলযোনি তাহাদের আনু-পূর্ব্বিক ধর্ম্ম ও মর্য্যাদা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

হে দ্বিজ সত্তমগণ! বিরিঞ্চির বদননিঃসৃত, পুণ্যকর, প্রশস্ত ও আয়ুষ্য সুখমোক্ষ ফলপ্রদ সেই সমস্ত কথা কহিতেছি শ্রবণ কর! ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক, ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন-মানবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবেন ব্রাহ্মণ গণের, ধর্ম্ম এবং তাঁহাদের যোগ্যদেশ কহিতেছি শ্রবণকর। যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগগণ স্বভাবতই উৎপন্ন হয়, সেই দেশে বসতি করিয়া ব্রাহ্মণোত্তম গণ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবেন অধ্যয়ন অধ্যাপন, যজন, যাজন, প্রতিগ্রহ, দান, এই ষট্ কর্ম্ম তাঁহাদের ধর্ম্ম অর্থ ও শুশ্রূষার

কারণ বলিয়া জানিবে। যে সকল মানবে ইহার অন্যতম ধর্ম্ম দৃষ্ট হইবে, হিতৈষী পুরুষগণ, তাঁহাকে বিদ্যাদান করিবেন না; বিপ্রগণ উপযুক্ত শিষ্যগণকে অধ্যয়ন ও উপযুক্ত যজমান-দিগকে যাজন করাইবেন। গৃহধর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত বিদিত ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিবেন। শুচি ও পবিত্র স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক শুচি ও সংযতমনা হইয়া নিয়মিত রূপে বেদপাঠ করিবেন। পবিত্র প্রদেশে যথাশক্তি যাগাদি কার্য্য সমাধন করিবেন। আলস্য পরিহার পূর্ব্বক নিয়তই গুরু শুশ্রূষায় নিরত থাকিবেন। দ্বিজোত্তমগণ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নির উপাসনা করিবেন। অন্যান্য অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণকে অবিরোধে পূজা করিবেন। পরদারবিবর্জ্জিত থাকিয়া নিয়তই নিজদারে নিরত থাকিবেন। দ্বিজগণ, সত্য-বাদী জিতক্রোধ স্বধর্ম্ম নিরত হইয়া কালযাপন করিবেন। সাবধান হইয়া আপনার ধর্ম্মকর্ম্মসাধন করিবেন। পরলোকের অবিরোধি প্রিয় ও হিতকরবাক্য প্রয়োগ করিবেন। ব্রাহ্ম-ণের এই সনাতনধর্ম্ম সংক্ষেপে পরিকীর্ত্তিত হইল। যিনি এই ধর্ম্মের আচরণ করেন তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে তাপসবরগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর ক্ষত্রাদি জনগণের ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

ইতি ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হারীত কহিলেন, ক্ষত্রিয়াদিবর্ণগণে যে যে ধর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তিত হয়, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি। রাজ্যস্থ ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন অধ্যয়ন ও যথা-বিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। ধর্ম্মবুদ্ধিসমন্বিত হইয়া দীন ও দ্বিজবরগণকে দান করিবেন। নিয়তই নিজদারে নিরত হইয়া সম্ভোগে নিরত থাকিবেন। ক্ষত্রিয়রাজগণ নীতি শাস্ত্রার্থে কুশল এবং সন্ধিবিগ্রহাদিকার্য্যে তৎপর ও দেব দ্বিজগণের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া, পিতৃকার্য্য নিরত থাকি-বেন। অধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্ম দ্বারাই জয়াকাঙ্ক্ষী হইবে। এইরূপ আচরণ করিয়া ক্ষত্রিয়গণ উত্তম গতি লাভ করেন। বৈশ্যগণ বিধি অনুসারে গোরক্ষণে তৎপর থাকিয়া, নিয়তই কৃষিকার্য্যে নিরত থাকিবেন। তাঁহারা লোভ ও দম্ভ বিব-র্জ্জিত, সত্যবাক্, অসূয়াশূন্য (১) দান্ত, স্বদার নিরত, পরদার বিবর্জ্জিত থাকিয়া যথাশক্তি দান ও দ্বিজশুশ্রূষা করিবেন। যজ্ঞকালে যাচিত হইয়া বিপ্রগণকে দান করিবেন। বৈশ্যগণ দেহপাতন পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মে অপ্রমত্ত ও অনলস থাকিয়া, নিয়ত যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, পিতৃকার্য্য ও নারসিংহার্চ্চন করিবেন। বৈশ্যগণের প্রতি এই সমস্ত ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। বৈশ্যগণ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই।

---

(১) পরগুণে দোষারোপ তদ্বর্জ্জিত।

শূদ্রগণ যত্নপূর্ব্বক সততই বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা পরায়ণ হইবেন এবং বিশেষতঃ দ্বিজগণের প্রতি দাসবৎ অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহারা অযাচিত হইয়াই দান ও জীবিকার্থ কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং অনলস হইয়া পাকযজ্ঞ (১) বিধানে দেবগণের আরাধনা করিবেন। শূদ্রগণ ন্যায়বান্ জনগণের নিকট মাসিকাদি নিয়মে কার্য্য করিয়া জীর্ণ বস্ত্র ধারণ ও বিপ্রগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবেন এবং নিয়তই নিজদারে নিরত থাকিয়া পরদার পরিবর্জ্জন করিবেন। পুরাণ শ্রবণ, নারসিংহের পূজা ও বিপ্রগণে নমস্কার, সত্যভাষণ, রাগদ্বেষ পরিহার, এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানই শূদ্রগণের পরম ধর্ম্ম। এইরূপ আচরণ করিলে, শূদ্রগণ দিনে দিনে কল্যাণ লাভ করেন।

হে মুনীন্দ্রগণ! আমি ক্রমান্বয়ে উত্তম উত্তম বর্ণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

ইতি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বর্ণন।

হারীত কহিলেন, মানবক (২) গুরুকুলে (৩) উপনীত হইয়া নিয়তই গুরুর বশবর্ত্তী থাকিবেন এবং কায়মনোবাক্যে গুরুর প্রিয় ও হিতকর কার্য্য সাধন করিবেন। ব্রহ্ম-

---

(১) বৃষোৎসর্গ গৃহ প্রতিষ্ঠাদির হোম ও চরুহোমাঙ্গ বিশিষ্ট কর্ম্ম।

(২) উপনয়নবান্ বালক। (৩) গুরুর গৃহে।

চারী ব্রহ্মচর্য্য (১) অধঃশয্যা, অগ্নির উপাসনা ও গুরুর প্রীতির নিমিত্ত উদকুম্ভ (২) ইন্ধনানয়ন (৩) ও গোগ্রাস প্রদান করিয়া যথাবিধি নিত্য নিত্য অধ্যয়ন করিবেন। বিধিপরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করিলে, ব্রহ্মচারির স্বাধ্যায় (৪) সিদ্ধ হয় না। বিধি বর্জ্জিত হইয়া যাহা কিছু করিবেন, তৎসমস্তই নিরর্থক হইবে এবং তাহার ফল কিছুই প্রাপ্ত হইবেন না। সেই হেতু স্বাধ্যায়সিদ্ধির নিমিত্ত বেদবিহিত ব্রতানুষ্ঠানপর হইবেন। গুরুর নিকট শৌচ ও আচার সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা করিবেন। ব্রহ্মচারী সততই অপ্রমত্ত (৫) ও সংযতচিত্ত হইয়া অজিন, দণ্ডকাষ্ঠ, মৌঞ্জীমেখলা ও উপবীত ধারণ করিবেন। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভোজ্য সংগ্রহের নিমিত্ত ভিক্ষা করিবেন এবং গুরুর আজ্ঞানুসারে আচমনপূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া আহার করিবেন। গুরুর শয়নের পাশ্চাৎ শয়ন ও উত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া, মৃৎকুম্ভের শোধন (৬) প্রদান পূর্ব্বক গুরুর বস্ত্রাদি প্রক্ষালনপুরঃসর গুরুর নিকট অর্পণ করিবেন। অনন্তর গুরু স্নান করিলে পশ্চাৎ দণ্ডবৎ হইয়া স্নান করিবেন। ব্রহ্মচারী ব্রতস্থিত হইয়া নিত্যই অঙ্গ শোধন এবং ছত্র উপানৎ (৭) গন্ধমাল্যাদি ধারণ ও অভ্যঙ্গ (৮)

---

(১) অষ্টবিধ মৈথুন বর্জ্জন। (২) কুম্ভপূরিত জলানয়ন।
(৩) যজ্ঞীয় কাষ্ঠাদি আহরণ। (৪) স্বাধ্যায়—বেদাধ্যয়ন।
(৫) সাবধান। (৬) মৃত্তিকা গোময়াদি দ্বারা গৃহ শোধন করিয়া।
(৭) উপানৎ—জুতা। (৮) তৈলাদি মর্দ্দন।

নৃত্য গীতালাপ ও বিশেষতঃ অষ্টবিধ মৈথুন (১) পরিবর্জ্জন করিবেন। ব্রতস্থিত ব্রহ্মচারী, আস্তিক্যবুদ্ধি (২) ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ত্রিকালীন সন্ধ্যোপাসনা করিবেন। সন্ধ্যাবসানে ভক্তিপূর্ব্বক গুরুর পদতলে প্রণত হইয়া, পিতামাতার চরণ বন্দনা করিবেন, যেহেতু এই তিনজন তুষ্ট থাকিলে, সমস্ত দেবগণই পরিতুষ্ট থাকেন। ইহাঁদের শাসনে অবস্থানপূর্ব্বক বিগতমৎসর ব্রহ্মচারী, চারিবেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবেন। শম ইচ্ছা করিলে, তথায় অবস্থিত রহিবেন। সংসারে বিরক্ত ব্যক্তিগণ প্রব্রজ্যা (৩) গ্রহণ অনুরক্তগণ গৃহে বাস করিবেন। হে দ্বিজ! সংসারে অনুরক্ত ব্যক্তি প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিলে, সে নিশ্চিতই নিরয়গামী হয়। যাহার জিহ্বা উপস্থ (৪) উদর, বাক্য সুসংযত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মচর্য্যবান্ দ্বিজ বিবাহ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন, অথবা যাবজ্জীবন আচার্য্য সন্নিধানেই কালযাপন করিবেন। গুরুর অলাভে তাঁহার পুত্র বা শিষ্য সন্নিধানে অবস্থিত হইবেন। তিনিই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তাহার বিবাহ বা সন্ন্যাস কিছুই নাই। তিনি ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া যাবজ্জীবন কালহরণ করিবেন। যিনি অতন্দ্রিত হইয়া এই বিধি অবলম্বনে কালহরণ করিতে পারেন, সেই দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারিকে আর জন্মজরামরণের

---

(১) স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং। সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥—স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই অষ্টপ্রকার মৈথুন।

(২) পরমেশ্বর আছেন এইরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাস।

(৩) ভৈক্ষাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম। (৪) লিঙ্গ বা যোনি।

ক্লেশ ভার বহন করিতে হয় না, তিনি মুক্তি লাভে সমর্থ হন।

যে ব্রহ্মচারী বিধিবৎ গুরুবন্দনায় নিরত ও সংযতচিত্ত হইয়া পৃথিবীতলে ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করেন, তিনি দুর্লভ নির্ম্মল বিদ্যালাভ করিয়া তাহার ফল সকলই লাভ করিতে পারেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

হারীত কহিলেন, অধীতবেদবেদাঙ্গ ও শ্রুতিশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ, গার্হস্থ্যাভিলাষী মানবগণ, গুরুদত্ত বরলাভানন্তর সমাবর্ত্তনের (১) অনুষ্ঠান করিবেন। অনন্তর দ্বিজগণ সমাননাম্নী বা সমানগোত্রবতী নহেন, এবম্বিধা ভ্রাতৃমতী, সর্ব্বাবয়বসংযুক্তা সুশীলা সুশোভনা কন্যাকে ব্রাহ্মাদি প্রশস্ত বিধি দ্বারা বিবাহ করিবেন। ধনতঃ ও ধর্ম্মতঃ সমানবংশোৎপন্না কন্যার সহিত বিবাহ প্রায়ই সুখপ্রদ হয়।

দ্বিজোত্তমগণ, প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে কৃতসাধ্য যথাবিধি হোম করিবেন এবং নিয়তই উপাসনাকার্য্যে নিরত থাকিবেন। উষাকালে, গাত্রোত্থান করিয়া শৌচসমাপন-পূর্ব্বক দন্তধাবনানন্তর স্নান করিবেন। মুখ পর্য্যুসিত (২) হইলে, নরগণ অসংযত ও দেবকার্য্যে অপ্রশস্ত হয়, এই নিমিত্ত শুষ্ক বা আর্দ্রকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে।

---

(১) সমাবর্ত্তন, দশসংস্কারের অন্তর্গত সংস্কারবিশেষ। (২) বাসিমুখ।

খদির, কদম্ব, করঞ্জ, বট, তিন্তিড়ি, বেণুপৃষ্ঠ, আম্র, নিম্ব, অপামার্গ, (১) বিল্ব, অর্ক, (২) উড়ুম্বর, (৩) এই সকলই দন্তধাবন কার্য্যে প্রশস্ত হয়। প্রশস্ত দন্তধাবন কাষ্ঠের বিষয় সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। সমস্ত কণ্টকী বৃক্ষ ও ক্ষীরীতরু (৪) উত্তম হয়। অষ্টাঙ্গুল বা প্রাদেশ প্রমাণ দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্ত শোধন করিবে। প্রতিপৎ, অমাবস্যা, নবমী, সপ্তমী, এই কয়েক তিথিতে কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবন করিলে সপ্তমকুল পর্য্যন্ত নির্দ্দগ্ধ হয়। দন্তকাষ্ঠের অসঙ্গতি বা নিষিদ্ধ দিবসে দশ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। স্নানানন্তর, মন্ত্র দ্বারা আচমনপূর্ব্বক পুনরাচমন এবং মন্ত্রপূত জল দ্বারা আপনাকে অভিষিক্ত করিয়া উদকাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। সন্দেহ নামক রাক্ষসগণ আদিত্যের সহিত আগমন করে; অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার বরে ব্রাহ্মণগণের বারি দান দ্বারা সূর্য্যদেব সেই রাক্ষসগণের আক্রমণ হইতে পরিরক্ষিত হন। গায়ত্রীর দ্বারা অভিমন্ত্রিত উদকাঞ্জলি সেই সূর্য্যবৈরি সন্দেহ নামক রাক্ষসগণকে বিনাশ করে। তৎপরে সূর্য্যদেব মরীচ সনকাদি মহাভাগ যোগিগণ ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া স্বর্লোকে গমন করিয়া থাকেন। সেই হেতু দ্বিজগণ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা কখনই উল্লঙ্ঘন করিবেন না। যিনি মোহবশে এই সন্ধ্যাদ্বয় উল্লঙ্ঘন করেন, তিনি নিশ্চিতই নরকগামী

---

(১) আপাঙ্গ। (২) অর্ক—আকন্দ। (৩) যজ্ঞডুম্বর।
(৪) আটাবিশিষ্ট।

হন। সায়ংকালে মন্ত্র দ্বারা আচমন ও অভিষেক সমাপনানন্তর সূর্য্যদেবকে অঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক জল স্পর্শ দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। সায়ংকালে যথাবিধি উপাসনা আরম্ভ করিয়া যাবৎ নক্ষত্র দর্শন হয়, তাবৎ কাল পুনঃ পুনঃ গায়ত্রী জপ করিবে। অনন্তর নিজালয়ে গমন করিয়া ও বিচক্ষণ বুধগণ স্বয়ং হোমকার্য্যের অনুষ্ঠানানন্তর পোষ্যবর্গের পোষণার্থ চিন্তা করিয়া শিষ্যবর্গের হিতের নিমিত্ত বেদাধ্যয়ন করিবেন। শুদ্ধ ও মনোরম প্রদেশে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাধান করিবেন।

অতঃপর পাপনাশন স্নান বিধির বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিব। এই বিধি অনুসারে স্নান করিলে, সদ্যই কিল্বিষ (১) হইতে বিমুক্ত হয়। স্নানের নিমিত্ত উত্তম মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া, কুশ, তিল ও পুষ্পসহিত মনোরম বিশুদ্ধ নদীতীরে গমন করিবে। নদী বিদ্যমান থাকিলে অন্য জলে, ভূরি জল বিদ্যমানে স্বল্পতোয়ে স্নান করিবে না। যে নদীর নির্ম্মলসলিল প্রবাহিত হইতেছে, তাহার স্রোতের প্রতিকূলে সম্মুখীন হইয়া অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। তড়াগাদির তোয়ে সূর্য্যাভিমুখে স্নানাচরণ করিবে। কুশ, তিল মৃৎপুষ্পাদি বারিবিন্দু দ্বারা সিক্ত করিয়া পরিশুদ্ধ স্থানে রাখিয়া দিবে। অনন্তর মৃত্তিকা ও সলিল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া স্বীয় শরীরের বহিঃশুদ্ধিসম্পাদনপুরঃসর স্নানবস্ত্র সংশোধিত করিয়া আচমন করিবে। জলপ্রবেশপুরঃসর সলিলা-

(১) কিল্বিষ—পাপ।

দিপতি বরুণের ও নারায়ণের স্মরণ করিয়া ঋজুভাবে নিমগ্ন হইবে। তদনন্তর তীরে উঠিয়া মন্ত্র দ্বারা আচমন পূর্ব্বক পাবমানী মন্ত্রোচ্চারণে অরুণদেবকে অবলোকন করিবে। পরে কুশাগ্র বারি দ্বারা আপনাকে সিক্ত করিয়া "ইদং বিষ্ণু" এই মন্ত্র দ্বারা গাত্রে মৃত্তিকা লেপনপূর্ব্বক নারায়ণের স্মরণ পূর্ব্বক জলে প্রবেশ করিবে; অন্তর্জ্জলে সম্যক্‌রূপে নিমগ্ন হইয়া তিন বার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিবে। জল হইতে তীরে উঠিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় শুষ্কবস্ত্র যুগল ধৌত করিবে; কিন্তু কেশ ধূনন (১) করিবে না। রক্তবস্ত্র বা নীলবসন প্রশস্ত নয়। বুধগণ মলাক্ত ও দশাহীন বসন, পরিবর্জ্জন করিবেন। অনন্তর বিচক্ষণগণ সংযত পূর্ব্বমুখ হইয়া মৃত্তিকা ও তোয় দ্বারা করচরণ প্রক্ষালন করিবেন। তৎপরে দক্ষিণকর গোকর্ণাকার করিয়া জলগণ্ডূষ ধারণ-পূর্ব্বক তিনবার তাহা দর্শন করিয়া তিনবার মুখমার্জ্জন করিবে। তদনন্তর তিনবার পাদদেশে ও শিরোদেশে বারিবিন্দু বর্ষণ করিয়া আচমন করিবে। তাহাতে মাস-মজ্জ্য জলগণ্ডূষ গ্রহণপূর্ব্বক মুখবিবরে তিনবার গ্রহণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসা এবং অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা, চক্ষু ও কর্ণ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দ্বারা, নাভি ও হৃদয়তল এবং সকল অঙ্গুলি দ্বারা বাহু শিরঃস্পর্শ করিবে। বিশুদ্ধ-মানস ব্রাহ্মণ এইরূপ বিধি দ্বারা আচমনানন্তর করে কুশ গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ ও সমাহিত বিধান হইয়া যথাশাস্ত্র

(১) ঝাড়িবে না। ধূনন কম্পন।

প্রাণায়াম করিবেন। অনন্তর বেদমাতা গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মজপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। জপ যজ্ঞ বাচিক, উপাংশু ও মানসভেদে তিন প্রকার। এই তিন প্রকার জপ যজ্ঞের লক্ষণ শ্রবণ কর। উচ্চ নীচ ও স্বরিতস্বরে পদাক্ষর সকল স্পষ্ট উচ্চারিত হইলে তাহাকে বাচিক কহে। ঈষৎ ওষ্ঠপ্রচালনপূর্ব্বক ক্রমশঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে এবং শব্দাক্ষর কিঞ্চিৎ শ্রুত হইলে তাহার নাম উপাংশু জপ। অক্ষর শ্রেণীতে পদের পর পদ, বর্ণের পর বর্ণ মনে মনে উচ্চারণ করিয়া বুদ্ধি দ্বারা যে পদার্থ চিন্তা তাহার নাম মানস জপ। প্রতিদিন জপ দ্বারা স্তূয়মান হইয়া দেবতাগণ প্রসন্ন হন। দেবতা প্রসন্ন হইলেই, মানবগণ, সদ্গতি ও শাশ্বতী (১) মুক্তিলাভে সমর্থ হন। যক্ষ, রক্ষঃ, পিশাচ, গ্রাহ, সর্পাদি ভয়ঙ্কর ভূতগণ, জাপী ব্যক্তির নিকট আগমন করিতে পারে না, দূর দিয়াই গমন করিয়া থাকে। বিপ্রগণ জপযজ্ঞাদির মন্ত্রানুষ্ঠান সকল বিশেষরূপে অবগত হইয়া স্নানানন্তর সাবিত্রী গায়ত্রীতে তন্মনা হইয়া অহরহঃ জপ করিতে থাকিবেন। সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিলে উত্তম, শত জপ করিলে মধ্যম ও দশ বার জপ করিলে অধমজপ হইয়া থাকে। যে মানব প্রতিদিন গায়ত্রী জপ করেন, সে কখনই পাপে লিপ্ত হয় না।

অনন্তর পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণানন্তর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উদ্‌ত্য মন্ত্র, চিত্রমন্ত্র ও তচ্চক্ষুঃ মন্ত্র জপ করিবে, তৎপরে দক্ষিণে

---

(১) শাশ্বতী—নিত্যা।

উপবীত করিয়া সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিবে। অনন্তর দেবাদিগণকে নমস্কার করিয়া দেব ও দেবগণকে, ঋষি ও ঋষিগণকে, পিতৃ ও পিতৃগণকে (১) জলাঞ্জলি দ্বারা সন্তৃপ্ত করিবে। তদনন্তর স্নানবস্ত্র সম্পীড়ন করিয়া পুনর্ব্বার আচমন করিবে। স্নান ধ্যান ও কীর্ত্তন সমাপনপূর্ব্বক জল হইতে তীরে উঠিয়া শুদ্ধ সমাহিতচিত্ত ও প্রাঙ্মুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক করে কুশগ্রহণ পুরঃসর যজ্ঞকার্য্য সমাধান করিয়া তিলপুষ্প ও জল দ্বারা ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অনন্তর জলদেবকে নমস্কার করিয়া গৃহে গমনানন্তর পুরুষসূক্ত বিধি দ্বারা তথায় বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে বৈশ্বদেবগণের উদ্দেশে যথাবিধি বলিকর্ম্ম সমাধান করিবে।

অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অজ্ঞাতকুলশীল অতিথি গৃহে উপনীত হইলে গোদোহনমাত্রাকাঙ্ক্ষী গৃহিগণ যত্ন পূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা, আসনদান ও প্রত্যুত্থান করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন। অতিথির স্বাগত দ্বারা গৃহমেধিগণের প্রতি অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হন। আসন দান দ্বারা বিষ্ণু ও দেবরাজ এবং পাদশৌচ দ্বারা পিতৃগণ, দুর্লভা প্রীতি লাভ করেন। অন্ন দানাদি দ্বারা প্রজাপতি পরম পরিতোষ লাভ করেন। সেই হেতু গৃহমেধিগণ ভক্তিপূর্ব্বক শক্তি অনুসারে অতিথির পূজা ও বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবেন। ভিক্ষুক, পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারিগণকে যথাশক্তি ভিক্ষা প্রদান করিবেন। আপনার

---

(১) ঋষি, পিতৃ ও দেবতাদিগের একত্রকগণ (থাক) আছে।

নিমিত্ত সংকল্পিত অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে, এমত সময়ে অতিথি গৃহাগত হইলে, আপনার অন্ন ব্যঞ্জন হইতে উদ্ধৃত করিয়া সেই আগত অতিথিকে প্রদান করিলে,প্রজাপতি সেই গৃহ-মেধির নিমিত্ত পরমোৎকৃষ্ট লোক সকল নিরূপিত করিয়া রাখিয়া দেন। বিশ্বদেবগণের নিমিত্ত রক্ষিত বলি হইতে উদ্ধার করিয়াও অতিথিকে ভিক্ষা প্রদান করিবে, যেহেতু অতিথি বৈশ্বদেবে কৃতদোষের ব্যপনয়ন করিতে সমর্থ; কিন্তু বিশ্বদেব অভ্যাগতে কৃতদোষের প্রশমনে সমর্থ হন না। অতএব যতিগণকে বিষ্ণুতুল্য বোধ করিয়া তাঁহাদিগকে যথা-বিধি ভিক্ষা প্রদান করিবেন।

গৃহমেধিগণ কুমারীগণকে সুশোভন বসন প্রদানপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া, বালবৃদ্ধ ও অন্যান্য জনগণের ভোজনা-নন্তর স্বয়ং ভোজন করিবেন। গৃহস্থগণ পূর্ব্বমুখে বা উত্তর মুখে উপবেশনপূর্ব্বক মৌনী বা মিতভাষী ও হৃষ্ট হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ গ্রাস প্রদানপূর্ব্বক পঞ্চ প্রাণাহুতি প্রদান করিয়া মন সংযমনপূর্ব্বক স্বাদু ও তৃপ্তিকর অন্ন ভোজন করিবেন। অনন্তর আচমনপূর্ব্বক অধর স্পর্শ করিয়া, ইষ্ট দেবতার স্মরণ করিবেন।

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ গৃহস্থগণ পুরাণ ও ইতিহাস শ্রবণে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া, বহির্গমনপূর্ব্বক বিধি অনু-সারে সন্ধ্যোপাসনা সমাপন ও রজনীযোগে অতিথিসেবন করিয়া ভোজন করিবে। দ্বিজগণ প্রাতঃ ও সায়ংকালে বেদ নিরত ও অগ্নিহোত্র নিযুক্ত থাকিয়া তন্মধ্যে ভোজন করিবেন না।

দ্বিজগণ স্মৃতি ও পুরাণোক্ত অনধ্যায় দিবস পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইবেন। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণী নক্ষত্র, অক্ষতৃতীয়া এবং মাঘমাসের সপ্তমী, এই সমস্ত তিথি নক্ষত্র সংযুত দিবস অনধ্যায় বলিয়া জানিবেন। অনুক্ত হইলেও স্নানকালে অধ্যাপন বর্জ্জন করিবেন। ধরাতলস্থিত আনীয়মান শব দর্শন বা সন্ধ্যাকালে শিবারুত শ্রবণ করিলে, দ্বিজোত্তমগণ অধ্যয়ন করিবেন না।

হিতাকাঙ্ক্ষি গৃহস্থগণের বিবিধ দান প্রদান কর্ত্তব্য। যে মনস্বী মানব, ব্রাহ্মণবর্গকে বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়দ্বিজ মুখ্য-গণকে (১) ভূমিদান, গোদান ও হিরণ্য দান করেন, তিনি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভে অধিকারী হন এবং ইহলোকে সুখে অবস্থান করিয়া, পরে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। গৃহিগণ শুচি ও মঙ্গলাচার-সংযুত হইয়া, প্রীতি ও শ্রদ্ধাসহকারে বিধিপূর্ব্বক পিতৃ-গণের শ্রাদ্ধ করিবেন।

হে দ্বিজোত্তমগণ! ইহাই গৃহস্থদিগের সারভূত সনাতন ধর্ম্ম। শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যিনি এইরূপে গৃহস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নারসিংহের প্রসাদে জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া, তথা হইতে মুক্তিলাভ করিতে একান্তই সমর্থ হন।

ইতি গৃহস্থধর্ম্ম বর্ণন।

---

(১) শ্রোত্রিয়—বেদজ্ঞ।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হারীত কহিলেন, হে মুনিসত্তমগণ! অতঃপর আমি আপনাদিগের নিকট বানপ্রস্থ ধর্ম্মের বিবরণ বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন।

গৃহস্থব্যক্তি পুত্র পৌত্রাদি সন্তানগণকে এবং আপনাকে বলিতগাত্র, পলিত কেশ ও জরাজীর্ণ সন্দর্শন করিয়া, আপন ভার্য্যাগণকে তনয়গণের রক্ষণাবেক্ষণে রক্ষা করিয়া অথবা সঙ্গে লইয়া, বনপ্রবেশ করিবেন। জটাচীর ও বল্কল এবং তনুরুহ (১) সকল ধারণপূর্ব্বক বেতাল (২) বিধানে অবস্থিত হইয়া অনলে হোম করিবেন। বোধবান্ বানপ্রস্থী ত্রিকাল-স্নায়ী হইয়া, বনসম্ভূত শাকমূল ফল ও নীকার দ্বারা আহারাদি নিত্যক্রিয়া সমাধান করিবেন। তিনি পক্ষান্তে অথবা মাসান্তে, কিম্বা চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টমকালে আহার অথবা বায়ু ভক্ষণ করিবেন। গ্রীষ্মকালে পাঞ্চাগ্নির মধ্যগত বর্ষায় বসুধাশ্রিত হৈমন্তিককালে জলমধ্যস্থ হইয়া, তপশ্চরণপূর্ব্বক কালযাপন করিবেন। তোয়দ্বারা স্বীয়কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মার শুদ্ধি সাধন করিয়া, আত্মায় অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক উত্তর-দিকে গমন করিবেন। গিরিগুহায় আশ্রয় করিয়া দেহের

---

(১) তনুরুহ—লোম।

(২) বেতাল—ভূতাধিষ্ঠিত শব বা শিবগণাদি। বেতালবিধানের হোমাদি তন্ত্রে বিশেষরূপে উক্ত আছে।

প.তনকাল পর্য্যন্ত অতিপ্রিয় ব্রহ্মের স্মরণ, মনন ও নিদি: ধ্যাসন করিয়া তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবেন।

যে মহাসত্ত্ব কাননবাসী মানব সমাধিযুক্ত (১) হইয়া, তপোনুষ্ঠান করেন,তিনি সর্ব্ববিধ কলুষ হইতে বিমুক্ত বিমল ও প্রশান্ত হইয়া দিব্যপুরাণ পুরুষ পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হারীত কহিলেন, অতঃপর আমি অত্যুত্তম যতিধর্ম্মের বিবরণ বর্ণন করিব। যতিগণ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই ধর্ম্মের আচরণ করিলে সংসার বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক মুক্তিলাভে একান্তই সসমর্থ হইয়া থাকেন। উপরি উক্তরূপে বনাশ্রমে তপশ্চরণ দ্বারা অবস্থ.ন পূর্ব্বক নিদগ্ধ কল্মষ মানবগণ, বিধি. পূর্ব্বক সন্ন্যাস করিয়া চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন করিবেন। দ্বিজগণ, দিব্যপিতৃগণ, দেবগণ, নিজপিতৃগণ, ঋষিগণ, মনুষ্যগণ ও আপনাকে যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ দান করিয়া, অগ্নি-যজ্ঞ অথবা প্রাজাপত্য সমাপন পূর্ব্বক, আত্মায় অগ্নি আরোপিত করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিবেন। তদবধি পুত্র. কলত্রাদির প্রতি স্নেহ ও লোভাদি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের ভয়ঙ্কর হইয়া ভূমিতলে উদকদান করিবেন। অনন্তর সরল ও সমপর্ব্বক, শুভদর্শন বেণুজ ত্রিদণ্ড দক্ষিণকরে ধারণ

---

(১) সমাধি—পরব্রহ্মে মনসমর্পণ।

করিবেন। চতুরঙ্গুল কৃষ্ণগোবালবেষ্টিত জলপূত গ্রন্থধারাদিযুক্ত, ক্ষৌম, কুশপত্র বা কার্পাস সূত্র বিরচিত যন্মুষ্টি বা পঞ্চমুষ্টি সমন্বিত পদ্মাকার শিক্য (১) গ্রহণ করিবেন। শৌচার্থী বিদ্বান্ পরিব্রাজক, পাত্র ও কমণ্ডলু এবং স্বহস্ত প্রমাণ দারুজ আসন, কৌপীন, আচ্ছাদনবাস, শীতসংহারিণী কন্থা পাদুকা যুগল সংগ্রহ করিবেন, অন্য কোনও বস্তুর সংগ্রহ করিবেন না। এই সকলই যতিধর্ম্মের চিহ্ন।

যতিগণ সংসার পরিহার পূর্ব্বক সন্ন্যাস করিয়া উত্তম তীর্থের আশ্রয় করিবেন এবং তাহাতে বিধিপূর্ব্বক স্নান, আচমন সমাপন পূর্ব্বক বারিদ্বারা তর্পণ করিয়া দিবাকরকে প্রণাম করিবেন। অনন্তর পূর্ব্বমুখে আসীন হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তিনবার প্রাণায়াম করিয়া যথাশক্তি গায়ত্রী জপের পর পরমপদ ব্রহ্মরূপ ধ্যান করিবেন।

এইরূপে উপাসনা সমাপন করিয়া আপনার নিমিত্ত দক্ষিণকরে দণ্ড ও বামকরে ভিক্ষাপাত্র ধারণ পূর্ব্বক সায়াহ্নকালে ভিক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ গৃহে প্রতিদিন পর্য্যটন করিবেন। যাবৎ পরিমিত অন্নে আপনার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, তৎপরিমাণ ভৈক্ষসংগ্রহ করিয়া নিবৃত্ত হইবেন। অনন্তর সর্ব্বব্যঞ্জন সংযুক্ত তিনগ্রাস অন্ন চারি অঙ্গুলি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পৃথক পাত্রে সূর্য্যাদি দেবতা ও ভূতগণে নিবেদন পূর্ব্বক বারিদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া স্বয়ং পত্রপুটে ভোজন করিবেন। বট, অর্ক, অশ্বত্থ, কুম্ভ, তিন্দুক, কোবিদার ও

---

(১) শিক্য—দ্রব্যরক্ষার্থ রজ্জুময় আধার বিশেষ, শিকা ইতি ভাষা।

করঞ্জ পত্রে কদাচই ভোজন করিবেন না। কাংস্য পাত্রে ভোজন করিলে মলসংসর্গে ভোজন হয়, এই নিমিত্ত যতিগণ ও গৃহস্থগণ, কাংস্য পাত্র পরিহার করিবেন, যে হেতু কাংস্যভোজী শীঘ্রই পাপগ্রস্ত হয়। যতিগণ, পাত্রে ভোজন করিয়া মন্ত্রদ্বারা প্রক্ষালন করিবেন। যজ্ঞকার্য্যে যেমন চমস পরিত্যক্ত হয় না, সেইরূপ যতিগণও পাত্র পরিহার করিবেন না। অনন্তর আচমন করিয়া আস্যনিরোধ পূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান ও জপ, ধ্যান, ও ইতিহাস দ্বারা দিবা শেষ করিয়া, সন্ধ্যোপাসনা সমাপন পূর্ব্বক রাত্রিকালে হৃৎপদ্মনিলয়ে, অব্যয় আত্মরূপ পরব্রহ্মের ধ্যান করিয়া দেবাদির আয়তনে নিলীন হইবেন।

ধর্ম্মনিরত শান্ত, সর্ব্বভূত সমদর্শী, বশী, যতীন্দ্রগণ পরম পদপ্রাপ্ত হইয়া, এই জরামরণাদি বিবিধ দুঃখসংকুল সংসারে আর নিবর্ত্তিত হননা।

ত্রিদণ্ডধারী নিয়ত যোগরত যতিগণ ক্রমে ক্রমে বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণকে অন্তরে সংযত করিয়া সংসারের সমস্ত বন্ধন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিষ্ণুর অমৃতাখ্য মোক্ষপদ লাভ করেন, সন্দেহ নাই।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

হারীত কহিলেন, এই আমি বর্ণাশ্রম ও বর্ণ ধর্ম্মের লক্ষণ সকল কীর্ত্তন করিলাম। যদ্দ্বারা দ্বিজাতিগণ, স্বর্গ ও

অপবর্গ (১) প্রাপ্তহন, এক্ষণে সেই পরমোৎকৃষ্ট যোগ শাস্ত্র বর্ণন করিব শ্রবণ কর। মুমুক্ষুগণ (২) এই যোগাভ্যাস বলেই মোক্ষলাভ করেন, যতিগণ এই যোগাভ্যাস বলেই নিষ্কল্মষ হইয়া মুক্তিলাভ করেন। সেই হেতু বেদাধ্যয়ন ও ক্রিয়া সমাপনান্তে যোগনিরত হইয়া ধ্যান পরায়ণ হইবে। প্রাণায়াম দ্বারা নিশ্বাসপবন, প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাম ও ধারণাদ্বারা সুদুর্দ্ধর্ষ মানসকে বশীকৃত করিয়া একান্তে নির্জ্জনে উপবেশন পূর্ব্বক অদ্বিতীয় আনন্দবোধস্বরূপ অনাময়, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্মতর মহান্ হইতেও মহীয়ান্ জগদাধার, অচ্যুত, অরবিন্দস্থ, সুবর্ণপ্রভ, আত্মরূপ পরব্রহ্মের ধ্যান করিবে। যিনি সমস্ত প্রাণিচিত্তজ্ঞ, যিনি সকলের হৃদয়ারবিন্দে অবস্থিত আছেন, 'সোঽহমস্মি' (৩) এই মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে চিন্তা করিবে। যে পর্য্যন্ত আত্মলাভ সুখ অনুভূত হইবে, তদবধিই ধ্যান কর্ত্তব্য। তদনন্তর শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। যেমন রথহীন অশ্ব ও অশ্বহীন রথ নিস্ফল, তদ্রূপ বিদ্যাহীন তপঃ ও তপোহীন বিদ্যা বিফল জানিবেন (৪) যেমন মধুসংযুত অন্ন ও অন্নসংযুত মধু, তপঃসযুত বিদ্যা সেইরূপ পরমৌষধ জানিবেন। যেমন উভয়পক্ষ দ্বারা পক্ষিগণের আকাশে গতি সম্পাদিত হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা সনাতন ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করিতে পারা যায়। বিদ্যাসম্পন্ন ও তপশ্চরণশীল যোগপরায়ণ ব্রাহ্মণ, ভৌতিক

---

(১) অপবর্গ—মুক্তি। (২) মুমুক্ষু—মোক্ষাভিলাষী। (৩) তিনিই আমি।

(৪) বিদ্যা—মোক্ষবিষয়ক জ্ঞান। পরমোত্তম পুরুষার্থসাধনীভূতব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপা বিদ্যা ইতি নাগোজীভট্টঃ। তপঃশ্রুতিস্মৃত্যাদিত কর্ম্ম।

ও লিঙ্গ এই দেহদ্বয় (১) পরিহারপূর্ব্বক শীঘ্রই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন। এইরূপে যে পর্য্যন্ত পরমপদ মুক্তিলাভ না হয়, তাবৎ কখনই লিঙ্গদেহের বিনাশ হয় না।

হে মুনিসত্তমগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট বিভাগ-ক্রমে বর্ণাশ্রম সমূহ ও তাহাদের সনাতন ধর্ম্মসকল সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ঋষিগণ এইরূপে মহর্ষি হারীত-প্রমুখাৎ স্বর্গমোক্ষফলদায়ক এই সকল ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া আনন্দিতচিত্তে আশ্রমগমন করিলেন।

যে মানব এই হারীতমুখনিঃসৃত এই ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তদনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন।

হে সহস্রানীক! যাহার যে কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সে বহু আদর করিয়া তাহার আচরণ করিবে, ইহার অন্যতম ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে যথার্থতই জাতি হইতে পতিত হয়। যাহার যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সে সেই জাতির মধ্যেই পরিকীর্ত্তিত; অন্যথাচরণে সুতরাং জাতিভ্রষ্ট হয়। সেই হেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ, স্ব স্ব ধর্ম্মেরই আচরণ করিবেন। হে রাজেন্দ্র! বর্ণ চারি প্রকার, আশ্রমও চতুর্ব্বিধ, সুনির্ম্মল নিজ ধর্ম্ম ব্যতিরেকে সদ্গতি লাভ হয় না। নরগণের স্বধর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ নারসিংহদেব যেরূপ প্রাপ্ত হন, বেদযাজ্য

(১) ভৌতিকদেহ পঞ্চভূতময়; লিঙ্গদেহ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও ছয় কর্ম্মেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই অষ্টাদশ অবয়বাত্মক সূক্ষ্মশরীর।

অন্য কর্ম্ম দ্বারা সেরূপ প্রীতি প্রাপ্ত হন না। এই হেতু অনলস ও অবহিত হইয়া যথাকালে নিজ কর্ম্ম সম্পাদন কর এবং ভগবান্ নারসিংহকে নিয়তই ধ্যান কর।

হে রাজন্! নিরন্তর ক্রিয়ানিরত যোগীন্দ্রগণ উৎপন্ন বৈরাগ্যবলে দেহ পরিহারানন্তর সেই সত্যাত্মক, অচিন্ত্য-স্বরূপ, আদ্য, অনাদি বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।

—— ——

ষষ্টিতম অধ্যায়।

সহস্রানীক কহিলেন, "স্নানানন্তর সুরেশ্বর অচ্যুত বিষ্ণু-দেবের অর্চ্চনা করিবে" আপনি আমাকে এইরূপ কহিয়াছেন, তবে কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ মন্ত্র দ্বারা কিরূপে বিষ্ণুর অর্চ্চনা হইবে, তাহা কীর্ত্তন করিয়া চরিতার্থ করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অপ্রমিত তেজা জনার্দ্দন বিষ্ণুর অর্চ্চনার বিষয় বর্ণন করিতেছি। মুনিগণ মৎকথিতরূপে দেবদেবের অর্চ্চনা করিয়া নির্ব্বাণপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। ক্রিয়াবান্‌গণের দেবতা অনলে, মনীষিগণের দেবতা দ্যুলোকে স্বল্প বুদ্ধিগণের দেবতা প্রতিমায় এবং যোগিগণের দেবতা হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন। মুনিগণ কহিয়াছেন যে, অপ্, অগ্নি, হৃদয়, সূর্য্য, স্থণ্ডিল, প্রতিমা, এই ছয় স্থানই বিষ্ণুর অর্চ্চন স্থান। অপ্ হরির আয়তন, সেই হেতু নিয়তই তিনি সলিল মধ্যে এবং তাঁহার সর্ব্বগতত্ব হেতুক স্থণ্ডিলে (১)

(১) যজ্ঞার্থ ভূমিতে।

বিদ্যমান আছেন। নারায়ণার্চ্চন মন্ত্রের ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, বিষ্ণু উহার দেবতা, যিনি জগদ্বীজ, তিনিই ঋষি। পুরুষ-সূক্ত মন্ত্রদ্বারা বিষ্ণুকে পুষ্পবারি প্রদান করিলে, তদ্বারা চরাচর জগতের অর্চ্চনা করা হয়।

প্রথমে পুরুষোত্তমদেবের ঋক্ মন্ত্রদ্বারা আহ্বান, দ্বিতীয় আসন দান, তৃতীয় পাদ্য প্রদান, চতুর্থ অর্ঘ, পঞ্চম আচ-মনীয়, ষষ্ঠ স্নান, সপ্তম বস্ত্র, অষ্টম নৈবেদ্য, নবম পানীয়, দশম পুষ্পদান, একাদশ ধূপ, দ্বাদশ দীপ, ত্রয়োদশ চরু, চতুর্দ্দশ জল, পঞ্চদশ প্রদক্ষিণ, ষোড়শ আসন, শেষকর্ম্ম পূর্ব্ব-বৎ নিষ্পন্ন করিবে। বস্ত্র নিবেদন করিয়া আচমনীয় প্রদান করিবে। এইরূপে দেবাধিদেব বিষ্ণুর ছয়মাস অর্চ্চনা করিলে সিদ্ধি লাভ, সম্বৎসর অর্চ্চনা করিলে সাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। মুনিগণ নিয়তই হবিঃস্থিত, জলস্থিত, পুষ্পস্থিত ও হৃদয়স্থিত হরিকে ধ্যান দ্বারা এবং রবিমণ্ডলস্থিত হরিকে জপ দ্বারা উপাসনা করেন। আদিত্যমণ্ডলস্থিত, নিত্য, অনাময়, শঙ্খচক্র গদাপাণি দেবদেব বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া থাকেন। ("ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সর-সিজাসন সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী, হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ।")(১) এই সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া, যে মানব দিন দিন বিষ্ণুবুদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া নারায়ণকে

---

(১) সরসিজাসনে উপবিষ্ট.কেয়ুরবান্ ও কনককুণ্ডলবান্ কিরীটধারী শঙ্খ-চক্রধর, হিরণ্ময় মনোহরবপুঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণকে নিয়তই ধ্যান করিবে।

পরিতুষ্ট করেন, তিনি সর্ব্ব দুঃখ পরিহারপূর্ব্বক বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই।

এইরূপে স্থণ্ডিল, তোয়, পুষ্প, ফল গৃহ প্রভৃতি স্থান সকলে একমাত্র ভক্তিলব্ধ পুরাণ পুরুষ, বিষ্ণুকে লাভ করিলে, আর মুক্তির নিমিত্ত যত্নকরিতে হয় না।

হে নৃপেন্দ্র! এই আমি আপনার নিকট বিষ্ণুর অর্চ্চনা বিধি কীর্ত্তন করিলাম। যে নর এই বিধি দ্বারা প্রতিদিন বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তিনি পরমপ্রিয়তমবৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত-হন!

একষষ্টিতম অধ্যায়।

সহস্রানীক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বৈদিক পরমবিধি পরিকীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে দেবদেব বিষ্ণুর পূজা বিধি কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্বোক্ত বিধি দ্বারা বেদজ্ঞগণ পূজা করিয়া থাকেন, অন্যসাধারণ মানবগণ সেরূপ পূজা নির্ব্বাহ করেন না, অতএব সর্ব্ব-সাধারণের হিতকর বিধিসকল কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, নরগণ, সুরেশ্বর, অনাময় নারায়ণ নারসিংহকে গন্ধ পুষ্পাদি সহকারে অষ্টাক্ষরমন্ত্র দ্বারা নিত্য পূজা করিবেন "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র, সর্ব্ব বিধ দুঃখ ও সর্ব্ববিধ পাপ হরণ করিয়া সর্ব্ববিধ শান্তি ও সর্ব্ববিধ কল্যাণ প্রদান করেন। এই মন্ত্র দ্বারাই গন্ধ পুষ্পাদি নিবেদন করিবেন। এই মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চিত বাসুদেব

বিষ্ণু, তৎক্ষণাৎ প্রীত হন। তাহার বহুমন্ত্রে ও বহুব্রতে প্রয়োজন নাই। 'ওঁনমো নারায়ণায়' এই মন্ত্রই সকল অর্থের সাধক হয়। যিনি, শুচি হইয়া প্রতিদিন, এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি সর্ব্ববিধ কলুষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-সাযুজ্য প্রাপ্তহন। হে নৃপতিপুত্র! এই বিষ্ণুপূজা সকল তীর্থেরই ও সকল প্রকার দানকর্ম্মের ফলপ্রদান করে। হে কুরুপ্রবর সেই হেতু বিধি পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাদি দেবতার্চ্চন, ও বিপ্র-মুখ্যগণকে বিধি পূর্ব্বক দানকরুন। তাহা হইলেই নারসিংহ প্রসাদে, মুমুক্ষ গণের স্পৃহনীয় বৈষ্ণবতেজঃ প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

হে নৃপ! এই আমি আপনার নিকট অনুত্তম বিষ্ণু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, আপনি অবহিত ও অতন্দ্রিত হইয়া মদুক্ত বিধিদ্বারা বিষ্ণু পূজার অনুষ্ঠান করুন।

সূত কহিলেন, সেই নৃপতিনন্দন সহস্রানীক, মহামুনি মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, নারসিংহের আরা-ধনানন্তর বোধানন্দ (১) স্বরূপ অনাময় নিত্য, স্বচ্ছ, সর্ব্বগত, শান্ত, নির্বিকার, অনুত্তম (২) যে বৈষ্ণব পদ, যতিগণ সংযত চিত্তে তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হইয়া নিরন্তর ধ্যান করেন, সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন।

হে মহামুনি ভরদ্বাজ! এই আমি আপনার নিকট সহস্রানীক চরিত কীর্ত্তন করিলাম। অন্য আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা করেন।

---

(১) বোধ — জ্ঞান। (২) নাই উত্তম যাহা হইতে।

যে নর, পুরুষোত্তম-পরায়ণী বিমুক্তিপ্রদা পবিত্রপুণ্যময়ী এই পুরাতনী কথা শ্রবণ করে, সে অতীব নির্ম্মলানন্দস্বরূপ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, নারায়ণের, পাপবিনাশন গুহ্যক্ষেত্র সকল ও তাঁহার নিখিলনামাবলী আপনার নিকট শ্রবণ করিতে বাসনা হয়।

সূত কহিলেন, একদিবস প্রজাপতি ব্রহ্মা, মন্দরস্থিত, শঙ্খচক্র গদাধর দেবদেবেশ্বর, ভগবান্ কেশবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্ জগৎপতে! আপনি মানবের মুক্তির নিমিত্ত কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য হন এবং সেই সেই স্থলের নামাবলীই কি? আপনার শ্রীমুখকমল হইতে সেই সকল শ্রবণ করিতে বাসনা হয়।

ভগবান্ কহিলেন, হে বৎস! কোন্ কোন্ মন্ত্র জপ করিয়া অতন্দ্রিত ও অবহিত মানবগণ সদ্গতি লাভ করিতে পারে, সেই সকল এবং আমার গুহ্যক্ষেত্র ও নাম সকল ভক্তগণের হিতের নিমিত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর।

কোকমুখে বারাহ, মন্দরে মধুসূদন, কপিলদ্বীপে অনন্ত, প্রভাসে রবিনন্দন, মাল্যোদ্যানে শ্রীবিষ্ণু, মহেন্দ্রপর্ব্বতে নৃপাত্মক, ঋষভে মহাবিষ্ণু, দ্বারকায় ভূপতি, পাণ্ডুসহ্যে দেবেশ, বসুকুণ্ডে জগৎপতি, অহিবনে মহাযোগী, চিত্রকূটে নরাধিপ, নৈমিষে পীতবস্ত্র, শরনিক্রমণে হরি, সালগ্রামে

তপোবাস, গন্ধমাদনে অচিন্ত্য, কুব্জাম্রকে হৃষীকেশ, গঙ্গা-দ্বারে গদাধর, কৌশলে গরুড়ধ্বজ, নাগসাহ্বয়ে গোবিন্দ, বৃন্দাবনে গোপাল, মথুরায় স্বায়ম্ভুব, কেদারে মাধব, বারাণসীতে কেশব, পুষ্করে পুষ্করাক্ষ, তৃণমতীতে জয়ধ্বজ, তৃণবিন্দুবনে বীর, সিন্ধুসাগরে অশোক, কেশীবটে মহাবাহু, তৈজসবনে অমৃত, বিশাখযূপে বিশ্বেশ, মহারণে নারসিংহ, লৌহর্গলে রিপুহর, দেবমানে ত্রিবিক্রম, দশপুরে পুরুষোত্তম, কুব্জকে বামন, বিতস্তায় বিদ্যাধর, বারাহে ধরণীধর, দেবদারুবনে গুহ্য, কাবেরীতে নাগশায়ী, প্রয়াগে যোগমূর্ত্তি, প্রযোগে মন্দর, কুমারতীর্থে কৌমার, লৌহিত্যে হয়শীর্ষক, উজ্জয়িনীতে ত্রিবিক্রম, লিঙ্গস্ফোটে চতুর্ভুজ, তুঙ্গভদ্রায় হরিহর, কুরুক্ষেত্রে বিশ্বরূপ, মণিকূটে হলায়ুধ, অযোধ্যায় লোকতার, কৌণ্ডিন্যে রুক্মিণীপতি, ভাণ্ডিরে বাসুদেব, চক্রতীর্থে সুদর্শন, বিষ্ণুপদে আদ্য, শূকরে শূকর, মানসতীর্থে ব্রহ্মেশ, দণ্ডকে শ্যামল, ত্রিকূটে নাগমোক্ষী, মেরুপৃষ্ঠে ভাস্কর, পুষ্যভদ্রায় বিরজ, চামীকরে বলি, বিপাশায় যশস্কর, মাহিষ্মতীতে হুতাশন, ক্ষীরসাগরে পদ্মনাভ, গান্ধারে হুতাশন, শিবনদীতে শিবকর, গয়ায় গদাধর, অখিলব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে পরমাত্মা। এই সকল যিনি জানিতে পারেন, তিনি সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হন।

হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট আমার অষ্টষষ্টি-ক্ষেত্র ও নামাবলী বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। যে মানব আমার এই গুহ্যনামসকল প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠ বা শ্রবণ করে, সে শতসহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত

হয়। যে নর শুচি হইয়া প্রতিদিন এই সকল ক্ষেত্র স্মরণ করে, আমার প্রসাদে তাহার শোকদুঃখ কিছুই থাকে না। যে নরপ্রবর আমার এই অষ্টষষ্টি নাম ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া আমার লোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। মানবগণ বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ এই সকল ক্ষেত্রে যথাশক্তি পরিদর্শন করিলে, তাহাদিগকে আমি মুক্তি প্রদান করি।

যে মনুজন্মা জনার্দ্দনের প্রতি একাগ্রমনা হইয়া নিয়তই বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিনে তাঁহার স্মরণপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া এই স্তব পাঠ করে, সে বিষ্ণুর অমৃতাত্মকপদ প্রাপ্ত হয়।

ত্রিংষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার নিকট এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় পুণ্যময়তীর্থসকল কহিতে আরম্ভ করিলেন। গঙ্গা পুণ্যময়ীগণের মধ্যে প্রথমা। অনন্তর যমুনা, গোমতী, সরযূ, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা, চর্ম্মণী (১) কুরুক্ষেত্র, গয়া, পুষ্কর, অর্ব্বুদ, নর্ম্মদা এই সকল মহাপুণ্যাকর তীর্থসকল উত্তরদিকে অবস্থিত আছে। তাপ্তী ও পয়োষ্ণী এই তীর্থদ্বয়ও পাপনাশন ও পুণ্যপ্রদ। হে দ্বিজসত্তম! গোদাবরী সর্ব্বত্রই মহাপুণ্যদায়িনী। তুঙ্গভদ্রাও পুণ্যকরী, আমি এই স্থানে শঙ্করের সহিত পূজিত হইয়া বাস করি। গঙ্গাতুঙ্গা ও কাবেরীও পুণ্যপ্রদা। এই সমস্ত তীর্থই উত্তম ফলপ্রদ।

---

(১) চর্ম্মণ্বতী নদী।

হে কমলোদ্ভব! সহ্যামলকগ্রামে দেবদেবেশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া তোমার সহিত নিয়তই অর্চ্চিত হইয়া থাকি! সেই স্থানে সর্ব্বপাপবিনাশন বহুতর তীর্থ বিদ্যমান আছে, মানবগণ তাহাতে স্নান করিয়া পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়। হে ব্রহ্মন্! মধুসূদন এইরূপে তীর্থনাম কীর্ত্তন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং কমলযোনি প্রজাপতিও ব্রহ্মলোকে প্রতিগমন করিলেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! সেই আমলকগ্রামে যে যে পুণ্যতীর্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় ক্ষেত্রোৎপত্তি-মাহাত্ম্য এবং যে যে পর্ব্বে পর্ব্বে স্বয়ং প্রজাপতি ঐ দেবদেবেশের পূজা করিয়া থাকেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! পুণ্যকর ও কল্মষবিনাশী সহ্যামলক তীর্থ ও তদুৎপত্তির বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পুরাকালে সহ্যাদ্রির বনপ্রান্তে এক মহান্ আমলক বৃক্ষ ছিল; সেই বৃক্ষের নামানুসারে এক মহাগ্রাম, আমলক গ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার ফল সকল বৃহৎ ও সুরস এবং সুদর্শন ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের দুর্লভ। এক দিবস প্রজাপতি মহাফলনমন্বিত সেই মহাবৃক্ষ সন্দর্শন করিলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার মন স্থির ও গম্ভীরভাবাপন্ন হইল। সেই মহদাশ্চর্য্য পরিদর্শন করিয়া ভুবনভাবন প্রজাপতি ইহার কারণ কি অনুসন্ধানের নিমিত্ত ধ্যানপরায়ণ হইয়া মানসমধ্যে দেখিতে পাইলেন,সেই ফলবান্ মহামলক তরুই

সুশোভিত রহিয়াছে এবং তাহার উপরিভাগে, শঙ্খচক্রগদা-ধর নারায়ণ অবস্থিত রহিয়াছেন। ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া প্রতিমা পরিদর্শনপূর্ব্বক, তাঁহার অবস্থানই তাদৃশ গভীর ভাবোদয়ের কারণ অবধারণ করিলেন। অনন্তর সেই মহামলক তরুর পাদতলে প্রবেশপূর্ব্বক সেই স্থানে দেবদেবেশের আরাধনা করিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রতিদিনই গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তথায় তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পবিত্র ক্ষেত্রে ভগবান্ হরি, দ্বিসপ্ততি (১) জন প্রজাপতিকর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। হে মুনীন্দ্র! সেই পুণ্যক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীসহ্যামলক গ্রামে, দ্বিসপ্ততি চতুর্ম্মুখগণ, অব্যয়াত্মা দেবদেবেশের আরাধনা করিয়া সিদ্ধলাভ করিয়াছেন। সেই আমলক তরুর পদতল হইতে পশ্চিমাভিমুখ-স্থিত এক পুণ্যকর ও পাপহর তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহার নাম চক্রতীর্থ, তাহাতে স্নান করিয়া সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া বহুসহস্র বৎসর স্বর্গলোকে পূজাপ্রাপ্ত হয়। শঙ্খতীর্থে স্নান করিয়া মানবগণ বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। পৌষমাসে পুষ্যা নক্ষত্রই তাহার যাত্রিক দিবস। পুরাকালে প্রজাপতির গঙ্গাজলপরিপূরিত কুণ্ডিকা (২) সহ্যপর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল, সেই হেতু তথায় কুণ্ডিকা নামে এক মহাতীর্থের উৎপত্তি হয়। ঐ তীর্থ শিলাগৃহ সমন্বিত। তাহাতে স্নান করিয়া মুনিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া-

(১) বাহাত্তর জন ব্রহ্মা। (২) আহ্নিকাদির নিমিত্ত কুণ্ডী—কুঁড়ি।

ছেন। তিন রাত্রি উপোষ করিয়া সেই তীর্থে স্নান করিলে, মানবগণ সর্ব্ববিধ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। কুণ্ডিকা তীর্থের উত্তরে পিতৃস্থান; তাহার দক্ষিণে ঋণমোচক নামক তীর্থ; সেই তীর্থ গুহ্য ও উত্তম। তিনরাত্রি উপোষিত থাকিয়া তাহাতে স্নান করিলে মানবগণ ত্রিবিধ ঋণ (১) হইতে মুক্তিলাভ করে, সন্দেহ নাই। পিতৃস্থান তীর্থে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়া বিধিবৎ পিণ্ডপ্রদান করিলে, পিতৃগণ তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া পিতৃলোকে গমন করেন। যে নর পঞ্চরাত্র উপোষ করিয়া পাপনাশন তীর্থে স্নান করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। যে মানব ঐ তীর্থেই স্বকীয় শিরোদেশে মহতী ধারা ধারণ করে,সে সর্ব্বযজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজাপ্রাপ্ত হয়। যে মনুজপ্রবর ধনুষ্পাৎ নামক মহাতীর্থে অহোরাত্র উপোষ করিয়া স্নান করে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। আশ্চর্য্যামলকতীর্থে গমন করিয়া, মনুজগণ নাকলোকে নানাবিধ পূজাপ্রাপ্ত হয়। শতবিন্দু নামক মহাতীর্থে স্নান করিয়া বিষ্ণুলোক লাভ হয়। হে বিপ্রবর! বারাহ তীর্থে অহোরাত্র উপোষিত থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে নির্ব্বাণবৈকুণ্ঠপুরে পূজা লাভ করে। সহ্যপর্ব্বতে আকাশ গঙ্গা নামে এক মহাতীর্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার শিলাতলোত্থিত জল হইতে শুভ্র মৃত্তিকা নির্গত হইয়া থাকে,

---

(১) ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও দেবঋণ। বেদাধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন ও যজ্ঞ দ্বারা এই তিন প্রকার ঋণ হইতে মুক্তিলাভ হয়। এই ঋণ মোচন তীর্থে উক্তপ্রকার আচরণ করিলেও ঋণমুক্ত হয়।

যে নরোত্তমগণ ভক্তিপূর্ব্বক সেই তীর্থে স্নান করেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ যজ্ঞ ফল প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজা প্রাপ্ত হন। দেবদেবের দক্ষিণে বাগুরী সংগমন নামক তীর্থে এক দিবস বাস করিয়া তাহাতে স্নান করিলে, মানবগণ অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পরিপূজিত হয়। সহ্যপর্ব্বতে ব্রহ্মামলক তীর্থ হইতে যে যে তোয় ধারা নির্গত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই এক এক তীর্থ, সেই সেই তীর্থে স্নান করিয়া মনুজগণ পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। সহ্যপর্ব্বতের এই সকল পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া এবং ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া বিচক্ষণ মানবসকল পাপের পরিহারপূর্ব্বক বিষ্ণুদেহে প্রবেশ করেন। মানব বর্গ একবার তীর্থসেবা করিবেন, কিন্তু পতিতপাবনী জহ্নু-কন্যা গঙ্গার পুনঃ পুনঃ সেবা করিবেন, যেহেতু গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী এবং হরি সর্ব্বদেবময়।

হে ব্রহ্মন্! এই আমি আপনার নিকট তীর্থক্ষেত্রের মহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। নিখিল মনুজ গণেরই কর্ত্তব্য, যে শ্রীসহ্যামলক গ্রামে তীর্থস্নান করেন, যে হেতু, তীর্থগণের ও যে তীর্থ; তথায় দেবদেবের পাদমূল হইতে নির্গত সেই সকলই বিদ্যমান আছে। বেদজ্ঞগণ কহিয়া থাকেন যে,সহ্যামলকগ্রামের তীর্থ সকলে স্নান করিলে সহস্র অশ্বমেধের ফল প্রাপ্তহয়। তথায় মধুসূদনের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া স্নান করিলে নরগণ,আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না।

গঙ্গা প্রয়াগ নৈমিষ পুষ্কর কুরুজাঙ্গল যামুনাদি তীর্থবারি সকল যথাকালে ফল প্রদান করে কিন্তু ভগবানের পাদোদক

সদ্যই পাপ বিনাশ করিয়া পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

চতুঃষষ্টিতমম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে তপোধনাগ্রনী! মুনিবর এই আমি আপনার নিকট, ভৌমিক তীর্থ গণের বিষয় বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে বিশেষ ফলদায়ি মানসিক তীর্থ গণের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণকর। বিষয়ানুরাগাদি পরিশূন্য, অনাবিল সুনির্ম্মল মানসই মহাতীর্থ। সত্যই সুমহান তীর্থ দয়াইতীর্থ ইন্দ্রিয় নিগ্রহই তীর্থ, অগ্নির উপাসনাই তীর্থ, গুরুশুশ্রূষাই তীর্থ, যতিসেবাই তীর্থ, স্বধর্ম্মাচরণই তীর্থ, অতিথি পূজাই তীর্থ, কেশব পূজাইতীর্থ, ধ্যান তীর্থ, দম তীর্থ, বুধনিষেবনই তীর্থ, এই সকল পুণ্যকর পবিত্র নির্ম্মল স্বর্গ মোক্ষপ্রদ তীর্থ সকল, মানস ক্ষেত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এক্ষণে, ব্রতসমূহ একভক্ত (১) এবং নক্ত ও উপবাস, এই সকল বিধি শ্রবণ কর। পৌর্ণমাসী ও অমাবাস্যায়, একভক্ত ভোজন করিয়া মানবগণ পুণ্যগতি প্রাপ্তহয়। চতুর্থী, চতুর্দ্দশী, সপ্তমী, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী (২) এই সকল তিথিতে নক্ত আচরণ অর্থাৎ নিশিভোজন পরিহার করিলে মানবগণ অভিবাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্ত হয়! হে মুনিপুঙ্গব! একাদশীতে নারসিংহের অর্চ্চনাপূর্ব্বক উপবাস করিলে, নরগণ,

---

(১) ভক্ত—ভাত। একভক্ত, একবার ভক্তভোজন।
(২) এক কৃষ্ণপক্ষীয়া, ও অন্যা শুক্লপক্ষীয়া।

সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়। হস্তানক্ষত্রযুক্ত রবি-বাসরে স্নানানন্তর প্রভাকরের পূজা করিয়া সৌরনক্তের আচরণ করিলে মনুজগণ নীরোগ হইয়া চিরকাল, কালযাপন করে। সূর্য্য যখন, আপনার দ্বিগুণ ছায়ায় অবস্থিত হন, তখনই সৌরনক্ত জানিবে, সৌরনক্ত নিশাকাল বা নিশি ভোজন নহে। গুরুবারগত ত্রয়োদশীতে অপরাহ্নকালে সলিলসিক্ত হইয়া তর্পণানন্তর তিলতণ্ডুল দ্বারা পিতৃগণের পূজা পূর্ব্বক নারসিংহের অর্চ্চনা করিয়া উপবাস করিলে, সর্ব্ববিধ পাপ হইতে প্রমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজাপ্রাপ্ত হয়। যখন অগস্ত নক্ষত্রের উদয় হয়, তখন, সপ্তদণ্ড রাত্রির সময়, অগস্ত্য মহামুনিকে অর্ঘ্যদান করিয়া, শ্বেতচন্দন শ্বেত-পুষ্প অক্ষত সলিল শঙ্খ তোয়াদি দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। মন্ত্রযথা "কাশপুষ্প প্রতীকাশ" অগ্নিমারুত সম্ভব। 'মিত্রাবরুণযোঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোহস্তুতে' বাতাপি ভক্ষিতোযেন, আতাপীচ নিপাতিতঃ। সমুদ্রঃ শোষিতো যেন, সোহগস্ত্যঃ প্রীয়তামিতি (১) এইরূপে যে মানব প্রতি সম্বৎসর অগস্ত্যের পূজা করে, সে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং অতিশয় দুস্তর ও পার হইয়া যায়।

---

(১) হে কাশপুষ্প সদৃশ প্রভাশীল হে অগ্নি সমীর সম্ভব! হে মিত্রাবরুণ-দ্বয়েরপুত্র! হে কুম্ভজন্মন্, তোমাকে নমস্কার। যিনি বাতাপিকে ভক্ষণ করিয়াছেন, যিনি আতাপীকে বিনাশ এবং সমুদ্র শোষণ করিয়াছেন, সেই অগস্ত্য আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। কাশ—কেশে ইতিভাষা।

হে মনস্বিন্! মহাভাগ ভরদ্বাজ! এই আমি আপনার ও মুনিগণের সন্নিধানে নারসিংহ পুরাণ পরিকীর্ত্তন করিলাম। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত (১) পুরাণের পঞ্চলক্ষণই ইহাতে পরিকীর্ত্তিত হইল। পুরাকালে আদি কবি, ব্রহ্মা, মরীচাদি মহামুনিগণের নিকট এই পুরাণ কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে ভৃগু প্রাপ্ত হন। তাঁহা হইতে মার্কণ্ডেয়, মার্কণ্ডেয় নাকুলনৃপতির নিকট কীর্ত্তন করেন। নারসিংহের প্রসাদে ব্যাসদেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারই প্রসাদাৎ সর্ব্বপাপ প্রণাশন এই নারসিংহপুরাণ আমি পাইয়াছি, এক্ষণে তাহা মুনিগণের সম্মুখে আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। আপনাদিগের স্বস্তি হউক, আমি এক্ষণে গমন করিতেছি।

যে মনীষাসম্পন্ন মানব শুচি ও সংযত হইয়া, এই অনুত্তম নারসিংহ পুরাণ শ্রবণ করে, সে মাঘমাসে প্রয়াগ স্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। যে যে ভক্তগণ ভক্তিসমন্বিত হইয়া ভক্ত ব্যক্তিকে প্রতিদিন এই পুরাণ শ্রবণ করান, তিনি সমস্ত তীর্থফল প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকেন।

মহামতি ভরদ্বাজ মুনিগণের সহিত এই নারসিংহ পুরাণ শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে অবস্থিত রহিলেন, অন্যান্য মুনি নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিলেন।

যে মানবগণ সর্ব্ববিধ পাপ নাশক পুণ্যকর এই নৃসিংহ

---

(১) সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশমন্বন্তরাণিচ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং।

পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, নারসিংহদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। দেবাধিদেব নারসিংহ প্রসন্ন হইলে, তাহার সর্ব্ববিধ পাপ প্রক্ষীণ হয় এবং সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি মুক্তিপদ লাভ করিতে পারেন।

যিনি ত্রিলোকের হিত সাধন নিমিত্ত, নারসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সুরবৈরি, দিতিপুত্র, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর দেহ-গিরি খরনখরে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই শৌরী হরি নারায়ণকে নমস্কার করিতেছি।

যে বিরাট্ বিশ্বদেব শ্রীমন্নারসিংহ স্বকীয় শুভ্র ও দীপ্রতর ব্যোমব্যাপ্ত স্থূলবিশালবিলম্বিত জটাকলাপজালে ভাস্কর ও নিশাকরের গতিমার্গের উদ্রোধ সাধন করিয়াছেন এবং পাতালপ্রাপ্তসুবিশালপাদতলের প্রখরতরনখরদ্বারা শেষভোগীন্দ্রের অনন্ত ফণমণ্ডল ওতপ্রোত করিয়া তুলিয়াছেন এবং প্রজ্বলিত অনলোদ্গারী প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ডতুল্য প্রচণ্ডবিলোচনত্রয়ে ব্রহ্মাণ্ডাণ্ডকটাহমণ্ডল যেন নির্দ্দগ্ধ করিতেই উদ্যত হইয়াছেন এবং প্রখরতরকরনখর দ্বারা দৈত্যেন্দ্রের দেহভূধর বিদীর্ণ করিয়া প্রীতি বহন করিতেছেন, তিনিই তোমাদের কল্মষানলজ্বালা প্রশমিত করিয়া কল্যাণজলধির কল্লোলকোলাহল সম্প্রসারিত করুন।

এ কি সিংহ? একি সিংহ? তবে কেন মানবসদৃশ শরীরবান্ হইল? কোনও জীবে ত এরূপ অদ্ভুতাকৃতি দৃষ্ট হয় না? তবে কি ইহা এক অপূর্ব্ব কেশরীশ্বরই হইবে? অহহ! ইহার নখরসমূহের কি কর্কশত্ব! কি তাপাতিশয়! দেবগণ বিস্ময়মগ্ন হইয়া এইরূপ কল্পনা

করিতেছেন, এমত সময়ে যিনি নিজ নখকুলিশ দ্বারা দৈত্যা-ধিনাথের প্রাণসংহার করিয়াছেন, সেই নারসিংহ মূর্ত্তিই আপনাদিগকে রক্ষা করুন।

ইত্যাদ্যে বৈয়াসিকে বেণীমাধব ন্যায়রত্নসঙ্কলিতে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ-প্রদায়কে ব্রহ্মস্বরূপে নারসিংহ পুরাণে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

নারসিংহ পুরাণ সমাপ্ত।

———